অশোক অনুশাসন

শ্রীচারুচন্দ্র বসু

শ্রীললিতমোহন কর

অশোক অনুশাসন

(মূল পাঠ, অনুবাদ, বিবিধ টীকা, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ ও সংস্কৃত তাৎপর্য্য সহিত।)

ধম্মপদ নামক পালিগ্রন্থের অনুবাদক, অশোকের জীবনী ও মৌর্য্য সাম্রাজ্যের
ইতিহাস লেখক, Psychology of Buddhism এবং
বিশাখা-চরিত প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা
শ্রীচারুচন্দ্র বসু
ও
শ্রীললিতমোহন কর কাব্যতীর্থ এম্, এ
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

১৩২২।

মূল্য ১॥০ টাকা।
কাপড়ে বাঁধান ২৲ টাকা।

প্রিণ্টার ও পাব্‌লিসার—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দাস,
মেট্‌কাফ্‌ প্রিণ্টিং ওয়াকস্‌,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

মাতৃভাষার অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপোষক,

লোকহিতব্রতরত অশেষ সৌজন্যসম্পন্ন

[illegible]

কাশিমবাজারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজ

মাননীয়

সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে, সি, আই, ই

মহোদয়ের

করকমলে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অর্পিত হইল।

সম্পাদকের নিবেদন।

সমগ্র অশোক অনুশাসনের অনুবাদ ও সম্পাদন এত দিনে সম্পূর্ণ করিয়া পাঠকবর্গসমীপে উপস্থিত করিতে সক্ষম হইলাম। মহারাজ অশোকের অনুশাসন এ দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ. কিন্তু ভারতীয় কোন আধুনিক ভাষাতেই ইহা এত দিন ভাষান্তরিত বা প্রকাশিত হয় নাই। সেই নিমিত্ত এই অনুশাসনগুলি অনুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ করিবার বাসনা বহুদিন হইতেই ছিল। কিন্তু নানা কারণে এই পুস্তক প্রকাশ করিতে বিশেষ বিলম্ব ঘটিয়াছে। মৎপ্রণীত অশোক বা মৌর্য্যযুগের ইতিহাস যখন প্রকাশিত হয় তখনই অনুশাসনের মূলপাঠ ও অনুবাদ সেই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র অনুবাদ ব্যতীত মূলপাঠ তখনও প্রকাশ করিতে পারা যায় নাই। রিপণ-কলেজের অধ্যাপক মদীয় স্নেহভাজন, সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ললিতমোহন কর এম. এ. কাব্যতীর্থের সহযোগিতায় এই অনুশাসনগুলির সম্পাদন ও অনুবাদ এত দিনে সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলাম। পুস্তক মধ্যে অন্তঃস্থ "ব"কার ও বর্গীয় "ব" কারের পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই. আশা করি পাঠকবর্গ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। পণ্ডিত শ্যামশাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত কৌটিল্য প্রণীত অর্থ-শাস্ত্রের আলোচনা এদেশে আরম্ভ হইয়াছে, এই আলোচনার ফলে আশা করা যায় অশোক অনুশাসনের দুরূহ অংশ-গুলির অর্থ ক্রমেই পরিস্ফুট হইবে। যদি সম্ভব হয় পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ মধ্যে সেই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিবার বিশেষ ইচ্ছা আছে।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে এই পুস্তক প্রণয়নে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের

সুযোগ্য সহকারী অধ্যাপক মদীয় বিশেষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্. এর বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। যেরূপ উদ্যম ও অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত তিনি এই কার্যো সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা আশাতীত, পুস্তকখানি যাহাতে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হয় তজ্জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার সাহায্য না পাইলে পুস্তক প্রকাশে আরও বিলম্ব হইত ও অনেক ত্রুটি রহিয়া যাইত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত পালি ও পুরাতত্ত্বের অধ্যাপক প্রেমচাঁদরায়চাঁদ স্কলার বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার এম্. এ, মহোদয়ের সাহায্য অনেক সময় লাভ করিয়াছি। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুযোগ্য কর্ম্মচারী বাবু সুরেন্দ্রনাথ কুমার অনেক সময় বিবিধ পরামর্শদানে সাহায্য করিয়াছেন। সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম্, এ, মহোদয় তাঁহার কলেজ-লাইব্রেরী হইতে পুস্তক ব্যবহার করিতে অনুমতি করিয়া কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মপ্রাণ বৌদ্ধ-পরিব্রাজক অনাগারিক ধর্ম্মপাল ও শ্রদ্ধেয় নরনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক মহাত্মার নিকট অনেক প্রকার উৎসাহ লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য ইঁহাদের প্রত্যেকের নিকট বিশেষভাবে ঋণী রহিলাম।

১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২২। শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

উপক্রমণিকা।

ঐতিহাসিক আলোচনা-ক্ষেত্রে এদেশে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে এদেশবাসীর প্রাণে এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছে। বহু ঐতিহাসিকের বহুদিনের অবিচলিত সাধনায় ঐতিহাসিক জ্ঞানরাজ্যে নূতন নূতন তত্ত্বসকল দিন দিন উদ্ঘাটিত হইতেছে। ঐতিহাসিক তত্ত্ব-সংগ্রহের এবম্প্রকার চেষ্টা যে ভারতবর্ষেই আবদ্ধ তাহা নহে, বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রাচীন দেশ সম্বন্ধে এই প্রকার উদ্যম পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। প্রাচীন মিসর, ভারতবর্ষ, চীন, বাবিলন কিংবা গ্রীসের ইতিহাসে যে পরস্পর সংশ্লিষ্ট তাহা বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণের চেষ্টায় একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যে একটা সংযোগ তাহা আর কবি-কল্পনার বিষয় নহে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে এক দিকে যেমন চীন, অপরদিকে মিসর, বাবিলন, পারস্য ও গ্রীসের ইতিহাস অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সমস্ত প্রাচীন দেশের ইতিহাস অনুশীলন দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি, সেই জ্ঞান-সাহায্যে ভারতের ইতিহাস অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে ঐতিহাসিক জ্ঞান-রাজ্যে আমরা নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হই। ইতিহাস তখন এক নূতন আলোকে আলোকিত হয়। ঐতিহাসিকগণ ইহাকেই তুলনা-মূলক আলোচনা (comparative study of history) বলেন, এবং ইতিহাস আলোচনার ইহাই নব প্রণালী। এমন একদিন ছিল যখন লোকে ইতিহাস বলিতে আখ্যায়িকা মাত্র বুঝিত, এবং কতকগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধ সময় নিরূপক সংখ্যার উল্লেখ ও যুদ্ধ বা ঘটনাপরম্পরার সন্নিবেশ ইতিহাস নামে

চলিত হইত, এবং ইহাই আবার সুললিত কাব্যে প্রকাশিত হইয়া ইতিহাসের স্থান অধিকার করিত। আপামর সাধারণ তাহাই ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিত। সম্যক্ প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক রচনা-লালিত্যই ইতিহাসের অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিত। কাব্য ও ইতিহাসে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। সে দিন আর এখন নাই, ইতিহাস এখন আখ্যান-শ্রেণীভুক্ত নহে; ঐতিহাসিক অনুশীলন এখন এক সম্পূর্ণ নূতন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই ইতিহাস অনুশীলনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বিশেষ বিচারবুদ্ধি ও গবেষণা সহকারে ঐতিহাসিক প্রমাণসকলের সংগ্রহ, তাহাদের উপযুক্ত পর্য্যালোচনা ও সেই সকলের যথাযোগ্য প্রয়োগকে ইতিহাস সঙ্কলনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া ঐতিহাসিকগণ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

প্রাচীন যুগে অনুশাসন

ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের যত প্রকার পন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তন্মধ্যে (১) বিদেশীয় ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারিগণের লিখিত ইতিবৃত্ত, (২) প্রস্তর-গাত্রে ধাতুফলকে বা অন্য আধারে খোদিত লেখরাজি ও মুদ্রালিপি, (৩) গাথা, কাহিনী ও আখ্যায়িকা এবং সমসাময়িক সাহিত্যই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই সকলের মধ্যে আবার অনুশাসনলিপি ও মুদ্রালিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। কারণ অনুশাসনাবলী ও মুদ্রালিপি অনুমানের প্রতীক্ষা না করিয়াই সহজ ও সরলভাবে ঐতিহাসিক ঘটনানিচয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা হইতে যে কেবলমাত্র কতকগুলি ঘটনাপরম্পরা অবগত হওয়া যায় তাহা নহে, ইহা হইতে অতীত যুগের ভাব, লিখন প্রণালী, লিপিবিদ্যার ক্রমোন্নতি, সমাজ, ধর্ম্ম, রাজকীয় রীতি পদ্ধতি প্রভৃতিও যথাযথ অবগত হওয়া যায়।

প্রাচীন ভারতে মহারাজ অশোকই উৎকীর্ণ শিলালিপির সর্ব্বপ্রথম

প্রবর্ত্তক ছিলেন। পর্ব্বতগাত্রে বা শিলাফলকে এই প্রকার অনুশাসনলিপি উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রাচীনকালের সভ্যদেশের নৃপতিবর্গ, ধর্ম্মযাজক ও বণিকদিগের মধ্যে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। মিসর, আসিরিয়া, বাবিলন ও পারস্য প্রভৃতি দেশের নৃপতিবর্গের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে এই বিষয় সম্যক্ অবগত হওয়া যায়। অতি প্রাচীনতম কাল হইতে সভ্যদেশমাত্রেই রাজকীয় শাসন বা ঘোষণা, ধর্ম্মানুশাসন, নৃপতিবর্গের কীর্ত্তিকাহিনী, একাধিক জাতির মধ্যে সন্ধি বা স্মরণীয় ঘটনাবিশেষ জনসাধারণের গোচরে আনয়ন করিবার বা চিরস্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে শিলাখণ্ডে বা ধাতুফলকে উৎকীর্ণ করিয়া সাধারণের গমনাগমন বা সম্মিলিত হইবার স্থানে রক্ষা করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

মিসরের রাজগণ ও ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক মন্দিরগাত্রে, প্রস্তরফলকে (stele) বা চতুষ্কোণ সূক্ষ্মশীর্ষ প্রস্তরস্তম্ভে (obelisk) চিত্রলিপিতে (hieroglyphic character) খোদিত বহুসংখ্যক উৎকীর্ণ লিপি দেখিতে পাওয়া যায়। খাম্মুরাবি প্রমুখ বাবিলনীয়, আসুরীয় এবং প্রাচীন পারসিক নৃপতিগণের 'বাণমুখ' (cuneiform) অক্ষরে লিখিত এই প্রকার অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়। য়িহূদীজাতির প্রাচীন পুরাণের (Exodus) 'যাত্রা' খণ্ডে হইতে জানা যায় যে তাঁহাদের উপাস্য দেবতা যহোবাহ্ (Jehovah) যখন তাঁহাদিগকে মিসরবাসীদিগের দাসত্ব হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক কানান্‌দেশে (পালেস্তীনে) আনয়ন করেন, তখন তিনি য়িহূদীগণ কর্ত্তৃক অবশ্যপালনীয় দশটী ধর্ম্মবিধি তাঁহাদের নেতা মোশেহ্ (Moses) দ্বারা জ্ঞাপন করেন এবং জনসাধারণের বিদিতার্থে সেই বিধিগুলি অন্যান্য বিধিসমেত স্বহস্তে প্রস্তরগাত্রে লিখিয়া দেন। এই প্রকার পালেস্তীনের অন্তর্গত মোআব প্রদেশের রাজা মেশা (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৮৯০) কর্ত্তৃক হিব্রু ভাষায় উৎকীর্ণ এক অনুশাসন আছে,

ইতিহাসে উহা 'মোআব' অনুশাসন নামে বিদিত। এই অনুশাসন-লিপি ফিনিক্ বা শেমেতিক বর্ণমালার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহাতে রাজা মেশা স্বীয় কুলদেবতা খেমোশের সাহায্যে আক্রমণকারী যিহুদীদিগকে বিতাড়িত ও পরাস্ত করিয়াছিলেন ও প্রজাবর্গের জন্য নগর, দুর্গ জলাশয় ও পথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,—এই সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। রোমনগরীর ইতিহাসে আমরা পাঠ করিয়া থাকি যে 'দশবীর' (Decemviri) নামধারী শাসকবর্গ রোমীয় ব্যবহার-বিধি প্রণয়নপূর্ব্বক সাধারণের নিকট প্রচারকল্পে উহা দ্বাদশ খণ্ড পিত্তলফলকে উৎকীর্ণ করাইয়া প্রকাশ্য স্থানে রাখিয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৪৫০); রোমীয় ইতিহাসে এই নিমিত্ত প্রাচীন লাটিন ভাষায় লিখিত উক্তবিধি সমূহ দ্বাদশ ফলকের (Leges Duodecim Tabularum) বিধি বলিয়া পরিচিত। এই সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে এই প্রকার প্রস্তরগাত্রে অনুশাসন উৎকীর্ণ করিবার পদ্ধতি অতি পাচীনতম কাল হইতে তাবৎ সভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল। মৌর্য্য নরপতি অশোক ভারতে এই প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন নরপতি কর্ত্তৃক এবম্প্রকার অনুশাসন এদেশে এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অশোক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন এবং মিসর, সিরিয়া, সাইরিন, এপিরস্ ও মেসোপোটামিয়া প্রভৃতি দেশে নিজ দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন, ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডের প্রাচীন একচ্ছত্র নরপতিগণের মনোভাব ও কার্য্যপ্রণালীর সহিত নিজ মনোভাব ও কার্য্যপ্রণালীর সংযোগ স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মৌর্য্য যুগে পারসীক প্রভাব।

হখামনিসীয় [গ্রীকে Achaimenes] বংশের রাজা বীশ্তাস্পপুত্র প্রথম দারয়বুস্ বা দারেয়স্ [Dareios Hystaspides] এর রাজত্ব

কাল খ্রীঃ পূঃ ৫২২ হইতে খ্রীঃ পূঃ ৪৮৫। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোদোতস্ (Herodotos) প্রণীত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে গ্রীক্ সেনানায়ক স্কিলাক্সের (Skylax) সাহায্যে দারয়বুস্ আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৫০০ অব্দে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ অর্থাৎ গান্ধার, পশ্চিম ও উত্তর পঞ্জাব অধিকার করেন। দারায়বুস্ রাজার অনেকগুলি অনু-শাসন পাওয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনগুলি বাণমুখ অক্ষরে উৎকীর্ণ, ও আর্য্য পারসীক, তূরানীয় সুসান ও শেমীয় অসুর, এই তিন ভাষায় লিখিত। দারয়বুসের বহিস্তন গিরিলিপি ৫১৬ খ্রীঃ পূঃ উৎকীর্ণ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয় বিদ্রোহদমন ও রাজ্যপ্রাপ্তির বর্ণন, ইহাতে ভারতের উল্লেখ নাই। নক্শ্-ই-রুস্তম গিরি এবং পার্সিপোলিস্ নগরীর অনুশাসন, আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীঃ পূঃ উৎকীর্ণ। এই নক্শ্-ই-রুস্তম গিরিতে দারয়বুস্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী তিন জন সম্রাটের সমাধি আছে, এবং এই স্থানের লিপিমধ্যে পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশসমূহের নাম মধ্যে ভারতবর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

হিন্দু ও পারসীক উভয়ই আর্য্যজাতির শাখা, ও সুপ্রাচীন ইতিহাস পূর্ব্ব যুগে ধর্ম্ম বিশ্বাসে ও ভাষায় প্রায় একই ছিলেন; 'হপ্তহিন্দবো' বা সপ্তসিন্ধবঃ আবেস্তা গ্রন্থে অতি পরিচিত দেশ। প্রাচীন পারসীক জাতির ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক যুগেও যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। দারয়বুসের সিন্ধুবিজয়ের পর হইতে গান্ধার ও বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশের উত্তর ও পশ্চিম অংশ পারস্যের করদ প্রদেশ ছিল। তৎপরে যখন প্রথম দারয়বুসের পুত্র খ্‌ষয়ার্ষ [গ্রীকে Xerxes] গ্রীসের বিরুদ্ধে অভিযান করেন, হেরোদোতসের গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাঁহার সেনাবাহিনীর মধ্যে কার্পাসবস্ত্রপরিহিত

ভারতীয় তীরন্দাজ সৈন্য ছিল ও তাহারা গ্রীসদেশে পারস্যের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক জেনোফোন্ (Xenophon) রচিত Kyropaideia বা 'রাজা কুরুসের চরিত্র' গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে ভারতের রাজন্যবর্গ পারস্য, অসুর প্রভৃতি দেশের আভ্যন্তরীন ঘটনাবলীতে সময়ে সময়ে মনোযোগ দিতেন। মাসিডনের অধিপতি আলেক্সান্দর যখন শেষ হখামনিসীয় রাজা তৃতীয় দারয়বুসকে গাউগামেলা বা আবের্লার (Gaugamela or Arbela) যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত করেন, তখন পারস্য সম্রাটের ভারতীয় সেনা গ্রীক্‌দিগের সহিত বিশেষ বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করেন। হিন্দু ও পারসীক এই উভয় জাতি ভাষায়, ধর্ম্মে ও আচার ব্যবহারে সেই প্রাচীন যুগে বিশেষ রূপে নিকট সম্পৃক্ত ছিল। পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তার একস্থলে 'গওতেম' শব্দ লক্ষিত হইয়া থাকে। ইহাদ্বারা সম্ভবতঃ গৌতমবুদ্ধ ও তাঁহার মতের বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। 'ক্ষত্রপ' শব্দ (শাসন কর্ত্তা) ভারতে ব্যবহৃত হইত; গুর্জ্জরের শাসনকর্ত্তৃগণ ক্ষত্রপ নামে অভিহিত হইতেন। ক্ষত্রপ শব্দ (গ্রীকে satrapes) প্রাচীন পারসীকে খ্‌ষত্র-পা (দেশপালক, সংস্কৃতে ক্ষেত্রপ) শব্দ হইতে গৃহীত এবং সম্ভবতঃ পারস্য অধিকারের সময় হইতে ভারতবর্ষে শাসক বিশেষের সাধারণ সংজ্ঞা হইয়াছে। পশ্চিম এসিয়ার সহিত ভারতের পরিচয় পারস্যের মধ্য দিয়া, 'যবন' 'বাবিরু' (বাবিলন) নাম পারসীকগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত।

বিদেশীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের উপর পারস্য প্রভাবের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। অশোক কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুগঠিত প্রস্তরস্তম্ভ ও বিবিধ কারুকার্য্যশোভিত স্তম্ভশীর্ষ ও তদুপরি নানাবিধ জন্তু মূর্ত্তি, এ সকল পারস্য প্রভাবের নিদর্শন বলিয়া ইঁহারা মনে করেন। ইঁহাদের মতে মৌর্য্যযুগের ভাস্করশিল্প পারস্য ও

আসুরীয় প্রভৃতি বিদেশীয় প্রভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, প্রভেদের মধ্যে ভারতবাসী সেই ভাস্করশিল্পকে নিজস্ব করিয়া তাহাকে এদেশের ভাবে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। উত্তরকালে ভারতশিল্প যে উন্নতিলাভ করিয়াছিল, অশোক যুগেই তাহার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মৌর্য্য-শিল্প কি পরিমাণে বিদেশীয় (পারসীক ও আসিরীয়) ভাবে অনুপ্রাণিত তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন। তবে এই সময়ের ভাস্কর্শিল্পে যে কতক পরিমাণে পারস্য প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করেন। অশোকের সময়ে স্থাপত্যের বিশেষ কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে পাটলিপুত্রে সম্প্রতি যে মৌর্য্য প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও পারস্য প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হইয়া থাকে।

ভারতের প্রাচীনতম রাজানুশাসন অশোক অনুশাসনের ভাব ও রচনাপ্রণালীর সহিত পারস্য সম্রাট্ দারয়বুসের অনুশাসনের বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অশোক অনুশাসনের 'দিপি' (লিপি), 'নিপিস্ত' (লিখিত) প্রভৃতি পদ একই অর্থে পারস্য অনুশাসনে ব্যবহৃত দেখা যায়। পারস্য সম্রাটগণ সেকালে পরাক্রমে ও সমৃদ্ধিতে জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের সহজবোধ্য অনাড়ম্বর ও ঈশ্বর বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত উক্তির ছায়াপাত অশোকঅনুশাসনের সরল উদার ও কোমল রচনা প্রণালীতে পড়িয়াছে এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত হইবে না। তাৎকালীন পারস্য সম্রাটের বা ভারতে তৎপ্রতিনিধির আদেশ বা ঘোষণা পাঠের প্রণালী ও ভাষার ভঙ্গী ভারতীয় রাজন্যবর্গের আদেশ প্রচার প্রণালীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এরূপ অনুমান যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দারয়বুসের অনুশাসন হইতে একটী নিদর্শন নিম্নে প্রদত্ত হইল।

থাতী দারয়বুস্ খ্‌ষায়থিয়: ইয়ং দহ্যাউষ্ পার্স, ত্যাম্ মনা অউরমজ্‌দা ফ্রাবর, হ্যা নৈবা, উবস্‌পা, উমর্তিয়া, বর্ণনা

অউরমজ্দাহা মনচা দারয়বহৌস্ খ্ষায়থিয়হ্যা হচা অনিয়না নঈ তর্সতী।

থাতী দারয়বুস্ খ্ষায়থিয় : মনা অউরমজ্দা উপস্তাম্ বরতূ, হদা বিথিবিষ্ বগৈবিষ্। উতা ইমাম্ দহ্যাউম্ অউরমজ্দা পাতূ হচা হৈনায়া, হচা দুষিয়ারা, হচা দ্রোগা। অনিয় ইমাম্ দহ্যাউম্ মা আয়মিয়া, মা হৈনা, মা দুষিয়ারম্, মা দ্রোগ। ঐত অদম্ য়ানম্ য়দ্ইয়ামা অউরমজ্দাম্ হদা বিথিবিষ্ বগৈবিষ্। ঐতা মঈ অউরমজ্দা দদাতূ হদা বিথিবিষ্ বগৈবিষ্। *

* দারয়বুসের অনুশাসন—পার্সিপোলিস নগর ভিত্তিতে উৎকীর্ণ।

আর একটী নিদর্শন দেওয়া হইল; ইহা হইতে সংস্কৃত ও প্রাচীন পারসীকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সহজেই দৃষ্ট হইবে। বহিস্তুন্ অনুশাসন, প্রথম ফলক দশম পাদ। Kossowicz (কোস্সোভিচ) সম্পাদিত Inscriptiones Palaeopersicae Achaemenidorum হইতে গৃহীত।

পারসীক—থাতী দারয়বুস্ খ্ষায়থিয় : ইম তা মনা কর্তম্ পশাব

সংস্কৃত—শংসতি ধারয়: ক্ষয়ন্ (রাজা) : ইদম্ (অস্তি) যৎ মম কৃতম্ পশ্চাদ্

পারসীক—য়থা খ্ষায়থিয় অববম্। কম্বুজিয় নাম কুরউস্

যথা ক্ষয়ন্ অভবম্। কাম্বোজ্যা নাম কুরোঃ

„ —পুত্র অমাখম্ তউমযা, হউ পরুবম্ ইদা খ্ষায়থিয়

পুত্রঃ অস্মাকম্ তোমন: (বংশস্থ), সঃ পূর্ব্বম্ ইহ ক্ষয়ন্

„ —আহ। অবহ্যা কম্বুজিয়হ্যা ব্রাতা বর্দিয় নাম আহ, হমাতা হমপিতা

আস। অস্য কম্বোজস্য ভ্রাতা বর্দে া-নাম আস, সমাতা সমপিতা

„ —কম্বুজিয়হ্যা। পশাব কম্বুজিয় অবম্ বর্দিয়ম্ অবাজ। য়থা

কাম্বোজ্যস্য। পশ্চাৎ কাম্বোজ্যঃ ইমম্ বর্দ্যম্ অবাহন্। যথা

'রাজা দারয়বুস বলিতেছেন (পাতী-শংসতি); এই যে পারস্ত দেশ, যাহা অহুর-মজ্‌দা (= অসুর-মেধস্ = পরমেশ্বর:) আমায় অর্পণ করিয়াছেন, যাহা সুন্দর ও সু-অশ্বযুক্ত, সুন্দর মনুষ্য যুক্ত (সুমর্ত্যা) [তাহা] অহুর মজ্‌দা ও আমার, রাজা দারয়বুসের প্রসাদে শত্রু হইতে (অন্য হইতে) ভয় করে না।

'রাজা দারয়বুস্ বলিতেছেন : আমায় অহুর মজ্‌দা সর্ব্বদা কুল-দেবতাগণের সহিত আনুকূল্য দান করুন (অবতু), এবং (উত) এই দেশকে অহুর মজ্‌দা পালন করুন, (শত্রু) সেনা হইতে, দুষ্কাল (বা দুর্ব্বৎসর) হইতে এবং অসত্য (দ্রোহ) হইতে [রক্ষা করুন]। শত্রু এই দেশে [যেন] না আইসে, শত্রু সেনা যেন না আইসে, দুষ্কাল ও অসত্য যেন না আইসে। কুল-দেবতাগণের সহিত অহুর মজ্‌দার নিকট আমি প্রার্থনা (যান) করিতেছি; ইহা অহুরমজ্‌দা কুলদেবতাগণের সহিত আমায় দিন।

অশোক অনুশাসন মধ্যে যেমন 'দেবানম্ পিয় পিয়দসি রাজা এবং আহ' এই পদের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, দারয়বুস্ অনুশাসন মধ্যেও সেইরূপ 'থাতী দারয়বুস্ খ্‌ষায়থিয়' রাজা দারয়বুস্ এইরূপ বলিতেছেন, এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। উভয় অনুশাসন পাঠে আমরা এই দুই রাজার চরিত্র ও মনোভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারি। পারস্য রাজের অনুশাসনে এই বোধ হয় যে এক মহিমমণ্ডিত বলদৃপ্ত বংশগৌরবে পরিপূর্ণ এবং ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরশীল ও তৎপ্রসাদ লাভে কৃতনিশ্চয় একচ্ছত্র সম্রাট জন সমক্ষে উচ্চ সিংহাসন হইতে নিজ কাহিনী ও প্রতাপ ঘোষিত করিতেছেন, আর মহারাজ অশোকের অনুশাসন পাঠে আমরা দেখি যে সেইরূপই সমৃদ্ধি ও প্রতাপমণ্ডিত

পারসীক—কম্বুজিয় বর্দিয়ম্ অবাজ, কারহ্যা অজ্‌দা অবব ত্যা বর্দিয় অবজত।

কাম্বোজ্যো বর্দ্যাম্ অবাহন্, কারস্ত (লোকস্ত) অন্ধা অভবৎ যৎ বর্দ্যঃ অবধ্যত:।

(কম্বুজিয়, কুরুস্, বর্দিয় এই নামগুলি যথাক্রমে গ্রীকে Kambuses Kuros ও Smerdis ও লাটিনে Cambyses, Cyrus, Smerdis রূপে পরিচিত)।

বিশ্বের প্রতি মৈত্রীভাবে অনুপ্রাণিত আর এক সম্রাট্। রাজাসন হইতে নামিয়া আসিয়া জনসঙ্ঘের মধ্যে মিশিয়া ব্যাকুল ভাবে তাঁহাদিগকে নিজ উচ্চ আদর্শে আহ্বান করিতেছেন।

দারয়বুসের অনুশাসনের সহিত অশোক অনুশাসনের আকারগত ও গঠন প্রণালীর সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের পার্থক্য অনেক। পারস্য অনুশাসন মধ্যে কেবল মাত্র কতকগুলি রাজকীয় ঘটনা বর্ণিত আছে, অশোক অনুশাসন মধ্যে অতি উচ্চ নীতি তত্ত্বের মূল সূত্রগুলি পরিষ্কার সরল ভাষায় মানবের কল্যাণার্থে উৎকীর্ণ হইয়াছে। বিদেশীয় অনুশাসনের উদ্দেশ্য, অনুশাসন উৎকীর্ণকারিগণের নিজ নিজ মহিমা প্রকাশ করা, পক্ষান্তরে অশোক অনুশাসনের উদ্দেশ্য, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধন।

পারস্য সম্রাট্গণ আসিরীয়দিগের নিকট হইতে রাজ্য-শাসনের অপরাপর বিধানের সহিত অনুশাসন প্রকাশের পদ্ধতিও গ্রহণ করেন। কিন্তু আসিরীয় ও বাবিলনীয় নৃপতিগণের অনুশাসন শব্দাড়ম্বরপূর্ণ, নিজ নিজ প্রতাপ ও মহিমব্যঞ্জক, অনুশাসন মধ্যে রাজা স্বয়ং বিবিধ বিশেষণে বিশেষিত হইতেন। এই স্থলে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বাবিলনের রাজা খাম্মুরাবির (আনুমানিক ১৯৪৪-১৯০১ খ্রীঃ পূঃ) অনুশাসন উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহাতে মঙ্গলাচরণের পর খাম্মুরাবি প্রথমে নিজ প্রতাপ, সমৃদ্ধি ও দেবভক্তির বর্ণনা করিয়াছেন ও পরে অনুশাসনপ্রতিপাদ্য বিষয়, দেশমধ্যে লোকহিতের জন্য ন্যায়ধর্ম্মের সংস্থাপনকল্পে ব্যবহারবিধি প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যক্ত করিয়াছেন।

অশোক অনুশাসনের লিপি।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে মহারাজ অশোকই প্রাচীন ভারতের শিলা-লিপির সর্ব্ব প্রথম প্রবর্ত্তক। সেই লিপিসকল মুখ্যতঃ 'ব্রাহ্মী' অক্ষরে

লিখিত। এই ব্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ প্রচলিত আছে। সংক্ষেপে সেই বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে।

ভারতীয় বর্ণমালা ইতিহাসের কোন্ যুগে ও কি প্রণালীতে উৎপন্ন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রচলিত প্রবাদ যে ব্রহ্মা হইতে অক্ষরের প্রচলন হয়, সেই নিমিত্ত ভারতীয় প্রাচীন লিপিকে ব্রাহ্মীলিপি বলা হয়। ললিতবিস্তর ও দুই একখানি জৈনগ্রন্থে এই ব্রাহ্মী, বাম্হী বা বাম্ভী লিপির উল্লেখ আছে এবং চীন পরিব্রাজকদিগের গ্রন্থে উক্তলিপি 'বাম্' (আধুনিক উচ্চারণে 'ফান্', 'ফান-শু') নামে অভিহিত হইয়াছে। এদেশে যত প্রকার লিপি প্রচলিত আছে ও ছিল, অশোকলিপিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেই নিমিত্ত ভারতে প্রচলিত অশোকলিপি ব্রাহ্মীলিপি নামে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মীলিপি ব্যতীত আর এক প্রকার লিপিও এদেশে প্রচলিত ছিল। ইহা ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রচলিত ছিল এবং এই লিপিকে 'খরোষ্ঠী' লিপি বলা হয়।

ব্রাহ্মী বর্ণমালার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বলেন যে ইহা ভারতে উৎপন্ন, আর একদল বলেন, ইহা বিদেশ হইতে আনীত। টমাস, গোল্ড্ষ্টুকার, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, লাসেন প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় বর্ণমালায় উৎপত্তি ভারতবর্ষেই হইয়াছে, ও কনিংহামের মতে ব্রাহ্মী অক্ষর প্রাচীন ভারতীয় বস্তু চিত্র হইতে উৎপন্ন। অপর পক্ষে বেবর (Weber), টেলর, বেন্ফে, সর উইলিয়ম জোন্স এবং বুলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মতে ভারতীয় অক্ষর বিদেশ হইতে আনীত। যাঁহারা বলেন বিদেশ হইতে প্রাপ্ত, তাঁহাদের কাহারও মতে উহা উত্তর-শেমিতিক বা ফিনিসিয়ান্ লিপি হইতে প্রাপ্ত, কাহারও মতে দক্ষিণ-শেমেতিক বা সাবিয়ান-আরবদিগের নিকট হইতে গৃহীত, কেহ বা বলেন মেসোপটামিয়া

হইতে প্রাপ্ত। ডাক্তার রীস্ ডেভিড্‌সের মতে ইউফ্রেটিস্ উপত্যকা হইতে ভারতে ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রচলন হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ-ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ পণ্ডিত ডাক্তার বৃহ্লারের মতে উত্তর-শেমেতিক বর্ণমালা হইতে প্রাচীন ব্রাহ্মী-অক্ষরের উৎপত্তি। তাঁহার এবম্প্রকার মতবাদের কারণ হইতেছে যে উত্তর শেমেতিক অক্ষরের প্রাচীনতম নিদর্শন মোআবের মেশা-অনুশাসন মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপির অনেকগুলি অক্ষরের সহিত মেশা-অনুশাসনের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইঁহার মতে ব্রাহ্মীর 'হ' এবং 'ত' মেসোপটামিয়ার 'হে' এবং 'তও' অক্ষর হইতে প্রাপ্ত; তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে অধিকাংশ বর্ণমালা মোআব হইতে প্রাপ্ত, ও কয়েকটী মাত্র মেসোপটামিয়া হইতে গৃহীত। যাঁহারা বলেন বিদেশ হইতে আনীত, নিজ মত সমর্থনের নিমিত্ত তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে অতি প্রাচীন কালে পশ্চিম ভারতের সহিত বাবিলন প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল, ও ভারতীয় বণিক্‌গণ সেই সকল স্থানে গমনাগমন করিতেন। বাবেরু জাতক নামক একটী জাতক উপখ্যান আছে, তাহাতে এই 'বাবিলু' (বাবিলন) নাম রূপান্তরিত হইয়া বাবেরু হইয়াছে, যেমন 'প্তোলেমায়স' রূপান্তরিত হইয়া অশোক অনুশাসন মধ্যে তুরময় হইয়াছে। প্রাচীন পালিজাতক গ্রন্থ মধ্যে ভরুকচ্ছ (ভৃগুক্ষেত্র) ও সুপারক বা শুরপারক নামক পশ্চিম ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্রগুলির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থান হইতে বণিক্‌গণ যাতায়াত করিতেন। ইউরোপীয় লিপি-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যাঁহারা বলেন যে শেমেতিক জাতি হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণ তাঁহাদের বর্ণমালা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই সকল পণ্ডিতদিগের মতে পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বর্ণমালার প্রচলন ছিল না। বণিক্‌গণ যখন বাণিজ্যার্থে বিদেশ গমন করেন, তখন তাঁহারা মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্ত বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া সেই দেশের সুপ্রচলিত লিখনপ্রণালী

গ্রহণ করেন। পরে ভারতবাসিগণ বিদেশ হইতে আনীত এই বর্ণমালাকে ভারতীয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার উচ্চারণের উপযোগী করিবার জন্য নূতন বর্ণ উদ্ভাবন করিয়া পরিপুষ্ট করেন।

ভারতীয় (ব্রাহ্মী) বর্ণমালা যে বিদেশ হইতে আনীত, আমরা এ মতের সম্পূর্ণ সমর্থন করিতে পারিতেছি না। লিপিবিদ্যা যে অতি প্রাচীনকালে এদেশে প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত সাহিত্য হইতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বশিষ্ঠধর্ম্মশাস্ত্র ঋগ্বেদের শাখা, সেই গ্রন্থমধ্যে লিপিবিদ্যার বহুল প্রচারের বর্ণনা আছে। শতপথ ব্রাহ্মণ এবং যজুর্ব্বেদেও লিপিবিদ্যার উল্লেখ আছে। পাণিনীর ব্যাকরণ মধ্যে 'লিবিকর' বা 'লিপিকর' পদ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বৈদিকগ্রন্থ মধ্যে 'অক্ষর' 'কাণ্ড' 'পটল' 'গ্রন্থ' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক প্রাচীন পুরাণাদির মধ্যে 'লেখ' 'লেখন' এবং 'লেখক' শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষতঃ ত্রিপিটক গ্রন্থ মধ্যে লিপি বিদ্যার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। বিনয় পিটকের মধ্যে 'লেখ' ও 'লেখক' পদ দৃষ্ট হয়। জাতক গ্রন্থ মধ্যে রাজকীয় দলিলাদির উল্লেখ আছে, তাহা কোনও কোনও স্থলে সুবর্ণপট্টে খোদিত হইত। কোন কোন নিকায় গ্রন্থ মধ্যে 'অক্ষরিকা' নামক এক প্রকার ক্রীড়ার বর্ণনা আছে। জাতক ও মহাবংশ নামক গ্রন্থ মধ্যে পাঠশালায় কাষ্ঠফলক ও কাষ্ঠনির্ম্মিত লেখনীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাঠশালায় লেখা ও গণনা শিক্ষা দেওয়া হইত। এতদ্ব্যতীত 'ছিন্দতি' 'লিখতি' 'লেখ' 'লেখক' 'অক্ষর' এবং লিখিবার উপকরণ কাষ্ঠ, বংশ, বর্ণ, পত্র ও সুবর্ণ পট্টের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

অশোকলিপির গঠনপ্রণালী প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে অতি প্রাচীন কালেও এদেশে লিপি বিদ্যার প্রচলন ছিল।

অশোক লিপির গঠন অতি পরিষ্কার ও সরল, এই গঠনপ্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে সে অবস্থায় উপনীত হইতে বহু শতাব্দী অতিবাহিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে ডানদিকে লিখিত হয়*। এক সময় ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানে এই লিপি ব্যবহৃত হইত। সুদূর পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত এই লিপি প্রচলিত ছিল। গান্ধার, বাহ্লীক প্রভৃতি দেশের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ অনেক প্রাচীন মুদ্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কতকগুলি আবার ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী উভয় অক্ষর সংযুক্ত। এই ব্রাহ্মীলিপিই এক সময়ে প্রাচীন ভারতের জাতীয় লিপি ছিল; কুষাণ, গুপ্ত, প্রাচীন দ্রাবিড়, দেবনাগরী, বাঙ্গালা, তিব্বতী, উড়িয়া, গুরুমুখী, সারদা, সিন্ধী, গ্রন্থ, তেলুগু, তামিল, মালয়ালম্, সিংহলী, বর্ম্মী, শ্যামী, কাম্বোজ, মালয়, যবদ্বীপী প্রভৃতি ভারতের ও বহির্ভারতের তাবৎ প্রাচীন ও আধুনিক লিপি এই ব্রাহ্মী বর্ণমালা হইতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রমাণ সকল বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী বা তৎপূর্ব্বেও এদেশে বর্ণমালার প্রচলন ছিল।

প্রাচীন বস্তু চিত্র।

মিসর, আসিরীয়া ও চীন প্রভৃতি দেশের বর্ণমালা বস্তুচিত্র হইতে উৎপন্ন। ভারতের প্রাচীন ব্রাহ্মী বর্ণমালার আকার ও গঠন প্রণালী বিশেষ ভাবে আলোচনা করিলে উহাও যে প্রাচীন বস্তুচিত্র (hierolyphics) হইতে উৎপন্ন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীন চীন ও ও মিসরীয় লিপি চিত্র দ্বারা বস্তু বিশেষের ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু

* মধ্য ভারতের সাগর নামক স্থানে অবস্থিত এরন্ নামক গ্রামে রাজা ধর্ম্মপালের একটী মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত। ব্রাহ্মী লিপির এ প্রকার নিদর্শন আর পাওয়া যায় না। এই লিপিটী ইহাতে খোদিত আছে :—সলপামধ জোর —রজো ধমপালস—রাজ্ঞঃ ধর্ম্মপালস্য।

শেমিতিক বর্ণমালায় চিত্র দ্বারা শব্দ নির্দ্দেশ করে। যথা. ফিনিশীয় অক্ষর ⋞ আলেফ্, আলেফের অর্থ বৃষ, অক্ষরটী বৃষের মস্তকের চিত্র এবং ইহার উচ্চারণ 'আ'; ⅂ গিমেল্ = উষ্ট্র ; অক্ষরটী উষ্ট্র মস্তকের চিহ্ন = গ ; Δ = দালেথ্ = দ্বার, প্রান্তর বা মরুবাসী প্রাচীন শেমীয় তাম্বুর দ্বার = দ ; Y বও = খোঁটা = ব, উ; O অয়্ন্ = চক্ষু = অ ; M শিন্ = দন্ত = শ, X তও = চিহ্ন = ত। ব্রাহ্মীর উদ্ভবও এই প্রকারে হইয়াছে, পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কনিংহামও এই মতই প্রচার করেন। যথা ব্রাহ্মী অক্ষর + (ক) কর্ত্তরিকা বা ছুরির চিত্র হইতে, D (ধ) ধনুর চিত্র হইতে, I (র) রজ্জুর চিত্র হইতে উদ্ভূত ; সেইরূপ (ব) = বারি, বেষ্টিত ভূখণ্ড, ∩, ∧ (গ) = গগন ⅄ (ত) = তাল তালপত্র ძ (চ) = চমসের চিত্র, ⊥ (ন) = নাসা, ⫯ (ব) = বীণা।

ব্রাহ্মী ও শেমেতীয় অক্ষরের আকারগত বিশেষ কোন প্রকার সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না এবং সংখ্যারও যথেষ্ট পার্থক্য আছে : ব্রাহ্মী অক্ষরের সংখ্যা যুক্তাক্ষর বাদে চল্লিশ. শেমিতীয় মাত্র বাইশ, এবং শেমিতীয় লিপিতে চ বর্গ, ট বর্গ, মহাপ্রাণ বর্ণাবলী, অনুনাসিকগুলি ও অন্যান্য বর্ণের অসদ্ভাব দেখা যায়।

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ব্যবহৃত বর্ণমালার নাম খরোষ্ঠী লিপি। কেহ কেহ বলেন খর অর্থাৎ গর্দ্দভের ওষ্ঠের ন্যায় আকৃতিবশতঃ এই লিপির নাম খরোষ্ঠী হইয়াছে। খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টাব্দের তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত এই লিপি ভারতে প্রচলিত ছিল। পর্ব্বতগাত্রে, ধাতুফলকে, মুদ্রামধ্যে ও ভূর্জপত্রে এই লিপিতে লিখিত অনুশাসন বা পুস্তক পাওয়া যায়। সিদ্ধপুর অনুশাসনেতে 'পড' নামক লেখক খরোষ্ঠী অক্ষরে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন, ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে এমন কি দ্রাবিড় দেশ মহীশূরেও এই লিপি বোধগম্য ছিল। কুষাণ রাজাদিগের রাজত্বকালে ভূর্জপত্রে এই লিপিতে লিখিত সমগ্র

বর্ণপদ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। সাধারণ শেমিতীয় অক্ষরের ন্যায় খরোষ্ঠী অক্ষর ডান হইতে বাম দিকে লিখিত হয়। ন, ব, র এবং ভ প্রভৃতি কয়েকটী অক্ষরের আকারগত সাদৃশ্য হেতু লিপিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ খরোষ্ঠীর সহিত আরামাইক বা সিরিয়াদেশের অক্ষরের বিশেষ সাদৃশ বিবেচনা করেন। এই সিরিয়ালিপি খ্রীঃ পূঃ ৫ম ও ৪র্থ শতে সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে, অর্থাৎ এসিয়া মাইনর হইতে গান্ধার পর্য্যন্ত সমগ্র এসিয়া-খণ্ডে, বণিক্ এবং শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল; আইসাক্ টেলর ও কনিংহামের মতে হখামনীসীয় পারস্য সম্রাট্‌গণ কর্ত্তৃক এই লিপি পঞ্জাবে প্রচারিত হয়, ও পরে ভারতীয় প্রাকৃতের উপযোগী করিয়া লওয়া হয়।

দশমিক গণনা প্রণালী।

দশমিক গণনা প্রণালীর উদ্ভব ভারতে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় অশোক অনুশাসনে দশমিক সংখ্যা দেখা যায় না। ১, ২, ৩, ৪, ৬ এই কয় সংখ্যার জন্য অক্ষর আছে, পঞ্চাশের জন্য ৫+০=৫০ না হইয়া কেবল একটী অক্ষর। 'স' এই অক্ষর ১০০ দ্যোতক, ২০০ জানাইতে হইলে আর একটী অক্ষর (= 'সু') ইহা ভিন্ন আর সংখ্যাবাচক অক্ষর অশোক অনুশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পরবর্ত্তীকালের উৎকীর্ণ অনুশাসন সকল আলোচনা করিলে বোধ হয় যে অশোকের সময়ে সম্ভবতঃ নিম্ন-লিখিত অক্ষর সাহায্যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইত। যথা :—তৃ = ৫ ; ফু = ৬ ; স্র = ৭ ; হু = ৮ ; ও = ৯ ; নৃ = ১০ ; ম = ২০ ; ল = ৩০ ; ঙ = ৪০ ; ন = ৫০ ; ব = ৬০ ; চু বা থু = ৭০ ; থ, স, বা ল = ১০০ ; সু, থা বা লু = ২০০ ; ন = ১০০০। এইরূপ ১০, ৫০, ১০০ প্রভৃতি সংখ্যার জন্য এক একটী বর্ণ নির্দ্দেশ প্রাচীন জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন লাটিনে V = ৫ ; X = ১০ ; L = ৫০ ; C = ১০০ ; M = ১০০০। তামিল ভাষায়ও দশমিক সংখ্যার প্রচলন ছিল না, ১০এর জন্য একটী অক্ষর, ১০০র জন্য

অন্য একটী, এই জন্য হেতু ইংরাজি শিক্ষিত তামিলগণ অধুনা নিজ ভাষায় ইংরাজি সংখ্যা ব্যবহার করেন।

অশোক অনুশাসনের ভাষা।

সামান্য সামান্য প্রাদেশিক ভেদ বাদ দিলে গান্ধার হইতে মহীশূর ও কলিঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতের অনুশাসনাবলী মুখ্যতঃ একটী ভাষায় রচিত। এই ভাষাকে লৌকিক বা কথিত মাগধী প্রাকৃত বলা হয়; ইহা মগধের সাধারণ লোকের ভাষা হইলেও তখনকার রাজকীয় ভাষা (Official language) ছিল ও ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে এই ভাষা সমগ্র ভারতে সকলের সুবোধ্য ছিল। অশোক অনুশাসনের প্রাকৃত একেবারে চলিত কথাবার্ত্তার ভাষা, সে ভাষা বুঝিতে লোকের কোন কষ্ট হইত না—সংস্কৃত বা পালির মত পরিমার্জ্জিত ও অলঙ্কারমণ্ডিত সাহিত্যের ভাষা বা পণ্ডিতের ভাষা নহে। ধর্ম্মপ্রচারই মহারাজ অশোকের প্রধান লক্ষ্য ছিল, সর্ব্ব সাধারণে যাহাতে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব ও নীতিতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইতে পারে, সেই জন্য বিভিন্ন প্রদেশে এই সকল লিপি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। নিম্নলিখিত চিত্র হইতে প্রাচীন ও আধুনিক ভারতীয় আর্য্যভাষাগুলির সহিত অশোক অনুশাসনাবলীর প্রাকৃতের সম্বন্ধ সহজেই পরিদৃষ্ট হইবে।

আদি আর্য্যভাষা *

সাহিত্যিক রূপ
(বৈদিক, ছান্দস)

লৌকিক সংস্কৃত
(পাণিনি প্রমুখ বৈয়াকরণ
কর্ত্তৃক নিয়মিত)

কথিত রূপ

প্রাচীন প্রাকৃত সমূহ

মাগধী

অর্দ্ধমাগধী, শৌরসেনী, আবন্তী,
গুর্জ্জরী, মহারাষ্ট্রী, ব্রাচড,
পৈশাচী প্রভৃতি

পালি
(বৌদ্ধসাহিত্যের
ভাষা)

অশোক
অনুশাসনের ভাষা

সংস্কৃত প্রাকৃত মিশ্র
গাথা ভাষা

এলু বা প্রাচীন
সিংহলী

নাটকীয়মাগধী

অপভ্রংশ মাগধী

সিংহলী

মৈথিল, দক্ষিণবিহারী,
ভোজপুরিয়া, আসামী, উড়িয়া
বাঙ্গালা

পূর্ব্ব হিন্দী, পশ্চিম হিন্দী, রাজস্থানী,
গুজরাতী, মরাঠী, সিন্ধী, পূর্ব্বপঞ্জাবী,
লহন্দা, নেপালী, কাশ্মীরী প্রভৃতি।

কথিত ভাষা প্রাচীন বিশুদ্ধ আদর্শ হইতে বিচ্যুত হইলে প্রাকৃতের সৃষ্টি হইল। ভাষা যাহাতে প্রাচীনত্ব-রক্ষণশীল হয়, শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে সাহিত্যের ভাষা ব্যাকরণ ও শিষ্টপ্রয়োগের নিয়মে নিয়মিত হইল, 'সংস্কৃত' হইল। এই সংস্কৃত ভাষাতেই

* গ্রীয়ার্সন, হোর্ণলে প্রভৃতি পণ্ডিতগণ উপরিউক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন।

শিক্ষিতবর্গ তাঁহাদের মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যের সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপর পক্ষে কথিত ভাষার প্রবাহ অব্যাহত ভাবে চলিল। ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন বেদের ভাষার আদর্শ হইতে বহুদূরগামী 'প্রাকৃত' জনের ভাষাকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। ভগবান্ বুদ্ধ সাধারণে প্রচলিত এই প্রাকৃতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন, তিনি সাধারণের নিকট উপলব্ধ সত্য প্রচারকল্পে সংস্কৃতে তাঁহার বাণী অনুবাদ নিষেধ করিলেন। তাঁহার উপদেশ মগধে লোকভাষায় প্রচলিত হইল, পরে মগধের এই লোকভাষা, কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পালি-প্রাকৃতে দাঁড়াইল, উত্তরকালে এই পালি-প্রাকৃত একটা সমৃদ্ধ লিখিত সাহিত্যের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল বড় বড় জ্ঞানী ভিক্ষুরা ইহাকে সুসংবদ্ধ করিলেন, সংস্কৃতের আদর্শে ইহার ব্যাকরণ গড়িলেন, অভিধান সংগ্রহ করিলেন, কাব্য রচিলেন। কিন্তু এ সকল ঘটনা অশোকের বহুপরে; সম্ভবতঃ অশোকের কালে পালি (অর্থাৎ বৌদ্ধসাহিত্যের ভাষা), বুদ্ধঘোষ, মহানাম, কচ্চায়ন প্রভৃতি ভারত, সিংহল ও ব্রহ্মের লেখকগণের বিশুদ্ধ ও উন্নত পালির মত পরিমার্জ্জিত আকার গ্রহণ করে নাই। অশোক বুদ্ধদেবের উপদেশের অর্থ শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া কথিত জনসাধারণের বোধগম্য ভাষায় আপনার বক্তব্য প্রচার করিলেন পরবর্ত্তী ভারতীয় রাজাগণের ন্যায় সংস্কৃতের আশ্রয় লইলেন না। তাঁহার অনুশাসনের ভাষাকে মাগধী প্রাকৃতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যাইতে পারে। এই মাগধী প্রাকৃত হইতেই কথিত বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে এবং কথিত বাঙ্গালা ক্রমে সংস্কৃতের অনুকরণ করিয়া 'সাধু' বা সাহিত্যের আকার পরিগ্রহ করিয়াছে। এই হিসাবে অশোকের ভাষাকে প্রাচীনতম বাঙ্গালা বলিতে পারা যায়। ভাষাতত্ত্বানুসন্ধিৎসুর পক্ষে এই কারণে অশোক অনুশাসনের মূল্য অধিক। এই অনুশাসন না থাকিলে বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের কথিত ভাষার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া সম্ভবপর হইত না। কথিত বাঙ্গালার 'মুনিস' 'কেওট', 'নেখা', 'বছর', 'বাম্ভন', 'চিকিছা' প্রভৃতি অনেক শব্দ অশোক অনুশাসনেও দেখা যায়। * ভাষাতত্ত্বজ্ঞের পক্ষে

অশোকের ভাষা বাঙ্গালা ও ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার অনেক জটিল সমস্যার সমাধানে বিশেষ সহায়ক্ হইবে।

উপসংহার।

অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ অনুশাসনাবলীকে চারিভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে :—(ক) গিরিলিপি, (খ) ক্ষুদ্র গিরিলিপি ; (গ) স্তম্ভলিপি ও (ঘ) ক্ষুদ্রস্তম্ভলিপি (ঙ) গুহালিপি। গিরিগাত্রে, তীর্থ সমূহে, রাজপথে ও সাধারণের সম্মিলিত হইবার স্থানে, এই সকল অনুশাসন পথিকের নয়ন আকর্ষণ করিত। সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য অশোক নিরলঙ্কার চলিত ভাষায় অনুশাসন সকল উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। রাজকার্য্যের সৌকর্য্য ও প্রজাবৃন্দের আধ্যাত্মিক উন্নতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। অনুশাসনোক্ত উপদেশসমূহ যাহাতে প্রজাবৃন্দের বাস্তব জীবনে কার্য্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার তত্ত্বাবধান জন্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিল। মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, আত্মীয় স্বজনের উপকার, পরোপকারিতা, সাধুসজ্জনের সেবা, অহিংসা, জীবে দয়া, সত্য-পরায়ণতা প্রত্যেক প্রাণীর জীবন পবিত্রবোধে সম্মান, অন্যের বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধা, উদারতা, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, সত্যের প্রতি সমাদর প্রভৃতি নীতিতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। সমগ্র প্রাণিজগতের হিতসাধনই অশোকের মন্ত্র ছিল, তিনি কোথাও তর্ক বা যুক্তির সাহায্যে নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন নাই। মনুষ্যের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য ও প্রকৃত কল্যাণপ্রদ নিত্য ধর্ম্ম তাহাই সহজ ও সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ধৌলি ও জৌগড় অনুশাসন মধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন, সকল মনুষ্যই আমার পুত্র, এই মহাবাক্য পর্ব্বত গাত্রে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন। রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্যপূর্ব্বক এক অভিনব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের পূর্ব্বেও মিসর, বাবিলন, পারস্য প্রভৃতি দেশে অনুশীলন উৎকীর্ণ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার পরেও এদেশে অনেক

নৃপতি এবম্প্রকার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, কিন্তু মানবের কল্যাণার্থে প্রস্তরগাত্রে নীতিতত্ত্বের এরূপ উচ্চ আদর্শ অমরতুলিকায় আর কেহ কখন উৎকীর্ণ করেন নাই। ইহা মহারাজ অশোকের নিজস্ব, এ বিষয়ে তাঁহার সহিত অপর কাহারও তুলনা হয় না।

মহারাজ অশোকের ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। এক পক্ষ বলিয়া থাকেন যে কলিঙ্গবিজয়ের পর হইতেই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করেন অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন যে তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে অর্থাৎ ৩০।৩২ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে তিনি পুনঃপুনঃ যে প্রকার জীবহিংসা নিবারণার্থে আদেশ ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে জৈন ধর্ম্মের শিক্ষা যে তাঁহার জীবনে বিশেষ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এরূপ অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন।

অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাগণের মঙ্গলার্থে নানা প্রকার হিতকর অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। প্রকৃতিবর্গ যাহাতে উন্নত ও ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং পাপকার্য্য পরিহার করে ইহাই তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। প্রজাবর্গের আধ্যাত্মিক কল্যাণার্থে তিনি যেরূপ বিধি নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। নিজ জীবনে তিনি যাহা সত্য বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন, রাজ্যের ক্ষুদ্রতম প্রজাও যাহাতে সেই সত্য নিজ জীবনে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় ও তদনুসারে উন্নতির পথে পরিচালিত হয়, তজ্জন্য তিনি তাঁহার সমগ্র উদ্যম নিয়োজিত করিয়াছিলেন। অশোকের ন্যায় জনহিতকর নরপতির চরিত্র কেবল ভারতে কেন, ইহা সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বজাতির গৌরব বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

মহারাজ অশোকের উৎকীর্ণ অনুশাসনরাজি মগধের রাজধানী—মগধের কেন সমগ্র ভারতের রাজধানী পাটলিপুত্র নগর হইতেই প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু কালের এমনই বিচিত্র গতি ভারতবাসী সেই অপূর্ব্ব

আদেশ বাণী একেবারে বিস্মৃত হইয়াছিল। ভুলিয়াছিল মহারাজ প্রিয়দর্শীকে, তৎসঙ্গে ভুলিয়াছিল তাঁহার লেখরাজিসমূহ। শুভক্ষণে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধিৎসা ভারতের পুরাতত্ত্ব উদ্ধারকল্পে ধাবিত হইয়াছিল। একমাত্র তাঁহাদের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে অশোকযুগের ইতিহাস যাহা এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত ছিল, জনসমাজে প্রচারিত ও আদৃত হইয়াছে। ধীশক্তি সম্পন্ন জেম্‌স্ প্রিন্সেপই এক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম পথপ্রদর্শক, যে সময় হইতে তিনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারকল্পে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অশোকযুগের ইতিহাস সেই সময় হইতেই নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও গভীর বিচারশক্তি প্রভাবে এক্ষণে অশোক ইতিহাসের প্রচুর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। সিংহলের সুবিখ্যাত জর্জ টার্ণারের সাহায্যে ১৮৩৭ তিনিই এই সকল উৎকীর্ণ লেখরাজির সর্ব্ব প্রথম পাঠোদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। অনুশাসনের 'দেবানাম্ প্রিয় প্রিয়দর্শী' ও সাহিত্যের অশোক যে এক অভিন্ন ব্যক্তি জগৎ সমক্ষে এই কথা প্রিন্সেপই ঘোষণা করিয়াছিলেন। প্রিন্সেপের পর সেনার Senart), বুলার, লাসেন প্রভৃতি মণীষিগণ এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের বহুতর কীর্ত্তিগাথা মহারাজ অশোক নিজ ভাষায় কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শিলা-লিপি, স্তম্ভলিপি, স্তূপ ও বিহার তাঁহারই উদার চরিত্রের জাজ্বল্যমান নিদর্শন। নীরব প্রস্তরময় গিরিগাত্রে তিনি যে আদেশ বাণী অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, কালের দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়া আজিও তাহা ঐতিহাসিকের প্রাণে দেশাত্মবোধীর প্রাণে আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতেছে। সেই আশা প্রাণে লইয়া মহারাজ অশোকের অপূর্ব্ব লেখরাজি বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে আমরা সাহসী হইয়াছি। মহারাজ অশোকের লিপিমালা ইংরাজি ও ফরাসী প্রভৃতি বিদেশীয় ভাষায় আলোচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যদিও উহা এ দেশের ভাষায় উৎকীর্ণ, তথাপি সমগ্র অনুশাসন এখনও বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। কেবল বাঙ্গালায় কেন ভারতীয় কোন ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। সেই অভাব কতক পরিমাণে দূরীকরণার্থ এই লেখরাজি বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি; কিন্তু আমাদের সামর্থ্য অত্যন্ত অল্প, অনেক ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে, আশা করি সুধীমণ্ডলী নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

অশোক অনুশাসন।

সূচী।

মূল পাঠ—	...	...	...	১-৪১
চতুর্দ্দশ গিরিলিপি	...	...	...	১
কলিঙ্গলিপি	...	...	...	১৬
স্তম্ভলিপি	...	...	...	২২
ভাব্ড়ালিপি	...	...	...	৩৩
সিদ্ধপুর	...	...	...	৩৪
ব্রহ্মগিরি	...	...	...	৩৫
সাসেরাম	...	...	...	৩৬
রূপনাথ	...	...	...	৩৭
বৈরাট ও রুম্মিন্দেবী	...	...	...	৩৮
নিগ্লিবলিপি, দেবী ও সারনাথলিপি		...	...	৩৯
কৌশাম্বীলিপি	...	...	...	৪০
বরাবর গুহালিপি	...	...	...	৪১
সংস্কৃত অনুবাদ	...	...	...	৪২
বঙ্গানুবাদ	...	...	...	৫২
পরিশিষ্ট (টিপ্পনী)	...	...	...	৯২
অনুশাসনাবলীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম		...	...	১১৪
ভৌগোলিক বিবরণ	...	...	...	১২৬
উৎকীর্ণ অনুশাসনের কাল		...	...	১৩১

চিত্র সূচী।

		পৃষ্ঠা
প্রথম শিলালিপি	... ...	১
চতুর্থ স্তম্ভলিপি	... ...	২৬
সিদ্ধপুর ও ব্রহ্মগিরি	... ...	৩৫
ব্রাহ্মীলিপির নিদর্শন	... ...	৫১
রুম্মিন্ দেবী অনুশাসন	... ...	৮০

অশোক অনুশাসন

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

প্রথম গিরিলিপি।

—:o:—

গির্ণার পর্ব্বতে

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি মহারাজ প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বৎসরে এবং খ্রীঃ পূঃ ২৫৭ ও ২১৬ অব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই সকল গিরিলিপি ধৌলি, গির্ণার, জৌগড়, কাল্‌সি, মানসহর এবং সাহাবাজগড়ী নামক স্থানে উৎকীর্ণ আছে। এই সকল স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

ইমং ধংমলিপী দেবানং প্রিয়েন প্রিযদসিনা রাঞা লেখাপিতা (।) ইধ ন কিংচি জীবং আরভিত্পা (ত্পা) প্রজূহিতব্যং ন চ সমাজো কতব্যো (।) বহুকং হি দোসং সমাজম্হি পসতি দেবানং প্রিয়ো প্রিযদসী রাজা (।) অস্তি পি তু একচা সমাজা সাধুমতা দেবানং প্রিযস প্রিযদসিনো রাঞো (।) পুরা মহানসম্হি[1] দেবানং প্রিযস প্রিযদসিনো

১। মহানসে জথা

রাঞ্ঞো অনুদিবসং বহূনি প্রাণসতসহস্রাণি আর-ভিসু সূপাথায় (।) সে অজ যদা অযং ধংমলিপী লিখিতা তী এব প্রাণা আরভরে সূপাথায় দ্বো[১] মোরা একো মগো (।) সো পি মগো ন ধুবো (।) এতে পি ত্রী প্রাণা পছা ন আরভিসরে[২] (।)

———

দ্বিতীয় গিরিলিপি।

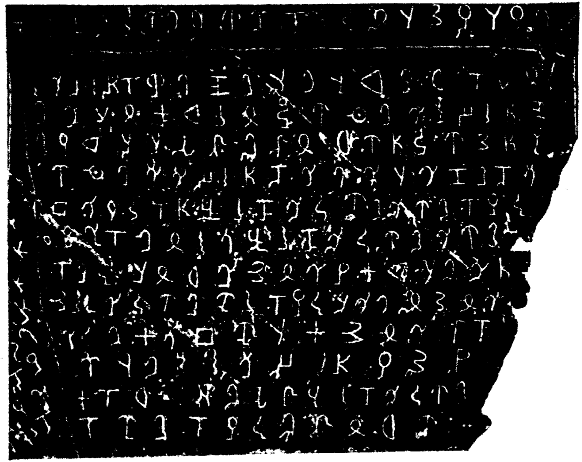
—:•:—

গিণার পর্ব্বতে

সর্বত বিজিতম্হি দেবানং প্রিযস প্রিযদসিনো[৩] রাঞ্ঞো এবমপি প্রচংতেসু[৪] যথা চোডা, পাডা, সতিযপুতো কেতলপুতো আ তংবপংনী অংতিযকো যোনরাজা যে বা পি তস অংতিয়কস সামীপং রাজানো সবত্র দেবানং প্রিযস প্রিযদসিনো রাঞ্ঞো দ্বে চিকীছা কতা মনুস চিকীছা চ পসুচিকীছা চ (।) ওসুঢানি চ যানি মনুসোপ-গানি চ পসোপগানি চ যত যত নাস্তি সর্বত্র হারা-পিতানি চ রোপাপিতানি চ মূলানি চ ফলানি চ যত যত[৫] নাস্তি সর্বত্র হারাপিতানি চ রোপাপিতানি চ (।)

১। দ্বে　　২। আরভিসংরে

৩। পিয়দসিনো　　৪। প্রাচংতেসু　　৫। যত্র।



প্রথম শিলালিপি।

গির্নার অনুশাসন—পৃ ১

পংথেস্ কূপা চ খানাপিতা ব্রছা চরোপাপিতা পরিভোগায় পস্তমনুসানং (।)

তৃতীয় গিরিলিপি।

—:•:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং প্রিয়ো পিযদসি রাজা এবং আহ(ঃ—) দ্বাদসবাসাভিসিতেন ময়া ইদং আঞপিতং (।) সর্বতবিজিতে মম যুতা চ রাজুকে চ প্রাদেসিকে চ পংচসু পংচসু বাসেসু অনুসংযানং নিয়াতু[১] এতায়েব অথায় ইমায় ধংমানুসস্টিয় যথা অঞায় পি কংমায় (ঃ—) সাধু মাতরি চ পিতরি চ সুস্রুসা মিতাসংস্তুতঞাতীনং বাম্ভণসমনানং সাধু দানং (।) প্রানাণং সাধু অনারংভো (,) অপব্যয়তা অপভাংডতা সাধু (।) পরিসা পি যুতে আঞ পয়িসতি গণনায়ং হেতুতো চ ব্যংজনতো চ (।)

চতুর্থ গিরিলিপি।

—•—

গির্ণার পর্ব্বতে

অতিকাতং অংতরং বহূনি বাসসতানি বঢিতো এব প্রাণারংভো বিহিংসা চ ভূতানং ঞাতীসু অসং

১। নিয়াত।

প্রতিপতী ব্রাহ্মণস্রমনানং অসংপ্রতাপতী (।) ত অজ দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো, ধংমচরণেন ভেরী ঘোসো অহো ধংমঘোসো বিমানদসনা চ হস্তিদসনা চ অগিখংধানি চ অঞানি চ দিব্যানি রূপানি দসয়িপ্তা (স্বা) জনং যারিসে বহূহি বাসসতেহি ন ভূতপুবে তারিসে অজ বঢিতে দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো ধংমানুসস্টিয়া অনারংভো প্রাণানং অবিহীসা ভূতানং ঞাতীনং সংপটিপতী ব্রহ্মণসমনানং সংপটিপতী মাতরি পিতরি সুস্রুসা থৈরসুস্রুসা (।) এস অঞে চ বহুবিধে ধংমচরণে বঢিত বঢয়িসতি চেব দেবানং প্রিয়ো প্রিয়দসি রাজা ধংম(চ)রণম ইদং (।) পুত্রা চ পোত্রা চ প্রপোত্রা চ দেবানং প্রিয়স প্রিয়দসিনো রাঞো বধয়িসংতি ইদং ধংমচরণং আব সংবটকপা[১] (।) ধংমম্হি সীলম্হি তিস্টংতো ধংমং অনুসাসিসংতি (।) এস হি সেস্টে কংমে য ধংমানুসাসনং (।) ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস (।) ত[২] ইমম্হি অথম্হি বধী চ অহীনী চ সাধু (।) এতায় অথায় ইদং লেখাপিতং (।) ইমস অথস বধি যুজংতু হীনি চ মালোচেতব্যা (।) দ্বাদসবাসাভিসিতেন দেবানং প্রিয়েন প্রিয়দসিনা রাঞো ইদং লেখাপিতং (।)

১। সবটকপা। ২। ব।

পঞ্চম গিরিলিপি।

—:•:—

সাহাবাজগড়ী পর্য্যন্তে

দেবন প্রিয়ো[১] প্রিয়দ্রশি[২] রয এবং অহ তি ক(লণং) (দ্র) করং। যো অ......(রো) ক(ল)ণস সো দ্রকরং করোতি। সো ময় বহুকলং কিট্রম (।) তং ম (হ) পুত্র চ নতরো চ পরংচ ত......অ(য) মে অপচ (অ) ছংতি অবকপম্ তথং যে অন্ (...) বতিসংতি তে স্বকিট্রম কষংতি (।) যো চু অতো (কম্পি হপেসতি) সো দ্রকটং কষতি (।) পপং হি স্বকরং (।) সো অতিক্রংতং অংতরং ন ভূতপ্রুব ধ্রমমহমত্র নম (।) সো তিদশবষভি সিতেন ময় ধ্রমমহমত্র কিট্র (।) তে সত্রপ্রষংডেষু বপট ধ্রমধিথনয়ে (চ) ধ্রমবঢিযে হিদস্বথয়ে চ ধ্রমযুতস যোন কম্বোয গন্ধরনম্ রস্তিকনং পিতিনিকনং যে ব পি অপরং ত (।) ভটময়(যে)যু ব্রমণিভেষু অনথেষু বুঢেষু হিতস্বখয়ে (ধ্র)মযুতস অপলিবো(ধে) বপট (তে) (।) বংধন বধস পটি-বিধনয়ে অপ(লি)বোধয়ে মো(ছয়ে) ইয়ং অনুব(ধ)ং প্রজব কিটভিকরো ব মহলক ব বিয়পট্র (।) ই-অ বহিরেষু চ নগরেষু সব্রেষু ওরোধনেষু ভ্রতুণং চ মে স্পস্থনং চ যে ব পি অংঞে ঞতিক সবত্র বিয়পুট (।) যং ইয়ং ধ্রমনি-

---

১। প্রিয়   ২। প্রিয়দর্শি।

শ্রিতে তি ব ধ্রমধিথনে তি ব দনসযুতে তি ব সবত্র বিজিতে ম(হ) ধ্রমযুতসি বিযপট তে ধ্রমমহমত্র (।) এতযে অঠয়ে অয(ং) ধ্রমদিপি দিপিস্ত, চিরথিতিক ভোতু তথ চ প্রজ অনুবততু (।)

ষষ্ঠ গিরিলিপি।

—:০:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং প্রি(য পিযদ)সি রাজা এবং আহ অতিক্রাতং[১] অংতরং ন ভূতপুর্ব সব(কা)ল অথকংমে ব পটিবেদনা বা (।) ত ময়া এবং কতং সবে কালে ভুংজ মানস মে ওরোধনম্হি গভাগারম্হি বচম্হি ব বিনীতম্হি চ উযানেসু চ সবত্র পটিবেদকা স্টিতা অথে মে জনস পটিবেদেথ ইতি ( ) সর্বত্র চ জনস অথে করোমি (।) য চ কিংচি মুখতো[২] আঞপয়ামি স্বয়ং দাপকং বা স্রাবাপকং বা য বা পুন মহামাত্রেসু[৩] আচায়িক আরোপিতং ভবতি তায় অথায় বিবাদো নিঝতী[৪] ব সংতো পরিসায়ং আনংতরং পটিবেদেতব্যং[৫] মে সর্বত্র[৬] সর্বে কালে (।) এবং ময়া আঞপিতং (।) নাস্তি হি মে তোসো উস্টানম্হি অথ-

---

১। অতিকাতং ২। মুখতা ৩। মহামাতেসু
৪। নিকতি ৫। পটিবেদেতয়ং ৬। সর্বতা

সংতীরণায় ব (।) কতব্যমতে হি মে সর্বলোকহিতং (।) তস চ পুন এস মূলে উস্টানং চ অথসংতীরণা চ (।) নাস্তি হি কংমতরং সর্বলোকহিতত্মা (।) য চ কিংচি পরাক্রমামি অহং (;) কিং তি (?) ভূতানং আনংণং গছেয়ং ইধ চ নানি সুখাপযামি পরত্রা চ স্বগং আরাধয়ংতু (।) ত এতায় অথায় অয়ং ধংমলিপী লেখাপিতা (।) কিং তি (?) চিরং তিস্টেয় ইতি (,) তথা চ মে পুত্রা পোতা চ প্রপোতা চ অনুবতরাং সবলোকহিতায় (।) তুকরং তু ইদং অঞত অগেন পারাক্রমেন (।)

সপ্তম গিরিলিপি।

—:•:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং পিযো পিযদসি রাজা সর্বত ইছতি সবে পাসংডা বসেয়ু (।) সবে তে১ সযমং চ ভাবসুধিং চ ইছতি (।) জনো তু উচাবচছংদো উচাবচরাগো (।) তে সর্বং ব কাসংতি একদেসং ব কসংতি। বিপুলে তু পি দানে যস নাস্তি সযমে ভাবসুধিতা ব কতংঞতা ব দঢভতিতা চ নিচা বাঢং !

১। সংযমং

অষ্টম গিরিলিপি।

—::—

গির্ণার পর্ব্বতে

অতিকাতং অংতরং রাজানো বিহারযাতাং ঞয়াসু (।) এত মগব্যা অঞানি চ এতারিসনি অভীরমকানি অহুংসু (।) সো দেবানং পিয়ো পিযদসি রাজা দসবসাভিসিতো সংতো অযায[১] সংবোধিং (।) তেনেসা ধংমযাতা (।) এতয়ং হোতি বাহ্মনসমনানং দসণে চ দানে চ থৈরানং দসনে চ হিরংণপটিবিধানো[২] চ জানপদস চ জানস দসনং ধংমানুসস্টী চ ধমপরিপুছা চ (।) তদোপয়া এসা ভুয় রতি ভবতি দেবানং পিযস প্রিযদসিনো রাঞো ভাগে অংঞে (।)

———

নবম গিরিলিপি।

—:•:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং পিযো প্রিযদসি রাজা এবং আহ (ঃ) অস্তি জনো উচাবচং মংগলং করোতে আবাধেসু বা আবাহবিবাহেসু বা পুত্রলাভেসু বা প্রবাসংম্হি বা (।) এতম্হী চ অঞম্হি চ জনো উচাবচং মংগলং করোতে (।) এত তু

১। অংযায়। ২। প্রতিবিধানো।

মহিড়ায়ো বহুকং চ বহুবিধং চ ছুদং চ নিরথং চ মংগলং করোতে (।) ত কতব্যমেব তু মংগলং (।) অপফলং তু খো এতরিসং মংগলং (।) অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে (।) তত দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী গুরূণং[১] অপচিতি সাধু পাণেসু সযমো সাধু বম্হণসমণানং সাধু দানং (।) এত চ অঞ্ঞ চ এতারিসং ধংমমংগলং নাম (।) ত বতব্যং পিতা ব পুতেন বা ভাত্রা বা স্বামিকেন বা ইদং সাধু ইদং কতব্যং মংগলং আব তস অথস নিস্টানায় (।) অস্তি চ পি বুতং সাধু দানং ইতি (। ন তু এতারিসং অস্তি দানং ব অনগহো ব যারিসং ধংমদানং ব ধংমানুগহো ব। ত তু খো মিত্রেন ব সুহদয়েন বা ঞাতিকেন ব সহায়ন ব ওবাদিতবাং তাম্হ তম্হি পকরণে (ঃ) ইদং কচং ইদং সাধ ইতি ইমিনা সকং স্বগং আরাধেতু ইতি (।) কি চ ইমিনা কতব্যতরং যথা স্বগারধি (।)

দশম গিরিলিপি।

—:০:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং প্রিযো প্রিযদসি রাজা যসো ব কীতি ব ন মহাথাবহা মংঞতে অঞত তদাপ্তনো দিঘায় চ মে

১। গুরুনং।

জনো ধংমস্থস্রুসা স্থস্রুসতাং ধংমবুতং অনুবিধিয়তাং (।) এতকায় দেবানং পিযো পিযদসি রাজা যসো ব কীতি ব ইছতি (।) যং তু কিংচি পরাকমতে দেবানং প্রিযদসি রাজা ত সবং পারত্রিকায়, কিংতি(?) সকলে অপ্পপরিস্রবে অস (।) এস তু পরিস্রবে য অপুংঞং (।) দুকরং তু খো এতং ছুদকেন ব জনেন উসটেন ব অঞত্র অগেন পরাকমেন সবং পরিচজিপ্তা (।) এত তু খো উসটেন দুকরং (।)

একাদশ গিরিলিপি।

—:০:—

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং প্রিযো পিযদসি রাজা এবং আহ (ঃ) নাস্তি এতারিসং দানং যারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো বা ধংমসংবিভাগো ব ধংমসংবধো ব (।) তত ইদং ভবতি দাসভতকম্হি সম্যপ্রতিপতী মাতরি পিতরি সাধু স্থস্রুসা মিতসস্তুতঞাতিকানং বাহ্মণসমনানং সাধু দানং প্রাণানং অনারংভো সাধু (।) এত বতব্যং পিতা ব পুত্রেন ব ভাতা ব মিতসস্তুতঞাতিকেন ব আব পটিবেসিয়েহি, ইদং সাধু (,) ইদং কতব্যং (।) সো তথাকরু ইলোকচস

আরধো হোতি পরত চ অংনংতং পুংঞং ভর্বাত তেন ধংমদানেন (।)

দ্বাদশ গিরিলিপি।

--:০:--

গির্ণার পর্ব্বতে

দেবানং পিযে পিযদসি রাজা সবপাসংডানিচ পবজিতানি (প্রবজিতানি) চ ঘরস্তানি চ পূজয়তি দানেন চ বিবিধায় চ পূজায় পূজয়তি নে (।) ন তু তথা দানং ব পূজা ব দেবানং পিযো মংঞতে যথা কিতি (?) সারবঢী অস সব পাসংডানং (।) সারবঢী তু বহুবিধা (।) তস তস তু ইদং মূলং য বচিগুতী (;) কিংতি ? আপ্তপাসংডপূজা ব পরপাসংডগরহা ব নো ভবে অপকরণম্হি লহুকা ব অস তম্হি তম্হি প্রকরণে—পূজেতয়া তু এব পরপাসংডা তেন তন প্রকরণেন (।) এবং করুং[১] আপ্তপাসংডং চ বঢয়তি পরপাসংডস চ উপকরোতি তদংঞথা করোতো আপ্তপাসংডং চ ছণতি পরপাসংডস চ পি অপকরোতি (।) যো হি কোচি আপ্তপাসংডং পূজয়তি পরপাসংডং বা গরহতি সবং আপ্তপাসংডভতিয়া (;) কিংতি (?) আপ্তপাসংডং দীপযেম

১। করং

ইতি সো চ পুন তথ করাতো (করোতো) আপ্তপাসংডং বাঢতরং উপহনাতি (।) ত সমবায় এব সাধু ; কিংতি (?) অংঞমংঞস ধংমং স্রুণারু' চ সুস্রুসের (।) এবং হি দেবানং পিযস ইছা (।) কিংতি (?) সবপাসংডা বহুস্রুতা চ অসু কলাণাগমা চ অসু (।) যে চ তত্র ততো প্রসংনা তেহি বতব্যং দেবানং পিযো নো তথা দানং পূজা ব মংঞতে যথা কিংতি (?) সারবঢা অস সর্বপাসডানং বহকা চ (।) এতায় অথা ব্যপতা ধংমমহামাতা চ ইথীঝখমহামাতা চ বচভূমীকা চ অঞে চ নিকায়া। অযং চ এতস ফল য আপ্তপাসংডবঢা চ হোতি ধংমস চ দীপনা।

ত্রয়োদশ গিরিলিপি।

—:•:—

সাহাবাজগড়ী পর্ব্বতে

অ(স্টব)ষ অভি'সত(স দে) বন প্রিঅস প্রিঅদ্রশি(স) রঞো ক(লিগ বিজিত) (দিযধ)মত্রে (প্রণশতসহস্রে) যেততো অপবুঢে সতসহস্র(ম)ত্রে তত্র হতে বহু (তবতকে) মুটে (।) ততো (প)ছ অধুন লধেষু (কলিঙ্গেষু) তিব্রে ধ্রম্(পলনং) ধ্রম(ক)মত ধ্রমনুশস্তি

১। স্রনাব্রু ২। ততা তত।

চ দেবন প্রি(য়)স। সো অস্তি অনুসোচন(ং) দেবন প্রিয়স বিজিনিতু (ক)লিঙ্গ(নি) (।) অবিজিতং হি (বিজি) নমনি (যে) তত্র বধো ব (ম)রণং ব অপব(হো) ব জনস (।) তং বধং বেদনিয়মতং গুরুমতং চ দেবনং প্রিয়স (।) ইমং পি চু ততো গুরুমত(ত)রং (দেব)নং প্রিয়স (।) তত্র হি বসংতি ব্রমণ ব শ্রমণ ব অংঞেব প্রষংড গ্র(হ)থ ব যেস্তু বিহিত এষ অগ্রভু(টি) সুশ্রুষ মত-পিতুষু সুশ্রুষ গুরুণং সুশ্রুষ (মিত্র)সংস্তুত সহয়ঞতি-কেষু (দ)সভ(ট)কনং সম্মপ্রতিপতি দিঢ(ভতিত) (।) তেষং তত্র ভোতি অপগ্রথো ব বধো ব অভিরতন ব নিক্রমণং (।) যেষ ব পি সংবিহিতনং(নে)হো অবিপ্রহিনো এ(তে)ষ মিত্রসংস্তুতসহয়ঞতিক বসন প্রপুণতি (।) তত্র তংপি তেষ বো অপগ্রথো ভোতি (।) প্রতিভগং চ এতং সব্রং মনুশনং গুরুমতং চ দেবনং প্রিয়স (।) নস্তি চ একতরস্পি পি প্রষংডস্পি ন নম প্রসদো। সো য-মত্রো (জনো) তদ কলিগে হতো চ মুটো চ অপবু(ঢো) চ ত(তো) শতভগে সহস্রভগং ব অজ গুরুমতং বো দেবনং প্রিয়স (।) যো পি চ অপকরেয তি ছমিতবিয়মতে বো দেবনং প্রিয়স যং শকো ছমনয়ে। য পি চ অটবি দেবনং প্রিয়স(বি)জিতে ভোতি ত পি অনুনেতি অনুনিঝপেতি(;)

অনুতপে পি চ প্রভবে দেবনং প্রিযস (।) বুচতি তেষ ঃ—কিতি(?) অবত্রপেষু ন চ হংঞেযসু (।) ইছতি হি দেবনং প্রিযো সত্রভূতন অছতি সংযমং সমচরিয়ং রভসিয়ে। এষে চ মু(খ)মুতে বিজয়ে দেবনং প্রিযস যো ধ্রমবিজয়ো সো চ পুন লধো দেবনং প্রিযস ইহ চ স(ব্রে)ষু চ অংতেষু অষষু পি যোজনশ(তে)ষু যত্র অংতিয়োকো নম যোনরজ পরং চ তেন অংতিয়োকেন চতুরে (৪) রজনি, তুরময়ে নম, অংতিকিনি নম, মক নম অলিকসুদরো নম, নিচ চোড, পংড, অব তংবপংনিয় এবমেব হিদরজ (।) বিশবজ্রি—যোন—কংবোযেষু নভকে ন(ভি)তিন ভোজ পিতিনিকেষু অংধ্র পুলি(দে)ষু সবত্র দেবনং প্রিয়স ধ্রমনুশস্তি অনুবটংতি (।) যত্রপি দেবনং প্রিযস দুত ন রচংতি তে পি শ্রু(তু) দেবনং প্রিযস ধ্রমবুটং বিধেনং ধ্রমনুশস্তি ধ্রমং (অনু) বধিয়ংতি অনুবিধিয়িশংতি চ (।) যো (চ) লধে এতকেন ভোতি সবত্র বিজয়ো স(বত্র পুন) বিজয়ো প্রিতিরসো সো (।) লধ (ভোতি) প্রিতি ধ্রম বিজয়স্পি(।) লহুক তু খো স প্রিতি(।) পরত্রিক মেব মহফল মেঞতি দেবনং প্রিযো। এতয়ে চ অঠয়ে অয়ো ধ্রমদিপি (দি)পস্ত, কিতি (?) পুত্র পপোত্র মে অসু নবং বিজয়ং ম বিজেতবি(য়)ং মঞিষু,

ক···যো বিজযে (ছং)তি ঽ লহুদং(ড)তং চ রোচেতু তং এ(ব) বিজ মঞ (।) যো ধ্রমবিজয়ে সো হিদ লোকিকো পরলোকিক সত্র চ নিরতি ভোতু য (স্র)-মরতি (।) স হি হিদলোকিক পরলোকিক।

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

—:০:—

গির্ণার পর্ব্বতে

অযং ধংমলিপী দেবানং প্রিযেন প্রিযদসিনা রাঞা লেখাপিতা (।) অস্তি এব সংখিতেন অস্তি মঝমেন অস্তি বিস্ততন(।) ন চ সর্বং সর্বত ঘটিতং (।) মহালকে হি বিজিতং বহুচ লিখিতং লিখাপয়িসং চেব (।) অস্তি চ এত কং পুন পুন বুতং তস তস অথস মাধুরতায়,[১] কিংতি (?) জনো তথা পটিপজেথ(,) তত্র একদা অসমাতং লিখিতং অস দেশং ব সছায় কারণং ব অলোচেপ্তা লিপিকরাপ-রধেন ব (।)

১। মাধুরিতায়।

কলিঙ্গ অনুশাসন।

ধৌলিলিপি।

—:•:—

ধৌলি ও জৌগড়লিপিদ্বয় সাধারণতঃ কলিঙ্গ অনুশাসন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে ধৌলিলিপি তোসলির এবং জৌগড় লিপি সোমাপার শাসনকর্ত্তাদিগকে উদ্দেশ করিয়া উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। এই ধৌলি এবং জৌগড় অনুশাসন প্রিয়দর্শীর রাজত্বের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বৎসরে এবং খৃঃ পূঃ ২৫৬ ও ২৫৫ অব্দে উৎকীর্ণ হয়।

—:•.—

দেবানংপিযস বচনেন তোসলিয়ম্ মহামাত নগল-বিযোহালক বতবিয়মং—অং কিছি দখামি হকং তং ইছামি কিংতি কং···ন পটিবেদযেহং ডুবালতে চ আলভেহং। এস চ মে মোখ্যমত ডুবালে এ·সি অঠসি অং তুফেসু অনুসথি (।) তুফে হি বহূসু পানসহসেসু আযতা পনযং গছেম সুমুনিসানম্ (।) সবে মুনিসে পজা মমা (।) অথ পজায়ে ইছামি হকং কিংতি সবেন হিতসুখেন হিদ-লোকিক পাললোকিকায়ে যুজেবূতি······মুনিসেসু পি ইছামি হকং (।) নো চ পাপুনাথ আবাগমকে (।) ইয়ং অথ কেচ ব একপুলিসে মনাতি এতং সে পি দেসং নো সবং (।) দেখতে হি তুফে এতং সুবিহিতাপি

নিতি (।) ইয়ং এক পুলিসে পি অথি যে বংধনং বা পলিকিলেসং বা পাপুনাতি (।) তত হোত অকস্মা তেন বংধনংতিক (।) অংনে চ··· হুজনে দবিয়ে দুখিয়তি (।) তত ইছিতবিযে তুফেহি কিংতি মঝম্ পটিপাদয়ে মাতি (।) ইমেহি চু জটেহি নো সংপটিপজতি ইসায আসুলোপেন নিথুলিযেন তুলনায় অনাবুতিয আলসিযেন কালমথেন (।) সে ইছিতবিযে কিংতি এতে যতা নো হুবেবু মমাতি (।) এতস চ সবস মূলে অনা-সুলোপে অতুলনা চ নিতিযং (।) এ কিলংতে সিযা ন সে উগছ সংচলিতবিযে তু বজিতবিযে এতবিযে বা (।) হেবংমেব এ দুখিয়ে তুফাক (।) তেন বতবিযে অংনং নে দেখত হেবং চ হেবং চ দেবানংপিযস অনুসথি (।) সে মহা···লে এতস সংপটিপাদে মহা-অপায়ে অসংপটিপতি (।) বিপতি পাদায় নীনেহি——এতং নথি স্বগস আলধি নো লাজালধি (।) দুআহলে হি ইমস কংমস মে কুতে মনঅতিলেকে (।) সংপটিপজমীনে চ এতং স্বগং আলাধয়িসথ···ত······ননিয়ং এহথ (।) ইযং চ লিপি তিসনখতেন সো...বিযং অংতলাপি চ তিসেন খনসি খ...সি একেন.পি সোতবিয (।) হেবং চ কলংতং তুফে চঘথ সংপটিপাদযিতবে (।) এতায়ে অথাযে ইযং লিপি লিখিতা

হিদ এন নগলবিযোপালকা সম্বতং সময়ং যুজেবূতি নগলজনস অকস্মাপলিবোধ ব অকস্মাপলিকিলেসে ব নো সিয়াতি (।) এতায়ে চ অথায়ে হকং ধংমতে পংচসু পংচসু বসেসু নিখাময়িসামি এ অথথসে অচংড সখিনালংভে হোসতি (।) এতং অঠং জানিতু তথা কলতি অথ মম অনুসথীতি (।) উজেনিতে পি চ কুমালে এতায়ে ব অঠায়ে নিখাময়িসতি হেদিসংমেব বগং নো চ অতিকাময়িসতি তিনি বসানি (।) হেমে ব তাখসিলাতে পি (।) অদা অ——তে মহামাতা নিখমিসংতি অনুসযানং তদা অহাপযিত অতনে কংমং এতং পি জানিসংতি তং পি তথা কলংতি অথ লাজিনে অনুসথীতি (।)

জৌগড়লিপি।

(প্রথম)

দেবানংপিযে হেবং আহা (।) সমাপায়ং মহামাতা নগলবিযোহালক হে—বতবিযা (।) অং কিছি দখামি হকং তং ইছামি কিংতি—কমন পটিপাতযেহং দুবালতে চ আলভেহং (।) এস চ মে মোখিয়মত দুবালম্ অং তুফেসু ......অনুসথি (।) কে হি বহূসু পানসহসেসু আ...পন

...গছেম স্বমুনিসানং (।) সবে মুনিসে পজা (।) অথ পজায়ে ইছামি কিংতিমে সবেন হিতসুখেন যুজেযূতি হিদলোগিক-পাললোকিকায়ে হেমেব মে ইছ সবমুনিসেসু (।)...... পাপুনাথ আবগমকে (।; ইযং অঠ কেচা একপুলিসে পি মনতি সে পি দেসং নে সবং (।) দখথ হি তুফে পিসু-বিতাপি (।) বহুকে অঠি যে এতি একমুনিসে বংধনং পলি-কিলেসং পি পাপুনাতি (।) তত—ত অকস্মা তেন বংধ... ......চ বগে বহুকে বেদয়ংতি (।) তত তুফেহি ছিতয়ে কিংতি মঝং পটিপাতযেম (।) ইমেহি জাতেহি নো সংপটি-পজতি ইসায় আসুলোপেন নিথুলিয়েন তুলায়ে অনাবৃতিয়ে আলসিয়েন কিলমথেন (।) হেবং ইছিতবিযে কিংতি মে এতানি জাতানি নো হেযূতি (।) সবস চ ইযং মূলে অনা-সুলোপে অতুলনা চ নিতি ইযং (।) এ কিলংতে সিয়া ন সংচলিতু উথি—সংচলিতবিয়ে তু বজিতবিয়ে পি এতবিযে পি (।) নীতিয়ং এ বে দেখেয়ি (।) অনং নে নিঝপেতবিয়ে ————হেবং————চ দেবানংপিয়.........নুসথি (।) ———তং মহাফলে হোতি অসংপটিপতি মহাপায়ে হোতি (।) বিপাটিপাতয়ংতং নো স্বগ-আলধি নো...... লাজাধি (।) দুআহলে এতস কমস সমে কুতে ম......মাঁ নে চ আননেযং এসথ স্বগং চ আলাধয়িসথা (।) ইয়ং চ

লিপি অনুতিসং সোতবিয়া অলাপি ব······নসাততিলা এ···ক···পি·········তবে (।) এতায়ে চ অথায়ে ইযং··· খিতা লিপি এন মহামাতা নগলক সস্বতং সময়ং···ক···য ···এনা—পংচসু পংচসু বসেসু অনুসংযানং নিখাময়িসামি মহামাতং অচংডং ফলহ ত বাচেনেলে··················· উজেনি কুমালে·····বি···তসতে···············জবচনিক তদ অনুসংযানং নিখমিসংতি অতনে কংমং···············

জৌগড়লিপি।

(দ্বিতীয়)

দেবানংপিয়ে হেবং আহ···সমাপায়ং মহমতা লজ-বচনিক বতবিয়া ঃ—অং কিছি দখামি হকং তং ইছামি হকং কিতি ? কংকংমন পটিপাতযেহং দুবালতে চ আল-ভেহং (।) এস চ মে মোখিয়মতে দুবালে এতস অথস অং তুফেসু অনুসথি। সবমুনিসা মে পজা, অথ পজাযে ইছামি কিংতিমে সবেনো হিতসুখেন যুজেযু, অথ পজাযে ইছামি কিং তমে সবেন হিতসুখেন যুজেযূতি হিদলোগিক-পাললোকিকেন হেবংমেব মে ইছা সবমুনিসেসু সিযা(।)অং

তানং অবিজিতানং কিংছংদেসু লাজা অফেসূতি এতাকা ব মে ইছা অংতেসু (।) পাপুনেযু লাজা হেবং ইছতি অনু- বিগিনা হেযু মমিযাযে অস্বসেযু চ মে সুখংমেব চ লহেযু মম তে নো খ (।) এবং চ পাপুনেযু খমিসতি নে লাজা (।) এ ছ কিযে খমিতবে(।)মমং নিমিতং চ ধংম চলেযূতি হিদলোগং চ পললোগং চ আলধয়েযু(।)এতাযে চ অঠাযে হকং তুফেনি অনুসাসামি (।) অনেন এতকেন হকং তুফেনি অনুসাসিতু ছংদং চ বেদিতু আ মম ধিতি পটিনা চ অচল (।) স হেবং কটু কংমে চলিতবিযে অস্বাসনিয়া চ তে এন পাপুনেযু অথা পিতা এবং নে লাজাতি অথ অতানং অনুকংপতি হেবং অফেনি অনুকংপতি অথা পজা হেবং মযে লাজিনে (।) তুফেনি হকং অনুসাসিত ছংদং চ বেদাত...মম চিতি পটিনা চা অচল সে.........দেসআযুতিকে হোসামি এতসি অথসি (।) অলং হি তুফে অস্বাসনাযে হিতসুখাযে চ তসং হিদলোগিকপাললোকিকায (।) হেবং চ কলংতং স্বগং... আলাধযিসথং মম চ আননেয়ং এসথ (।) এতাযে চ অথাযে ইয়ং লিপি লিখিতা হিদ এন মহামাতা সস্বতং সমং যুজেবু অস্বাসনাযে চ ধংমচলনবে ("চ তেসু"—ধৌলি) অং— তানং (।) ইযং চ লিপি অ...(নু-ধৌলি) চাতুংমাসং সোতবিয়া তিসেন অংতলাপি চ সোতবিয়া খনে

সংতং একেন পি সোতবিযা (।) হেবং চ কলংতং চঘংত সংপটিপাতয়িতাবে (।)

অশোকের স্তম্ভলিপি।

মহারাজ প্রিয়দর্শী কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ সাতটী স্তম্ভলিপি নিম্নলিখিত ছয়টী বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১। দিল্লীর সন্নিকটে দিল্লী-তোপ্রা, এই স্থানকে দিল্লীসিবালিক বা ফিরোজসার লাট্ বলিয়া থাকে। ২। দিল্লী মিরাট। ৩। প্রয়াগ বা এলাহাবাদ। ৪। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লড়িয়ানন্দনগড় (মথিয়)। ৫। চম্পারণ জেলার অন্তর্গত লড়িয়া-অররাজ (রধিয়)। ৬। চম্পারণ জেলার রামপুর গ্রাম। প্রিয় দর্শীর রাজত্বের সপ্তবিংশতি ও অষ্টাবিংশতি বৎসরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ২৪৩-২৪২ অব্দে এই সকল স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম স্তম্ভলিপি।

এলাহাবাদ অনুশাসন।

দেবানং-পিযে পিযদসী লাজা হেবং আহা (ঃ) সডুবীসতি-বসাভিসিতেন মে ইযং ধংমলিপি লিখাপিতা (।) হিদত-পালতে দুসংপটিপাদ(য়ে) অংনত অগায় ধংমকামতায় অগায় পলীখায় অগায় সুসূসায়া[1] অগেন ভয়েন (অগে)ন

১। সুসূসায়,

উসাহেন (।) এস চু খো মম অনুসথিয়া ধংমাপেখা ধংমকামতা চ[1] সুবে সুবে বটিতা বটিসতি[2] চেবা (।) পুলিসা পি মে উকসা চ গেবয়া চ মঝিমা চ অনুবিধীয়ংতি সংপটিপাদয়ংতি চ অলং চপলং সমাদপয়িতবে[3] (;) হেমেব অংতমহামাতা পি (।) এসা[4] হি বিধি যা ইয়ং ধংমেন পালনা ধংমেন বিধানে ধংমেন সুখীয়না ধংমেন গুতি[5] তি চু।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি।

দধিয়

দেবানং-পিয়ে পিযদসি লাজ হেবং আহ[6] (।) ধংমে সাধু (।) কিয়ং[7] চু ধংমে-তি ? অপাসিনবে বহুকয়ানে দয় দানে সচে সোচেয়েতি (।) চখু দানে পি মে বহুবিধে দিংনে দুপদচতুপদেসু পখিবালিচলেসু বিবিধে মে অনুগহে কটে, আপানদখিনায়ে অংনানি পি চ মে বহূনি কয়ানানি কটানি (।) এতায়ে মে অঠায়ে ইয়ং ধ (ং) মলিপি লিখাপিত[8] (,) হেবং অনুপটিপজংতু চিলং

১। চা, ২। বটীসতি, ৩। সমদপয়িতবে, ৪। এস, ৫। গোত্তীতি।
৬। আহা, ৭। কায়ং, ৮। লিখাপিতা,

থিতীকা চ হোতু তি[১] (।) যে চ হেবং সংপটিপজিসাতি[২] সে সুকটং কছতি তি[৩] (।)

দিল্লী সিবালিক স্তম্ভ।

দেবানং-পিযে পিযদসি লাজা হেবং আহা, ধংমে সাধু (।) কিয়ং চু ধংমেতি (?) অপাসিনবে বহুকয়ানে, দয়া দানে সচে সোচয়ে (।) চখু দানে পি মে বহুবিধে দিংনে দুপদ চতুপদেসু পখিবালিচলেসু বিবিধে মে অনুগহে কটে আপানদাখিনায়ে (,) অংনানি পি চ মে বহূনি কয়ানানি কটানি (।) এতায়ে মে অঠায়ে ইয়ং ধংমলিপি লিখাপিতা (:) হেবং অনুপটিপজংতু চিলংথিতিকা চ হোতু তীতি (।) যে চ হেবং সংপটিপজীসতি সে সুকটং কছতীতি।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

দিল্লী সিবালিক।

দেবানং-পিযে পিযদসি[৪] লাজ[৫] হেবং অহা[৬] (:) কযানং মেব দেখতি (:) ইযং মে কযানে[৭] কটেতি (।) নো মিন

১। পোতুতি, ২। সংপটি-পজীসতি, ৩। কছতীতি। ৪। পিয়দসী, ৫। লাজা, ৬। আহ, ৭। কয়নংমেব,

পাপং দেখতি[1] (ঃ)ইযং মে পাপে[2] কটেতিইয়ং বা আসিনবে নামা তি (।) দুপটিবেখে চু খো এসা (।) হেবং চু খো এস দেখিয়ে (ঃ) ইমানি আসিনবগামীনি নাম অথ চংডিয়ে নিঠূলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন-ব-হকং মা পলিভসযিসং (।) এস বাঢ দেখিয়ে ইযং মে হিদতিকাযে ইযং মন মে পালতিকাযে (।)

দিল্লী—মিরাট।

দেবানং-পিযে পিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) কযানং মে ব দেখ......মং (।) কয়ানে কটেতি (।) নো মিনা পাপং দেখতি(ঃ) ইয়ং মে পাপম ক(টে তি ইয়ং ব) —— আসিনবে না (মা·-তি (।) দুপটিবেখে চু খো এসা (।) হেবং চু···(সা) দেখিয়ে (ই)মানি আসিনব(গামীনি) নাম অথ চংডিয়ে নিঠূলিয়ে কোধে মানে ইস্যা কালনেন ব-হকং মা পলিভা [স]-যিস।···বাঢং দেখিয়ে (ঃ) ইযং ...এ (হিদতি) কাযে ইযং মে পালতিকায়ে।

১। দখংতি, দখতি, ২। পাপ।

চতুর্থ স্তম্ভলিপি।

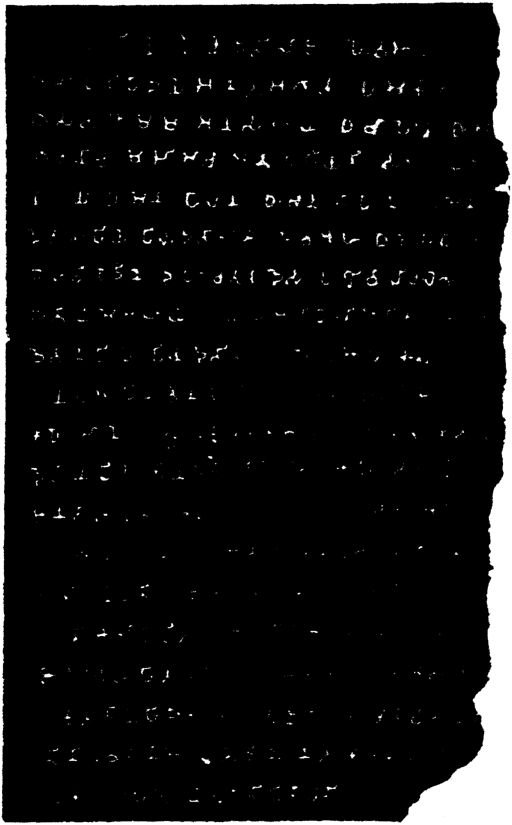
(রধিয়)

দেবানং-পিযে পিযদসি লাজ-হেবং আহ[১] (ঃ) সড়ু বীসতি[২]বসাভিসিতেন মে ইযং ধংমলিপি লিখাপিত[৩] (।) লজূকা মে বহুসু পানসতসহসেসু জনসি আয়ত[৪] তেসং যে অভিহালে ব দংডে ব অত্তপতিযে মে কটে (;) কিংতি(?) লজুক অস্বথ অভীত[৫] কংমানি পবত্তযেবূতি জনস জানপদস হিতসুখং উপদহেবু অনুগহিনেবু চ (।) সুখীযন দুখীযনং জানিসংতি ধংমযুতেন চ বিযোবদিসং-তি জনংজানপদং (ঃ) কিংতি (?) হিদতং চ পালতং চ আলাধয়েবু (।) লজূকা পি লঘংতি পটিচলিতবে মং(;)পুলিসানি পি মে ছংদংনানি পটিচলিসংতি (;) তে পি চ কানি বিযোবদিসংতি যেন মং লজুক চঘংতি আলাধযিতবে (।) অথাহি পজং বিযতাযে ধাতিয়ে নিসিজিতু অস্বথে হোতি (,) বিযত ধাতি চঘতি মে পজম্ সুখং পলিহটবে তি(,) হেবং মম[৬] লজুক কট[৭], জানপদস হিতসুখাযে ; যেন এতে[৮] অভীত অস্বথা সংতং অবিমন[৯] কংমানি পবতযেবূ তি (।) এতেন মে লজূকানং

১। আহা, ২। সড, ৩। লিখাপিতা, ৪। আয়তা, ৫। অভীতা, ৬। মমা, ৭। কটাকটে, ৮। এতা, ৯। অভিমন,

চতুর্থ হস্তলিপ।

রামপুর অনুশাসন—পৃঃ ২৬



অভিহালেব দংডেব অতপতিয়ে কটে (।) ইছিতবিয়ে হি এস, কিং তি (?) বিযোহালসমতা চ সিয দংডসমতা চ (।) আবা[1] ইতে পি চ মে আবুতি (।) বংধনবধানং মুনিসানং তীলিতদংডানং পতবধান তিংনি দিবসানি[2] মে যোতে দিংনে (।) নাতিকা ব কানি নিঝপযিসংতি জীবিতায়ে তানং নাসংতং ব নিঝপয়িতবে দানং দাহংতি পালতিকং উপবাসং ব কছংতি[3]। ইছা হি মে (ঃ) হেবং নিলুধসি পি কালসি পালতং আলাধয়েবৃ্তি জনস চ বঢতি বিবিধে ধংমচলনে সযমে দানসং-বিভাগেতি।

পঞ্চম স্তম্ভলিপি।

দিল্লী সিবালিক।

দেবানং পিযে পিযদসি লাজ হেবং অহা[4](ঃ)সডুবীসতি[5] বস-অভিসিতেন মে ইমানি জাতানি অবধিয়ানি কটানি(,) সে যথা সুকে সালিকা অলুনে চকবাকে হংসে নংডীমুখে গেলাটে জতুকা অংবাকপীলিকা দডী অনথিকমছে বেদবেয়কে, গংগাপুপুটকে, সংকুঝমছে, কফটসযকে,

১। আব, আংব ২। তিনিদিবসিনি। ৩। কছাতি। ৪। আহ।

৫। সডবীসতি

পংনসসে, সিমলে সংডকে ওকপিংডে পলসতে সেত-কপোতে গামকপোতে সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি (।) (অজকানানি) এডকা চা সূ-কলী চা গভিনী ব পায়মীনা ব অবধিয়১(।)পোতকে পি চ কানি আসংমাসিকে(।) বধিকুকুটে নো কটবিয়ে (;) তুসে২ সজীবে নো-ঝাপেত বিয়ে (;) দাবে অনঠায়ে বা বিহি-সায়ে বা নো-ঝাপেতবিয়ে (।) জীবেন জীবে নো পুসিত বিযে (।) তীসু চাতুংমাসীসু তিসায়ং পুংনমাসিয়ং তিংনি দিবসানি চাবুদসং পংনডসং পটিপদাযে ধুবাযে চা অনুপোসথং মছে অবধিযে৩ নো পি বিকেতাবিযে (।) এতানি যেব দিবসানি নাগবনসি কেবটভোগসি যানি অংনানি পি জীবনিকায়ানি নো-হংতবিযানি (।) অঠমী-পখাযে চাবুদসাযে পংনডসাযে তিসাযে পুনাবসুনে তীসু চাতুংমাসীসু সুদিবসায়ে গোনে নো নীলখিতবিযে অজকে এডকে সূকলে এবাপি অংনে নীলখিযতি নো নীলখিতবিযে (।) তিসায়ে পুনাবসুনে চাতুংমাসিয়ে চাতুং-মাসিপখাযে অস্বসা গোনসা লখনে৪ নো কটবিযে (।) যাব সড়ুবীসতিবস৫ অভিসিতেন মে এতায়ে অংতলি-কাযে পংনবীসতি বংধনমোখানি কটানি (।)

১। অবধ্যা। ২। তসে। ৩। অবাধী। ৪। লখুনে। ৫। সড়বীবাথিষা।

ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।

—:০:—

(রধিয়)

দেবানং-পিয়ে প্রিয়দসি লাজ হেবং আহ (:) ডুবাডস-বসাভিসিতেন মে ধংমলিপি লিখাপিত[১] লোকস হিত-সুখায়ে (:) সেতং অপহটং[২] তং তং ধংমবঢী পাপো ব (।) হেবং লোকস[৩] হিতসুখেতি পটিবেখামি অথা ইয়ং নাতিসু হেবং পত্যাসংনেসু[৪] হেবং অপকঠেসু (,) কিংমং কানি সুখং আবহামি তি তথা চ বিদহামি (।) হেমেব সবনি-কাযেসু পটিবেখামি (।) সবপাসংডা পি মে পূজিত বিবিধায় পূজায়[৫] (।) এ চু ইয়ং অতন পচূপগমনে সে মে মুখ্যমুতে[৬] (।) সডুবীসতিবসাভিসিতেন মে ইযং ধংম-লিপি লিখাপিত (।)

———

সপ্তম স্তম্ভলিপি।

—:০:—

দিল্লী-সিবালিক

দেবানং-পিয়ে পিয়দসি লাজা হেবং আহা (:) যে অতিকংতং অংতলং লাজানে হুসু(,)হেবং ইছিসু, কথং

১। লিখাপিতা। ২। অপহটা। ৩। লোকসা। ৪। পতিয়াসংনেসু
৫। পূজযায়া। ৬। মোখ্যমুতে, মংখ্যমতে।

জনে ধংমবঢীযা বঢেযা (?) নো চু জনে অনুলুপাযা ধংম-বঢীযা বঢিথা (।)

এতং দেবানং-পিযে প্রিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) এস মে হুথা (;) অতিকংতং চ অংতলং হেবং ইছিসু লাজানে কথং-জনে অনুলুপাযা ধংমবঢীযা বঢেযাতি(;) নো চ জনে অনুলুপাযা ধংমবঢীযা বঢিথা (,) সে-কিন-সু জনেঅনুপটি পজেযা, কিন-সু জনে অনুলুপাযা ধংম-বঢিযা বঢেযা-তি (;) কিন সু কানি অভ্যুংনামযেহং ধংমবঢিযাতি (?)

এতং দেবানং পিযে পিযদসি লাজা হেবং আহা(ঃ) এস মে হুথা (।) ধংমসাবনানি সাবাপযামি ধংমানুসথিনি অনু-সাসামি ; এতং জনে সুতু অনুপটীপজীসতি অভ্যুংনমিসতি ধংমবঢিযা চ বাঢং বঢিসতি(।) এতাযে মে অঠাযে ধংমসা-বনানি সাবাপিতানি ধংমানুসথিনি বিবিধানি আনপিতানি যথা (মে পুলি) সা-পি বহুনে জনসি আযতা এতে পলিযোবদিসংতি পি পবিথলি সংতি-পি (।) লজুকা-পি বহুকেসু পানসতসহসেসু আযতা তে পি মে আনপিতা(ঃ) হেবং চ হেবং চ পলিযোবদাথ জনং ধংমযুতং (।)

দেবানং-পিযে পিযদসি হেবং আহা (ঃ) এতং এব মে অনুবেখমানে ধংমথংভানি কটানি (,) ধংমমহামাতা কটা (,) ধংমসা(বনে) কটে (।)

দেবানং-পিযে পিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) মগেসু-পি-মে-নিগোহানি লোপাপিতানি, ছায়োপগানি হোসংতি পসুমুনিসানং (;) অংবাবডিক্যা লোপাপিতা(;)অঢকোসিক্যানি পি মে উদুপানানি খানাপাপিতানি (;) নিংসিধিয়া চ কালাপিতা (;) আপানানি মে বহুকানি তত-তত কালাপিতানি পটিভোগায়ে পসুমুনিসানং (।) ল(হু কে চু) এস পটীভোগে নাম (।) বিবিধাযাহি সুখাযনাযা পুলিমেহি-পি লাজীহি মময়া চ সুখযিতে লোকে (।) ইমং চু ধম্মানুপটীপতি অনুপটীপজংতু তি (;) এতদথা মে এস কটে (।)

দেবানং-পিযে পিযদসি হেবং আহা (ঃ) ধংমমহামাতা পি মে তে বহুবিধেসু অঠেসু আনুগহিকেসু বিযাপটা সে পবজীতনং চেব গিহিথানং চ (;) সব [পাসং] ডেসু পি চ বিযাপটা সে (।) সংঘঠসি পি মে কটে ইমে বিযাপটা হোহংতি-তি (;) হেমেব বাভনেসু আজীবিকেসু পি মে কটে (;) ইমে বিযাপটা হোহংতি-তি (।) নিগংঠেসু পি-মে কটে ইমে বিযাপটা হোহংতি (।) নানা-পাসংডেসু পি মে কটে ইমে বিয়াপটা হোহংতি তি (।) পটিবিসিঠং পটিবিসিঠং তেসু তেসু তে তে (ম)হামাতা (।) ধংম মহামাতা চু মে এতেসু চেব বিযাপটা সবেসু-চ অংনেসু

পাসংডেসু (।) দেবানং পিযে-পিযদসি লাজা হেবং আহা (ঃ) এতে চ অংনে চ বহুকা মুখা দানবিসগসি বিযাপটা সে মম চেব দেবীনং চ (;) সবসি চ মে ওলোধনসি তে বহুবিধেন আকালেন তানি তানি তুঠাযতনানি পটী(পাদয়ংতি) হিদ চেব দিসাসু- চ (।) দালকানং পি চ মে কটে অংনানং চ দেবিকুমালানং ইমে দানবিসগেসু বিযাপটা হোহংতি-তি (?) ধংমাপদান-ঠায়ে ধংমানুপটিপতিয়ে (।) এস হি ধংমাপদানে ধংমপটী পতি-চ যা ইযং দয দানে সচে সোচবে মদবে সাধ[বে] চ লোকস হেবং বঢ়িসতি তি (।)

দেবানং-পিয়ে (পিয়দ)সি লাজা হেবং আহা (ঃ) যানি-হি কানিচি মমিয়া সাধবানি কটানি তং লোকে অনূপতীপংনে তং চ অনুবিধিয়ংতি (,) তেন বঢিতা চ বঢিসংতি চ মাতাপিতিসু সুসুসাযা গুলুসু সুসুসাযা বযোমহালকানং অনুপটী-পতিয়া বাভনসমনেসু কপন-বলাকেসু আব দাসভটকেসু সংপটীপতিয়া (।)

দেবান-ং[পি]যে পিযদসি লাজা হেবং আহা (;) মুনিসানং চু যা ইযম্ ধংমবঢি বঢিতা দুবেহিযেব আকা-লেহি ধংমনিযমেন চ নিঝতিয়া চ (।) তত চু লহু সে ধংমনিযমে নিঝতিযা-ব ভুযে (।) ধংমনিযমে চু খো

এস যে মে ইযং কটে ইমানি চ ইমানি জাতানি অবধিযানি (,) অংনানি পি চু বহু (কানি) ধংমনিযমানি যানি-মে কটানি (।) নিঝতিয়া ব চু ভুয়ে মুনিসানং ধংমবটি বটিতা অবিহিংসায়ে ভুতানং অনালংভায়ে পানানং (।) সে এতয়ে অঠায়ে ইযং কটে (,) পুতাপপোতিকে চংদমসুলিয়িকে হোতু-তি (,) তথা-চ অনুপটী পজংতু-তি (।) হেবং হি অনুপটীপযংতং হিদত(পাল)তে আলধে হোতি (।) সতবিসতিবসাভিসিতেন মে ইযং ধংম লিবি লিখাপাপিতা-তি (।) এতং দেবানং-পিযে আহা (;) ইযং ধংমলিবি অত অথি সিলাথংভানি বা সিলাফলকানি বা তত কটবিয়া এন এস চিলঠিতিকে সিয়া (।)

ভাবড়া লিপি।

—:•:—

মহারাজ পিয়দর্শীর রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে বা খৃঃ পূঃ ২৫৭ অব্দে উৎকীর্ণ হয়।

পিযদসি ল(া)জা মাগধ (মাগধে)সংঘং অভিবাদনং আহা অপাবাধংতং চ ফাসুবিহালতং চা (।) বিদিতে বে ভংতে আবতকে হমা বুধসি ধংমসি সংঘসীতি গোলবে চং পসাদে চ (।) এ কেঞ্চি ভংতে ভগবতা বুধেন ভাসিতে

সবে সে সুভাসিতে বা এ চু খো ভংতে হমিযাযে দিসেযা হেবং সধংমে চিলঠিতীকে হোসতীতি অলহামি হকং তং বতবে (।) ইমানি ভংতে ধংমপলিযাযানি বিনয়সমুকসে (,) অলিযবসানি অনাগতভয়ানি মুনিগাথা মোনেযসুতে উপতিসপসিনে এ চা লাঘুলোবাদে মুসাবাদং অধিগিচ্য ভগবতা বুধেন ভাসিতে এতানি ভংতে ধংমপলিযাযানি ইছামি (,) কিংতি বহুকে ভিহু-পাযে চা ভিখুনিয়ে চা অভিখিনং সুনযু চা উপধালেযেযু চা (।) হেবং এবা উপাসকা চা উপাসিকা চা (।) এতানি ভংতে ইমং লিখাপযামি অভিহেতং ম জানংত তি।

সিদ্ধপুর।

—:০:—

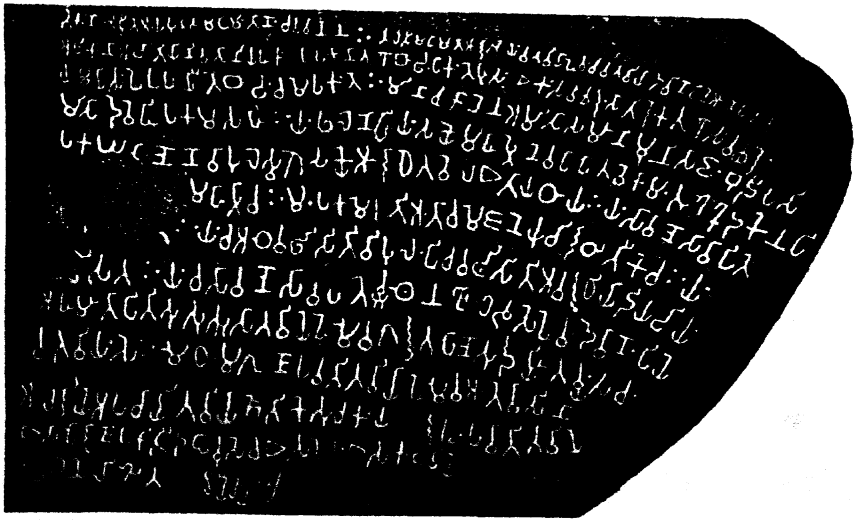
মহারাজ প্রিয়দর্শীর রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ২৫৭ অব্দে উৎকীর্ণ হয়।

(১)

সুবংণগিরিতে অযপুতস মহামাতানং চ বচনেন ই[সি]লসি মহামাতা আরোগিযং বতবিযা হেবং চ বতবিযা—

দেবানং পিযে আণপযতি অধিকানি অঢাতিযানি

সিদ্ধপুর (১—৮) ও ব্রহ্মগিরি (৮—১৩) অনুশাসন—পৃঃ ৩৫ ।



[ব.সানি য হকং···নো তু খো বাঢং পকংতে হুসং(।)একং সবছরং সাতিরেকে তু খো সা|ং,|বছরং যং ময়া সংঘে উপযীতে বাঢং চ মে পকং তে (।) ইমিনা চু কালেন অমিসা সমানা মুনিসা জম্বুদীপসি মিসা দেবেহি (।) [পক,|মস হি ইয়ং ফলে (।) নো হীযং সক্যে মহাৎপেনেব পাপোতবে (।) কামং তু খো খুদকেন পি পক[মমি]ণেণ বিপুলে স্বগে সক্যে আরাধেতবে (।) এতায়ঠায ইযং সাবণে সাবাপিতে(।)···মহাৎপাত চ ইমং পকমে'[ন্তু]···তি··· অংতা চ মে জানেযু চিরঠিতীকে চ ইয়ং প···(।) ইয়ং চ অঠে বঢিসিতি বিপুলং পি চ বঢিসিতি অবরধিযা দিযঢিয়ং [বঢি]সিতি (।) ইয়ং চ সাবণ সাবাপি···তে ব্যুথেন ২৫৬।

ব্রহ্মগিরি।

—:•:—

(২)

সে হেবং দেবানং পিযে আহ (ঃ—) মাতাপিতিসু সুসূসিতবিযে (,) হেমেব গরুস্বং প্রাণেসু দ্রঢ়িতব্যং(।)সচং বতবিয়ং (।) সে ইমে ধংমগুণা পবতিতবিযা (।) হেমেব অংতেবাসিনা আচরিযে অপচায়িতবিয়ে ঞাতিকেসু চ

ক (?) য(থা)রহং পবাতৃতবিযে (।) এসা পোরাণা পকিতী, দিঘাবুসে চ এস হেবং এস কটবিযে চ।

পডেন লি[খিত]ং লিপিকরেণ।

সাসেরাম।

—:০:—

দেবানং পিয়ে হে[বং আহা সাতীলেকানি অঢিতি]য়ানি সবছলানি অং উপাসকে সুমি ন চু বাড়ং প(ল)কংতে (।) সডবছলে সাধি(কে) অং সুমি বাধং পলকং তে [এতেন চ অংতলেন] জংবুদাপসি অংমিসং দেবা (হু) সং [তা] মুনিসা মিসংদেব কটা (।) পল [কমসি হি] ইয়ং ফলে নো চ ই[য়ং]মহততা ব চকিয়ে পাবতবে (।)খুদকেন পিপল-কমমীনেনা বিপুলে পি সুঅগে সকিয়ে আলাধয়িতবে। সে এতায়ে অঠায়ে ইয়ং সাবানে (।)খুদকা চ উডালা চা প লকমংতু অংতা পি চ জানংতু চিলঠিতিকে চা পলকমে হোতু। ইয়ং চ অঠে বড়িসতি বিপুলং পি চ বড়িসতি দিযাটিয়ং অবলধিয়েনা দিয়ঢিং বঢিসতি। ইয়ং··· সবনে (বিবুথেন) দুবে সপংনালাতি সতা বিবুথা তি (সুনফু) ২৫৬ [।] ইম চ অঠং পবতেসু লিখাপযাথ···বা অথি হেতা সিলাথংভা তত পি লিখাপযথ···যি···।

রূপনাথ।

—:•:—

দেবানং পিয়ে হেবং আহা (ঃ) সাতি(লে)কানি অঢ-তি(য়া)নি ব য সুমি পাকা স[ব]কে নো চু বাঢি পকতে (;) সাতিলেকে চু ছবচরে য সুমি হকং সঘ উপাতে বাঢ়ি চু পকতে(।)যা ইমায় কালায় জম্বুদিপসি অমিসাদেবা হুসু তে··· দানি মিসকটা(।)পকমসি হি এস ফলে নো চ এসা মহতত্তা পাপোতবে (।) খুদকেন হি ক পি পকমমিনেন সকিয়ে পিপুলে পি স্বগে আরোধবে (।) এতিয় অঠায় চ সাবনে কটে (ঃ) খুদকা চ উডালা চ পকমংতু তি (।) অতা পি চ জানংতু ইয়ং পকর ব কিতি চিরঠিতিকে সিয়া (।) ইয হি অঠে বঢি বঢিসতি বিপুলে চ বঢ়িসিতি অপলধিয়েনা দিয়ঢিয় বঢ়িসত (।) ইয় চ অঠে পবতেসু লেখাপেত বালত হধ চ (।) অথি সিলাথুবে সিলাথংবসি লাখাপেতবয় ত (।) এতিনা চ বযযনেনা যাবতকতু পক-হালে সবর বিবসে তবা(য়ু)তি ব্যুথেনা সাবনে কটে (।) (সুনকু) ২৫৬ স তবিবাসা ত (।)

বৈরাট।

—:০:—

দেবানং পিয়ে আহা (ঃ) সাতি [লেকানি]...বসানি য হক উপাসকে...ন চ...বাঢ়ং...অং মময়া স(ং) যে উপযাতে বাঢং চ...জংবুদীপসি অসিসা ন দেবে হি...বি (পল) (ক)মস এস (ফ)লে নো হি এসে মহতনেব চকিযে—(পল) (ক) ম...মিনেনা———য প বিপুলে পি সগে চকিয়ে আলাধেতবে—...খু[দ]কা চ উডালা চ পলকমতু তি (।) অ[ং]তা পি চ জানংতু তি চিলঠিতিকে...বিপুলং পি বঢিসতি দিয়ডিযং বাঢসতি (।)

———

রুম্মিংদেবী।

—:০:—

মহারাজ প্রিয়দর্শীর রাজত্বের একবিংশ বৎসরে বা খৃঃ পূঃ ২৪৯ অব্দে উৎকীর্ণ।

———

দেবান পিযেন পিযদসিন লাজিন বীসতিবসাভিসিতেন অতন আগাচ মহীয়িতে হিদবুধে জাতে (,) সক্যমুনীতি সিলাবিগডভী-চা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে হিদ ভগবং জাতে-তি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে অঠভাগিযে চ।

নিগ্লিভা স্তম্ভ লিপি।

—:০:—

দেবানংপিযেন পিযদসিন লাজিন চোদসবসা (ভিসিতেন৷ বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বঢ়িতে [বিসতিব]সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীযিতে (সিলাথবে চ উস)পাপিতে (।)]

———

দেবী অনুশাসন।

—:০:—

দেবানংপিযষা বচনেনা সবত মহামতা বতবিয়া (।) এ হেত দুতিযাযে দেবিযে দানে অংবাবড়িকা বা আলমে ব দান গ [হে] বা এ বাপি অংনে কিছি গনীযতি তাযে দেবিয়ে সে নানি সব দুতিয়ায়ে দেবিয়ে তী তিবলমাত কালুবাকিয়ে (।)

সারনাথলিপি।

—:০:—

১। দেবা [নং পিয়ে পিযদসি লাজা]

২। এ ল

৩। পাট [লিপুত]······যে কেনপি সংঘে ভেতবে এ চুংখো

৪। [ভিখু-বা-ভিখুনি বা] সংঘং ভি[খতি] সে ওদাতানি দুস [া] নি সংনং ধাপয়িয়া অনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে ॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখু সংঘসি চ ভিখুনি সংঘসি চ বিংনপায়িতবিয়ে ॥

৬। হেবং দেবানং পিয়ে আহা ॥ হেদিসা চ ইকা লিপী তুফাকংতিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা ॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানং তি কং নিখিপাথ ॥ তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং চ যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে ॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতেপোসথায়ে

৯। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে আজানিতবে চ ॥ আবতকে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন ॥ হেমেব-সবেসু কোট বিসবেসু এতেন

১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা ॥

কৌশাম্বী লিপি।

—:০:—

[দেবানংপি]যে আনপযতি কোসংবিয় মহামতা

(রমরি)···সংঘসি নিলহিয়ো ই······ঠর্তিভিতি ভংতি নিত···চি ব······পিনং ধপয়িত অত সঠ অংবসয়ি।

বরাবর গুহা লিপি।

—:•:—

১। লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসব[সাভিসিতেনা] ই(য়ং) নি(গো)হকুভা দি[না] আজিবিকে'হ।

২। লাজিনা পিয়দসিনা দুবাডসবসাভিসিতেনা ইয়ং কুভা খলটিকপবতসি দিনা [আজি]বিকেহি।

৩। লা[জা] পিয়দসী এ[কু]ন[বি]সতিবসাভিসিতে (নামে অদমঠা)'তম ইয়ং কুভা সুপিয়ে খলতিপবত দিনা [।]

অশোক অনুশাসন।

:*:——

সংস্কৃত অনুবাদ।

—:•:—

প্রথম গিরিলিপি।

ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা লেখিতা। ইহ, ন কশ্চিৎ জীবং আলভ্য, প্রহোতব্যম্। ন চ সমাজঃ কর্ত্তব্যঃ। বহুকং হি দোষং সমাজে পশ্যতি দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা। অস্তি অপি তু একতরঃ সমাজঃ সাধুমতঃ দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ। পুরা মহানসে দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ অনুদিবসং বহূনি প্রাণশতসহস্রাণি আলেভিরে সূপার্থায়। তৎ অদ্য যদা ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ লিখিতা ত্রয়ঃ এব প্রাণাঃ আলভ্যন্তে সূপার্থায়—দ্বৌ ময়ূরৌ একঃ মৃগঃ। সঃ অপি মৃগঃ ন ধ্রুবঃ। এতে অপি ত্রয়ঃ প্রাণাঃ পশ্চাৎ ন আলপ্স্যন্তে।

———

দ্বিতীয় গিরিলিপি।

—:•:—

সর্ব্বতঃ বিজিতে দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ, এবমপি প্রত্যন্তেষু যথা—চোড়াঃ, পাণ্ড্যাঃ, সতিয়পুত্রাঃ, কেতলপুত্রাঃ

আতাম্রপর্ণি, অন্তিয়োকস্ যবনরাজঃ, যে বা অপি তস্ত অন্তিয়োকসঃ সমীপরাজানঃ, সর্ব্বত্র দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা দ্বে চিকিৎসে কৃতে, মনুষ্যচিকিৎসা চ পশুচিকিৎসা চ। ঔষধানি চ যানি মনুষ্যোপগানি পশূপগানি চ যত্র যত্র ন সন্তি সর্ব্বত্র আহৃতানি চ রোপিতানি চ। মূলানি চ ফলানি যত্র যত্র ন সন্তি সর্ব্বত্র আহৃতানি চ রোপিতানি চ। পথিষু কূপাঃ চ খানিতাঃ বৃক্ষাঃ চ রোপিতাঃ পরিভোগায় মনুষ্যপশূনাম্।

তৃতীয় গিরিলিপি।

—:০:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহ:—দ্বাদশবর্ষাভিষিক্তেন ময়া ইদং আজ্ঞাপিতং। সর্ব্বতঃ বিজিতে মম যুতাঃ চ রাজুকাঃ চ প্রাদেশিকাঃ চ পঞ্চসু পঞ্চসু বর্ষেষু অনুসংযানং নয়ন্তু। এতস্মৈ এব অর্থায় অস্যৈ ধর্ম্মানুশাস্ত্যৈ যথা অন্যস্মৈ অপি কর্ম্মণে। সাধ্বী মাতুঃ চ পিতুঃ চ শুশ্রূষা, মিত্রসংস্তুত-জ্ঞাতিভ্যঃ ব্রাহ্মণশ্রমণেভ্যঃ সাধু দানম্। প্রাণানাং সাধুঃ অনালম্ভঃ। অল্পব্যয়তা, অল্পভাণ্ডতা সাধ্বী। পরিষৎ অপি যুতান্ অজ্ঞাপয়িষ্যতি গণনায়াঃ হেতুতঃ চ ব্যঞ্জনতঃ চ।

চতুর্থ গিরিলিপি।

—:০:—

অতিক্রান্তে অন্তরে বহূনি বর্ষশতানি বর্দ্ধিতঃ এব প্রাণালম্ভঃ

বিহিংসা চ ভূতানাং, জ্ঞাতিষু অসংপ্রতিপত্তিঃ, ব্রাহ্মণশ্রমণানাং অসংপ্রতিপত্তিঃ। তদ্ অদ্য দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ ধর্ম্ম-চরণেন ভেরীঘোষঃ, আহো ধর্ম্মঘোষঃ, বিমানদর্শনং চ হস্তিদর্শনং চ অগ্নিস্কন্ধানি চ অন্যানি চ দিব্যানি রূপাণি দর্শয়িত্বা জনং, যাদৃশং বহুভিঃ বর্ষশতৈঃ ন ভূতপূর্ব্বং তাদৃশং অদ্য বর্দ্ধিতং দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ ধর্ম্মানুশাস্ত্যা, অনালম্ভঃ প্রাণানাং, অবিহিংসা ভূতানাং, জ্ঞাতীনাং সংপ্রতিপত্তিঃ ব্রাহ্মণশ্রমণানাং সংপ্রতিপত্তিঃ, মাতুঃ পিতুঃ শুশ্রূষা, স্থবিরশুশ্রূষা। এতৎ অন্যচ্চ বহুবিধং ধর্ম্মচরণং বর্দ্ধিতম্। বর্দ্ধয়িষ্যতি চৈব দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা ধর্ম্মচরণং ইদম্। পুত্রাঃ চ পৌত্রাঃ চ প্রপৌত্রাঃ চ দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ বর্দ্ধয়িষ্যন্তি ইদং ধর্ম্মচরণং যাবৎ সংবৃত্তকল্পম্। ধর্ম্মে শীলে তিষ্ঠন্তঃ ধর্ম্মং অনুশাসিষ্যন্তি। এতৎ হি শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম যৎ ধর্ম্মানুশাসনম্। ধর্ম্মচরণং অপি ন ভবতি অশীলস্য। তৎ অস্মিন্ অর্থে বৃদ্ধিঃ চ অহানিঃ চ সাধ্বী। এতস্মৈ অর্থায় ইদং লেখিতম্। অস্য অর্থস্য বৃদ্ধিং যুঞ্জন্তু হানিঃ চ আলোচেতব্যা। দ্বাদশবর্ষাবিভিক্তেন দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা ইদং লেখিতম্।

———

ষষ্ঠ গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহঃ—

অতিক্রান্তে অন্তরে ন ভূতপূর্ব্বং সর্ব্বকালে অর্থকর্ম্ম বা

প্রতিবেদনা বা। তৎ ময়া এবং কৃতং—সর্ব্বস্মিন্ কালে ভুঞ্জমানস্য মে অবরোধনে, গর্ভাগারে, শৌচাগারে বা বিনীতে চ উদ্যানেষু চ সর্ব্বত্র প্রতিবেদকাঃ স্থিতাঃ, অর্থং মে জনস্য প্রতিবেদয়ন্তু ইতি। সর্ব্বত্র চ জনস্য অর্থং করোমি। যৎ চ কিঞ্চিৎ মুখতঃ আজ্ঞাপয়ামি স্বয়ং, দাপকং বা, শ্রাবকং বা; যৎ বা পুনঃ মহামাত্রেষু আত্যায়িকং আরোপিতং ভবতি, তস্মৈ অর্থায় বিবাদং নিধ্যায়তে বা সন্তাং পরিষদি, অনন্তরং প্রতি-বেদয়িতব্যং মে সর্ব্বত্র সর্ব্বস্মিন্ কালে; এবং ময়া আজ্ঞা-পিতম্। নাস্তি অপি মে তোষঃ উত্থানায় অর্থসংতারণায় বা। কর্ত্তব্যমতং হি মে সর্ব্বলোকহিতম্। তস্য চ পুনঃ এতৎ মূলং উত্থানং চ অর্থসংতারণং চ। নাস্তি হি শ্রেয়ঃ কর্ম্ম সর্ব্বলোক-হিতাৎ। যৎ চ কিঞ্চিৎ পরাক্রমামি অহং—কিমিতি?—ভূতানাং আণৃণ্যং গচ্ছেয়ম্। ইহ চ অন্যান্ সুখয়ামি, পরত্র চ স্বর্গং আরাধয়ন্তু। তৎ এতস্মৈ অর্থায় ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ লেখিতা —কিমিতি?—চিরং তিষ্ঠেৎ ইতি। তথা চ মে পুত্রাঃ পৌত্রাঃ প্রপৌত্রাঃ চ অনুবর্ত্তন্তাং সর্ব্বলোকহিতায়। দুষ্করং তু ইদং অন্যতঃ অগ্র্যাৎ পরাক্রমাৎ।

সপ্তম গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা সর্ব্বতঃ ইচ্ছতি, সর্ব্বে পাষণ্ডাঃ বসেয়ুঃ। সর্ব্বে তু সংযমং চ ভাবশুদ্ধিং চ ইচ্ছন্তি। জনাঃ তু

উচ্চাবচচ্ছন্দাঃ উচ্চবচরাগাঃ। তে সর্ব্বং বা করিষ্যন্তি, একদেশং বা করিষ্যন্তি। বিপুলং অপি তু দানং যস্য নাস্তি, সংযমঃ ভাবশুদ্ধিতা বা কৃতজ্ঞতা বা দৃঢ়ভক্তিতা চ নীচৈঃ বাঢ়ম্।

অষ্টম গিরিলিপি।

—:•:—

অতিক্রান্তে অন্তরে রাজানঃ বিহারযাত্রাং নির্য্যুঃ। অত্র মৃগয়া অন্যানি চ এতাদৃশানি অভিরামকাণি অভুবন্। তৎ দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা দশবর্ষাভিষিক্তঃ সন্ ইয়ায় সম্বোধিম্। তেনৈষা ধর্ম্মযাত্রা। এতস্যাং ভবতি ব্রাহ্মণ-শ্রমণানাং দর্শনং চ দানং চ স্থবিরাণাং দর্শনং চ হিরণ্যপ্রতি-বিধানং চ জানপদস্য জনস্য দর্শনং ধর্ম্মানুশাস্তিঃ চ ধর্ম্মপরিপৃচ্ছা চ। ততঃ প্রভৃতি এষা ভূয়ঃ রতিঃ ভবতি দেবপ্রিয়স্য প্রিয়দর্শিনঃ রাজ্ঞঃ ভাগে অন্যস্মিন্।

নবম গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহ :—

অস্তি জনঃ উচ্চাবচং মঙ্গলং কুর্ব্বন্ আবাধেষু বা, আবাহ-বিবাহেষু (আদানপ্রদানেষু) বা পুত্রলাভেষু বা, প্রবাসে বা। এতস্মিন্ অন্যস্মিন্ চ জনঃ উচ্চাবচং মঙ্গলং করোতি। এতৎ

এবং তু মহিলাঃ বহুকং চ বহুবিধং চ ক্ষুদ্রং চ নিরর্থং চ মঙ্গলং কুর্ব্বন্তি। তৎ কর্ত্তব্যমেব তু মঙ্গলম্। অল্পফলং তু খলু এতাদৃশং মঙ্গলম্। ইদং তু মহাফলং মঙ্গলং যৎ ধর্ম্মমঙ্গলম্। তত্র দাসভৃত্যকেষু সম্যক্ প্রতিপত্তিঃ, গুরুণাং অপচিতিঃ সাধ্বী। প্রাণেষু সংযমঃ সাধুঃ। ব্রাহ্মণশ্রমণেভ্যঃ সাধু দানম্। এতৎ চ অন্যৎ চ এতাদৃশং ধর্ম্মমঙ্গলং নাম। তৎ বক্তব্যং পিত্রা বা, পুত্রেণ বা, ভ্রাত্রা বা, স্বামিকেন বা, "ইদং সাধু, ইদং কর্ত্তব্যং যাবৎ তস্য অর্থস্য নিষ্ঠানম্", অস্তি চ অপি উক্তং, "সাধু দানং", ইতি। ন তু এতাদৃশং অস্তি দানং বা অনুগ্রহঃ বা যাদৃশং ধর্ম্মদানং ধর্ম্মানুগ্রহঃ বা। তৎ তু খলু মিত্রেণ বা, সুহৃদা বা, জ্ঞাতকেন বা, সহায়েন বা, উপোদিতব্যং তস্মিন্ তস্মিন্ প্রকরণে, "ইদং কৃত্যং" "ইদং সাধু" ইতি। "অনেন শক্যং স্বর্গং আরাধয়িতুম্" ইতি। কিং চ অস্মাৎ কর্ত্তব্যতরং যতঃ স্বর্গারাদ্ধিঃ ?

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

—:•:—

ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা লেখিতা। অস্তি এব সংক্ষিপ্তেন, অস্তি মধ্যমেন, অস্তি বিস্তৃতেন। ন চ সর্ব্বং সর্ব্বত্র ঘটিতম্, মহালকং হি বিজিতম্। বহু চ লেখিতং, লেখয়িষ্যামি চৈব। অস্তি চ অত্র পুনঃ পুনঃ উক্তং, তস্য তস্য অর্থস্য মধুরতায়াঃ। কিমিতি ? জনঃ যথা প্রতিপদ্যেত। তত্র একদা অসমাপ্তং লিখিতং; অস্য দেশং বা, স্বেচ্ছায়াঃ কারণং বা, আলোচ্য, লিপিকরাপরাধেন বা।

প্রথম স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহঃ—ষড়্বিংশতি-বর্ষাভিষিক্তেন ময়া ইয়ং ধর্ম্মলিপিঃ লেখিতা। ঐহিকপারত্রিকং দুঃসংপ্রতিপদ্যং, অন্যতঃ অগ্র্যায়াঃ ধর্ম্মকামতায়াঃ, অগ্র্যায়াঃ পরীক্ষায়াঃ, অগ্র্যায়াঃ শুশ্রূষায়াঃ, অগ্র্যাৎ ভয়াৎ, অগ্র্যাৎ উৎসাহাৎ। এতে চ খলু মম অনুশাস্ত্যা ধর্ম্মাপেক্ষা, ধর্ম্মকামতা চ স্বয়ং স্বয়ং বৰ্দ্ধিতে, বর্দ্ধিষ্যেতে চৈব। পুরুষাঃ অপি মে উৎকৃষ্টাঃ চ নিকৃষ্টাঃ চ মধ্যমাঃ চ অনুবিধাস্যন্তি সংপ্রতিপাদয়ন্তি চ অলং চপলং সংপ্রতিপাদনায় এবমেব অন্তর্মহামাত্রাঃ অপি। এতেন হি বিধিনা ইদং ধর্ম্মেণানুপালনং, ধর্ম্মেণ বিধানং, ধর্ম্মেণ সুখয়নং, ধর্ম্মেণ গুপ্তিরিতি।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহঃ—ধর্ম্মঃ সাধুঃ। কোঽয়ং চ ধর্ম্মইতি। অপাস্রবং, বহুকল্যাণং, দয়া, দানং, সত্যং, শৌচায় ইতি ৩৫ খলু দানানি অপি মে বহুবিধানি দত্তানি। দ্বিপদচতুষ্পদেষু, পক্ষিবারিচরেষু, বিবিধাঃ মে অনুগ্রহাঃ কৃতাঃ, আ প্রাণদক্ষিণায়াঃ। অন্যানি চ মে বহূনি কল্যাণানি কৃতানি। এতস্মৈ মে অর্থায় ইয়ং ধর্ম্মালিপিঃ লেখিতা—এবং অনু-প্রতিপদ্যন্তাং চিরস্থিতিকা চ ভবতু ইতি। যে চ এবং সংপ্রতিপৎস্যন্তে তে সুকৃতং করিষ্যন্তি ইতি।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়: প্রিয়দর্শী রাজা এবং আহঃ—কল্যাণমেব পশ্যন্তি—“ইদং মে কল্যাণং কৃতম্”। নো মনাক্ পাপং পশ্যন্তি, —“ইদং মে পাপং কৃতমিতি”—“ইদং বা আস্রবং নামে”তি। দুষ্প্রতিবেক্ষ্যন্তু খলু এতৎ। এবং তু খলু এতৎ পশ্যেৎ ইমানি আস্রবগামীনি নামেতি, যথা—চণ্ড্যং, নৈষ্ঠুর্য্যম্, ক্রোধঃ, মানং, ঈর্ষ্যা, (এষাম্) কারণেন বহুকং মে প্রভ্রষ্টমিতি। এতৎ বাঢ়ং পশ্যেৎ—ইদং মে ঐহিকায়, ইদং মে পারত্রিকায়েতি।

রুম্মিনদেবী স্তম্ভলিপি।

—•:•:•—

দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা বিংশতিবর্ষাভিষিক্তেন আত্মনা আগত্য মহিতং ইহ বুদ্ধঃ জাতঃ শাক্যমুনিরিতি। শিলা ফলকং চ কারিতং, শিলাস্তম্ভাঃ চ উচ্ছ্রাপিতাঃ। অত্র ভগবান্ জাতঃ ইতি লুম্বিনীগ্রামঃ অপবলিকঃ কৃতঃ অর্থভাগী চ।

নিগ্লিভ স্তম্ভলিপি।

—•:•:•—

দেবপ্রিয়েণ প্রিয়দর্শিনা রাজ্ঞা চতুর্দ্দশবর্ষাভিষিক্তেন বুদ্ধস্য কনকমুনেঃ স্তূপঃ দ্বিতীয়ং বর্দ্ধিতঃ। (বিংশতিব) র্ষাভিষিক্তেন চ আত্মনা আগত্য মহিতঃ। (শিলাস্তম্ভঃ চ উচ্ছ্রা)পিতঃ।

ভাব্‌ড়া শিলালিপি।

—:•:—

প্রিয়দর্শী রাজা মাগধং সঙ্ঘং অভিবাদ্যমানং আহ, অপাবাধং চ সুখেন বিহরন্তং চ :—

বিদিতং বো ভদন্তাঃ যাবৎকে মম বুদ্ধে ধর্ম্মে সংঘে [ইতি] গৌরবঞ্চ প্রসাদশ্চ। যৎকিঞ্চিৎ ভদন্তাঃ! ভগবতা বুদ্ধেন ভাষিতং সর্ব্বং তৎ সুভাষিতম্। যৎ তু খলু ভদন্তাঃ মদীয়য়া দিশা এবং সদ্ধর্ম্মঃ চিরস্থিতিকঃ ভবিষ্যতি ইতি অহং অর্হামি তৎ বক্তুম্। ইমে, ভদন্তাঃ, ধর্ম্মপর্যায়াঃ :—"বিনয়সমুৎকর্ষঃ", "আর্য্যবশানি", "অনাগতভয়ানি" 'মুনিগাথা" "মৌনেয়সূত্রং", "উপতিষ্যপ্রশ্নঃ",—যশ্চ রাহুলবাদঃ মৃষাবাদং অধিকৃত্য ভগবতা বুদ্ধেন ভাষিতঃ। এতান্ ভদন্তাঃ, ধর্ম্মপর্য্যায়ান্, ইচ্ছামি, কিমিতি? বহুকাঃ ভিক্ষুপাদাশ্চ, ভিক্ষুণ্যঃ চ অভীক্ষ্ণং শৃণুয়ুঃ চ উপধারয়েয়ুঃ চ। এবমেব উপাসকাঃ চ উপাসিকাঃ চ। এতান্, ভদন্তঃ, অস্মিন্ লেখয়ামি, অভিপ্রায়ং মে জানন্তু ইতি।

সাসেরাম শিলালিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয়ঃ এবং আহ :—

সার্দ্ধসংবৎসরদ্বয়ং অহং উপাসকঃ অস্মি, ন চ বাঢ়ং পরাক্রান্তঃ সংবৎসরস্যাধিকম্। অহং এতেন অন্তরেণ জম্বুদ্বীপে (যে) অমৃষাঃ দেবাঃ আসন্ তে মনুষ্যাঃ মৃষাঃ দেবাঃ কৃতাঃ।

প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি। পৃঃ ৫১



ইদং ফলং মহত্বয়া বা ন শক্যং প্রাপ্তুম্। ক্ষুদ্রকেণাপি পরাক্রমতা বিপুলঃ অপি স্বর্গকঃ আরাধয়িতুং (শক্যম্)। তৎ এতস্মৈ অর্থায় ইদং শ্রাবণং—ক্ষুদ্রকাশ্চ, উদারাশ্চ, পরাক্রমন্তু, অন্তঃ অপি চ জানন্তু। চিরস্থিতিকঃ পরাক্রমঃ ভবতু। অয়ঞ্চ অর্থঃ বৰ্দ্ধিষ্যতে—বিপুলং অপি চ বৰ্দ্ধিষ্যতে। দৃঢ়ং অপরার্দ্ধেন দৃঢ়ং বৰ্দ্ধিষ্যতে। ইয়ঞ্চ শ্রাবণং বিবুধেন দ্বিশত ষট্পঞ্চাশৎ ২৫৬ বিবৃতং ইতি।

ইমঞ্চ অর্থং পর্ব্বতেষু লেখয়ত। যঃ বা অস্তি অত্র শিলাস্তম্ভঃ তত্র অপি লেখয়ত।

———

অশোক-অনুশাসন।

—:০:—

বঙ্গানুবাদ।

—:০:—

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

এই ধর্ম্মলিপি দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী উৎকীর্ণ করাইলেন। এই স্থানে (পাটলিপুত্রে) কোনও পশুকে বলি দিয়া তাহার দেহ লইয়া হোম করিবে না; অথবা কোন রূপ সমাজ * করিবে না। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা সমাজে অনেক দোষ দেখিয়া থাকেন। কিন্তু একটি এরূপ সমাজ আছে, যাহাকে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা উপকারক মনে করেন। পূর্ব্বে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার রন্ধনশালায়, তাঁহার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য, প্রত্যহ বহু শত সহস্র প্রাণী হত্যা হইত। তবে, সম্প্রতি, এই ধর্ম্মলিপি লিখনের সময়ে, তিনটী মাত্র প্রাণীকে ব্যঞ্জন প্রস্তুতের জন্য নিহত করা হয়:—দুইটি ময়ূর ও একটী মৃগ। সে মৃগও নিত্য নিহত হয় না। পশ্চাৎ আর এ তিনটী প্রাণীও হত্যা করা হইবে না।

---

* সাধারণতঃ সমাজ অর্থে ধুমধামের সহিত একত্রে আমোদ-প্রমোদ। পূর্ব্বে এরূপ সমাজে সুরাপান ও মাংস আহার চলিত। অশোক উহা বন্ধ করিয়াছিলেন। এই স্থলে সমাজ অর্থে ধর্ম্মোৎসব বুঝাইতেছে।

দ্বিতীয় গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার নিজ রাজ্যের সর্ব্বত্র, চোড়, পাণ্ড্য, সতিয়পুত্র, কেতলপুত্র প্রভৃতি দেশে এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী তাম্রপর্ণী পর্য্যন্ত এবং অন্তিয়োকস নামক যবনরাজের ও অন্তি-য়োকসের সমীপবর্ত্তী নৃপতিগণের রাজ্যে, দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দুই প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন—মনুষ্য-চিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা। যে যে স্থানে মনুষ্য ও পশুগণের উপকা-রক ঔষধ এবং ফল মূল নাই, সেই সেই স্থানে ঐ সকল সংগৃ-হীত ও রোপিত হইয়াছে। পথে পথে মনুষ্য ও পশুদিগের উপভোগের জন্য কূপ খাত হইয়াছে ও বৃক্ষ রোপিত হইয়াছে।

তৃতীয় গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ কহিতেছেন :—রাজ্যাভিষে-কের দ্বাদশ বর্ষে আমি এই আদেশ করিয়াছি, আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র যুত, রাজুক ও প্রাদেশিকগণ, ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের নিমিত্ত এবং অন্যান্য কর্ম্মের জন্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে ভ্রমণ করিবেন। (তাঁহারা প্রচার করিবেন যে) মাতাপিতার শুশ্রূষা, মিত্র, পরিচিত ও জ্ঞাতিদিগকে এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান ও জীবগণের অহিংসা, অতি পবিত্র কার্য্য। অল্পব্যয়তা এবং

অল্পসঞ্চয় প্রশংসনীয়। পরিষদ * (বৌদ্ধ সংঘ) এইরূপ যুত-গণকে নিযুক্ত করুন, যাঁহারা ভাণ্ডার দেখিবেন ও তাহার হিসাব রাখিবেন।

চতুর্থ গিরিলিপি।

—:০—

অতীত বহুদিন হইতে—কত শত বৎসর ধরিয়া—প্রাণিহিংসা—জীবগণের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ—জ্ঞাতি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু অধুনা দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা ধর্ম্মনীতির অনুবর্ত্তী হওয়ায় ভেরী-নিনাদ † শ্রুত হইতেছে—ও ধর্ম্মবাণী ঘোষিত হইতেছে। বিমান হস্তী, অগ্নিস্কন্ধ ও অন্যান্য অলৌকিক চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে। ইহা দেখিয়া, প্রজাগণ যেমন এতকাল ধর্ম্মিষ্ঠ ছিল না, সম্প্রতি তেমনই তাহাদের ধর্ম্মপ্রাণতা বর্দ্ধিত হইতেছে। দেব-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম্মানুশাসনে প্রাণিহত্যা ও জীবগণের প্রতি নির্দ্দয়তা নিবারণ—জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণ এবং

* এই উপদেশ সম্ভবতঃ বৌদ্ধসংঘকে উদ্দেশ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছিল।

† এই স্থানে শোভাযাত্রার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে সমর যাত্রা দেশ মধ্যে প্রচলিত ছিল। অশোক তৎপরিবর্ত্তে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহাতে নানা প্রকার আশ্চার্য্য আশ্চার্য্য মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রদর্শিত হইত। চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্ তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাটলিপুত্র নগরীতে উক্ত প্রকার শোভাযাত্রার বিষয় সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রমণদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার—মাতাপিতার-শুশ্রূষা, বয়োবৃদ্ধসেবা, ও অন্যান্য বহুপ্রকার ধর্ম্মাচরণ বর্দ্ধিত হইবে এবং দেব-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্ম্মাচরণ প্রসারিত করাইবেন। দেব-প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার পুত্র, এবং প্রপৌত্রগণ, এই ধর্ম্মাচরণ কল্পান্ত পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। তাহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সৎস্বভাব হইয়া ইহার প্রচার করিবে। ধর্ম্মপ্রচার অতি শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। দুঃশীলের পক্ষে ধর্ম্মদানও ধর্ম্মাচরণ অসম্ভব। এই বিষয়ের (ধর্ম্মাচরণের) অহানতা ও বৃদ্ধি প্রার্থনীয়। এই উদ্দেশ্যের প্রসার হউক; ইহার হীনতা বিশেষ মনোযোগ সহকারে আলোচনীয়। রাজ্যাভি-ষেকের দ্বাদশবর্ষে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ করাইলেন।

পঞ্চম গিরিলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন:—কল্যাণসাধন দুরূহ কার্য্য। যে কল্যাণসাধন করে সে দুরূহ কার্য্য করে। এক্ষণে, আমি অনেক কল্যাণ সাধন করিলাম। আমার পুত্র, পৌত্র ও কল্পান্ত পর্য্যন্ত যে সকল বংশধর জন্মগ্রহণ করিবে, তাহারা আমার দৃষ্টান্তানুযায়ী কার্য্য করিলে, সৎকার্য্য করিবে। যে কেহ এ সকল কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্রও ত্যাগ করিবে সে পাপ করিবে, কারণ পাপ করা অতি সহজ। আরও, অতীত কালে ধর্ম্মমহামাত্র নামে কোনও রাজকর্ম্মচারী ছিল না—আমি আমার

অভিষেকের ত্রয়োদশ বৎসরে ধর্ম্ম-মহামাত্র নিযুক্ত করিয়াছি। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মোন্নতি এবং ধর্ম্মযুত-গণের (নিম্নতর রাজকর্ম্মচারীগণের) (ধ্রমযুতস) সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ধার্ম্মিকগণের ঐহিক অবস্থা পরিদর্শনে তাঁহারা ব্যাপৃত থাকিবেন। তাঁহারা আমার প্রজাবর্গের, এবং যবন, কাম্বোয, গান্ধার, রাষ্টিক, পিটিনিক প্রভৃতি আমার রাজ্যের নিকটবর্ত্তী জাতিদিগের সুখ ও সম্বর্দ্ধনার জন্য ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা প্রভু, ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, অনাথ, ও বৃদ্ধদিগের হিত ও সুখের জন্য এবং আমার ধার্ম্মিক প্রজাদিগের অন্যায় অনধিকার দূর করিতে নিযুক্ত আছেন। আরও, তাঁহারা দণ্ডিত ব্যক্তির অনেকগুলি সন্তান আছে কি না— দুঃখে তাহারা আত্মহারা হইয়াছিল কি না, অথবা সে বৃদ্ধ কি না,—এই সকল বিবেচনাপূর্ব্বক অন্যায় অবরোধ ও অন্যায় দৈহিক দণ্ডের প্রতিবিধানে ও বন্ধন মুক্তির জন্য ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা আমার রাজধানীতে পাটলিপুত্রে এবং অন্যান্য নগরে, আমার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের ও অন্যান্য জ্ঞাতিদিগের অন্তঃপুরে* নিযুক্ত আছেন। সেই ধর্ম্মমহামাত্রগণ আমার রাজ্যের সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংক্রান্ত সকল বিষয়ে, ধর্ম্মপরিদর্শনে এবং ধর্ম্মদানে ব্যাপৃত আছেন। এই ধর্ম্মলিপি লিখনের উদ্দেশ্য এই যে, ইহা চিরস্থায়ী হউক ও আমার প্রজাগণ এই মত কার্য্য করিতে থাকুক।

---

* এই স্থানে সম্ভবতঃ স্ত্রীমহামাত্রদিগের কথা বলা হইয়াছে।

ষষ্ঠ গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন:—বিগত বহুদিন হইতে সর্ব্ব সময়ে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ বা চরগণের গুপ্তসংবাদ শ্রবণ করা হইত না। সুতরাং, আমি এইরূপ (নিয়ম) করিয়াছি—সকল সময়ে—আমি ভোজনে ব্যাপৃতই থাকি, বা অন্তঃপুরে, নিভৃত কক্ষে, শৌচগৃহে, যানে, বা প্রমোদোদ্যানেই থাকি, সর্ব্বত্রই আমার যে বার্ত্তাহরগণ আছে, তাহারা আমাকে প্রজাগণের প্রয়োজন জ্ঞাপন করিবে। এইরূপে আমি সর্ব্বত্রই প্রজাগণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকি। দেয় সম্বন্ধেই হউক, বা পালনীয় সম্বন্ধেই হউক যে কোন মৌখিক আজ্ঞা আমি (স্বয়ং) দিয়া থাকি বা যে কোন অবিলম্বে সম্পাদ্য কার্য্যের ভার মন্ত্রীদিগের উপর দিয়া থাকি,—এই সকল সম্বন্ধে যদি কোনও মতভেদ উপস্থিত হয়, বা কোনও বিশেষ জনসমাজে * কোনও বিবাদ বা প্রবঞ্চনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যে স্থলেই হউক, বা যে সময়েই হউক, আমাকে তৎক্ষণাৎ জানাইবে;—আমি এইরূপ আদেশ করিতেছি। কারণ পরিশ্রম করিয়া বা রাজকার্য্য করিয়া আমি পার্য্যাপ্ত হইয়াছে মনে করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। কারণ সর্ব্বপ্রজাগণের কল্যাণসাধনই আমার কর্ত্তব্য মনে করি। তাহার মূলে অধ্যবসায় ও প্রজাদিগের প্রয়োজন-সম্পাদন। সর্ব্বজনের

* কোন কোন স্থলে "সংঘমধ্যে" এরূপ অর্থও প্রচলিত আছে।

হিতসাধন অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য নাই। পরিশ্রম সহকারে যাহা কিছু আমি করিয়া থাকি, তাহা কি উদ্দেশ্যে ?—যাহাতে আমি সর্ব্বপ্রাণীর নিকট আনৃণ্য (আনংণং) লাভ করিতে পারি অর্থাৎ অঋণী হইতে পারি। এ জগতে আমি অপর সকলকেই সুখী করিতে চেষ্টা করি—পরজগতে তাহারা স্বর্গলাভ করুক। এই ধর্ম্মলিপি এই উদ্দেশ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছে—যে ইহা আবহমান কাল অবস্থান করুক। আমার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রগণ সর্ব্ব-লোকহিতসাধনে ব্যাপৃত থাকুক। উহা উদ্যমের পরাকাষ্ঠা ব্যতিরেকে সুসম্পন্ন করা কঠিন।

সপ্তম গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী ইচ্ছা করেন যে, সর্ব্বত্র সকল ধর্ম্মাবলম্বীরা বাস করুক। তাহারা সকলেই সংযম ও চিত্তশুদ্ধি লাভ করিতে চেষ্টা করুক। কিন্তু মনুষ্যগণের ইচ্ছা ও অনুরাগ নানাবিধ। তাহারা সকলে হয় সম্পূর্ণরূপে, নয় আংশিক রূপে (ধর্ম্ম) পালন করে। দানই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। যাহারা তাহার পালনে অক্ষম তাহাদের পক্ষে সংযম, চিত্তশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়চিত্ততা একান্ত পালনীয়।

অষ্টম গিরিলিপি।

—:•:—

অতীত বহুদিন হইতেই রাজগণ আমোদ-প্রমোদের জন্য

(বিহার-যাত্রা) ভ্রমণ করিয়া থাকিতেন। সে সময়ে মৃগয়া ও এই প্রকারের অন্যান্য আমোদ-প্রমোদ হইত। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা রাজ্যাভিষেকের দশম বর্ষে সম্বোধি * দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই ধর্ম্মযাত্রার প্রথা; ইহাতে এই সকল হইয়া থাকে:—ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের দর্শন ও দান, স্থবিরদিগের দর্শন, হিরণ্য বিতরণ, জানপদ ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনা, ধর্ম্ম প্রচার এবং ধর্ম্মজিজ্ঞাসা। অতঃপর অন্যান্য আমোদের স্থানে ইহাই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর পুনঃ পুনঃ আনন্দের কারণ হইয়াছে।

নবম গিরিলিপি।

—:·:—

দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী এরূপ বলিতেছেন:—লোকে বিপৎকালে, আদান-প্রদান কালে (পুত্র-কন্যার বিবাহে), পুত্রলাভকালে, অথবা প্রবাস যাত্রাকালে, কিম্বা এবম্বিধ অন্যান্য কার্য্যোপলক্ষে নানাবিধ মাঙ্গলিকের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মহিলারাও বহুল পরিমাণে নানাবিধ সামান্য ও নিরর্থক মাঙ্গলিক কার্য্য (মংগলং) করিয়া থাকেন। মঙ্গলানুষ্ঠান কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু ঐরূপ মঙ্গলানুষ্ঠান প্রায় নিষ্ফল। ধর্ম্মমঙ্গলই (মহাফলে) মহাফলদায়ক। (ক্রীতদাস) ও (সাধারণ) ভৃত্য-

* ভগবান বুদ্ধদেব যে স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন। পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

দিগের প্রতি সদয়তা, গুরুজনের পূজা, প্রাণিদিগের প্রতি অহিংসা, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে দান প্রভৃতি কার্য্যকে সাধুকার্য্য? এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্যকে ধর্ম্ম-মঙ্গল কহে! পিতার, পুত্রের, ভ্রাতার বা প্রভুর এইরূপ বলা উচিত যে, এই সকল সাধু কার্য্য—যাবৎ অভীষ্ট সিদ্ধি না হয় তাবৎ এই সকল কার্য্য করা উচিত। আরও বলা উচিত যে, 'দান অতি সাধুকার্য্য" এমন দান বা অনুগ্রহ নাই যাহা ধর্ম্মদান বা ধর্ম্মানুগ্রহের সমকক্ষ; সেই সেই (পূর্ব্বোক্ত সাধু কার্য্য) বিষয়ে মিত্র বা সুহৃদ, বা জ্ঞাতি, বা সহায়, সকলেরই বলা উচিত যে "ইহা কর্ত্তব্য, ইহা সাধু কার্য্য"। ইহা দ্বারা স্বর্গের আরাধনা হয়।" ইহা অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কি আছে, যেহেতু ইহা দ্বারা স্বর্গলাভ হয়।

দশম গিরিলিপি।

—:•:—

আমার প্রজাগণ ধর্ম্মশ্রবণে ইচ্ছুক হইয়া ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং ধর্ম্মানুযায়ী কার্য্য করুক—এই উদ্দেশ্যপ্রসূত যশঃ ও কীর্ত্তি ব্যতীত দেবপ্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী অন্য যশঃ বা কীর্ত্তিকে মহাফলপ্রদ মনে করেন না। কেবলমাত্র ঐ জন্যই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যশঃ বা কীর্ত্তিলাভের ইচ্ছা করেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করেন, সকলই পরলোকের জন্য। কিরূপ? সকলে অল্প পরিশ্রম যুক্ত অর্থাৎ বিপদ শূন্য

হউক—পাপই এক মাত্র বিপদ। ক্ষুদ্র বা মহৎ সকলের পক্ষেই একান্ত চেষ্টা, এবং সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত ইহা প্রাপ্ত হওয়া (নিষ্পাপতা লাভ) দুঃসাধ্য।

একাদশ গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন :—ধর্ম্মদানের ন্যায় দান, ধর্ম্মপরিচয়ের ন্যায় পরিচয়, ধর্ম্মসংবিভাগের ন্যায় সংবিভাগ, ধর্ম্মসম্বন্ধের ন্যায় সম্বন্ধ নাই। ইহাতে (ক্রীত) দাস ও (সাধারণ) ভৃত্যদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার, মাতাপিতার শুশ্রূষা, মিত্র, পরিচিত ও জ্ঞাতিদিগের সম্মান, ব্রাহ্মণ, শ্রমণদিগকে দান (পরিচর্য্যা) প্রাণীদিগের প্রতি অহিংসা, এই সকল সৎকার্য্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, মিত্র, পরিচিত, জ্ঞাতি এমন কি প্রতিবেশী সকলেরই উপদেশ দেওয়া উচিত যে "ইহা সৎকার্য্য—ইহা কর্ত্তব্য।" যে এরূপ আচরণ করিবে অর্থাৎ এরূপ ধর্ম্মদান করিবে—সে ইহলোকে পূজিত হইবে, এবং পরলোকে অনন্ত পুণ্য ভোগ করিবে।

দ্বাদশ গিরিলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা—সকল সম্প্রদায়ের—কি সন্ন্যাসী কি গৃহস্থ—সকলকেই দান ও বিবিধ সম্মান সহকারে সম্বর্দ্ধনা করিয়া থাকেন। সেইরূপ দান বা পূজা ব্যতীত অন্য দান বা

পূজাকে দেবপ্রিয় উৎকৃষ্ট মনে করেন না—কিরূপ যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের সারবৃদ্ধি হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি বিভিন্ন প্রকারের। কিন্তু তাহার মূলে বাক্যসংযম—কিরূপ? সধর্ম্মীর সম্মান ও পরধর্ম্মীর নিন্দা, সামান্য বিষয়ে যেন আদৌ না হয়—এবং বিষয় বিশেষে যেন অতি অল্পই হয়। কোনও কোনও কারণে পরধর্ম্মীদিগের পূজা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা সধর্ম্মীদিগের সমুন্নতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের উপকার হয়, এরূপ না করিলে সধর্ম্মীদিগের ক্ষতি হয় ও পরধর্ম্মীদিগের অপকার হয়। যদি কেহ সম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্তিবশতঃ বা স্বধর্ম্মীদিগের গৌরববর্দ্ধনার্থ সধর্ম্মীদিগের পূজা ও পরধর্ম্মীদিগের নিন্দা করে, সে বিশেষরূপে স্বসম্প্রদায়ের হানি করে। সুতরাং সমবায়ই (সামঞ্জস্য) ভাল—কিরূপে? সকলে পরস্পরের ধর্ম্ম শ্রবণ করুক এবং উত্তরোত্তর শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করুক। দেবপ্রিয় এইরূপ ইচ্ছা করেন, কিরূপ? সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরাই বহু অধ্যয়নসম্পন্ন এবং কল্যাণকর-নীতি-যুক্ত হউক। যাহারা যে যে ধর্ম্মে অনুরক্ত—তাহাদিগকে বলা উচিত যে, দেবপ্রিয়ের সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের সারবৃদ্ধি যেরূপ আদরণীয়—দান বা পূজা সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত নানাবিধ ধর্ম্মমহামাত্র, (স্ত্রীমহামাত্র) বচভূমিকেরা (তত্ত্বাবধারকগণ) ও অন্যান্য অনেক রাজকর্ম্মচারিগণ ব্যাপৃত আছেন। উহার ফল তত্তদ্‌সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধি ও ধর্ম্মের বিকাশ।

ত্রয়োদশ অনুশাসন।

—:০:—

দেবপ্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের অষ্টম বৎসরে কলিঙ্গদেশ জয় করিয়াছেন। তাহাতে, দেড় লক্ষ ব্যক্তি বন্দী হয়—একলক্ষ সেস্থলে নিহত হয় ও তাহার অনেকগুণ প্রাণত্যাগ করে। তাহার পর কলিঙ্গদেশ বিজিত হইলে, এক্ষণে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর ধর্ম্মপালন, ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মানুশাস্তি, অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলিঙ্গ বিজয়ের পর দেবপ্রিয়ের অনুশোচনা হইয়াছে। কারণ, অবিজিত দেশ বিজয়ের সময়, হত্যা, মৃত্যু ও বন্দীকরণ অবশ্যম্ভাবী। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী ইহা অতিশয় কষ্টকর ও গুরুতর বলিয়া মনে করেন। দেবপ্রিয় সে সকল আরও গুরুতর মনে করেন এ জন্য যে, তথায় ব্রাহ্মণ, শ্রমণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধার্ম্মিকগণ এবং গৃহস্থগণ বাস করিয়া থাকেন—যাঁহারা [অগ্রভু (টি)] বয়োজ্যেষ্ঠের সেবা, মাতাপিতার শুশ্রূষা, গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত আছেন এবং মিত্র, সহায় ও অন্যান্য জ্ঞাতিদিগের প্রতি, দাস ও ভৃত্যগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা দৃঢ়ভক্তিযুক্ত। তথায় তাঁহারা নিগ্রহ, বিনাশ প্রিয়জনবিচ্ছেদ অথবা নির্ব্বাসন ভোগ করেন। অথবা, তাঁহারা আপনারা নিরাপদ হইলেও তাঁহাদের মিত্র, পরিচিত ও জ্ঞাতিগণ বিপন্ন হন—সুতরাং তাহা তাঁহাদেরই নিগ্রহের সমান। এইরূপ প্রায় সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

ইহা দেবপ্রিয় বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করেন। তদ্ব্যতীত কোনও ধর্ম্মাবলম্বীই ইহাতে সুখী নহেন।

কলিঙ্গদিগের মধ্যে যত লোক নিহত হইয়াছে বা প্রাণত্যাগ করিয়াছে বা বন্দীকৃত হইয়াছে—তাহার শত সহস্র ভাগও এক্ষণে দেবপ্রিয়ের অনুতাপের কারণ। যদি কোনও ব্যক্তি এক্ষণে তাঁহার কোনও অনিষ্ট করে—তাহা যতদূর সহনীয় দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী সহ্য করিবেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর রাজ্যে যত অরণ্যবাসী আছে, তাহাদিগকে তিনি দয়ার চক্ষে নিরীক্ষণ করেন এবং যাহাতে তাহাদের ধর্ম্মে মতি হয় তাহাই ইচ্ছা করেন। অন্যথা উহা দেবপ্রিয়ের অনুতাপের কারণ হইবে। তাহাদিগকে তিনি বলেন—যে তাহারা অসৎ কার্য্য ত্যাগ করুক—তাহারা পীড়ন হইতে অব্যাহতি পাইবে। দেবপ্রিয় ইচ্ছা করেন, সর্ব্বজীবই নিরাপদ এবং সংযমী হউক এবং শান্তি ও আনন্দে কাল যাপন করুক। ধর্ম্মবিজয়কেই দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী প্রধানতম মনে করেন। দেবপ্রিয় নিজের রাজ্যে ও ছয় শত যোজন ব্যাপিয়া পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিদিগের রাজ্যে যথা:—আন্তিয়োকস্ নামক যবনরাজের রাজ্যে এবং তৎসন্নিহিত টলেমি, অন্তিগোনস্, ম্যাকস্ ও আলেক্জান্দার নামক চারিজন নৃপতির রাজ্যে—এবং তাঁহার রাজ্যের দক্ষিণে চোড়, পাণ্ড্য এমন কি তাম্রপর্ণীতেও ধর্ম্মবিজয় করিয়াছেন। সেইরূপ এই রাজ্যেও বিশবজ্রি, যবন, কাম্বোয, নাভক, ভোজ, পিটিনিক, অন্ধ্র, পুলিন্দগণও ধর্ম্মসম্বন্ধে দেবপ্রিয়ের উপদেশের অনুসরণ করেন।

যাঁহাদের নিকট দেবপ্রিয়ের দূতগণ যাইতে পারে না, তাঁহারাও দেবপ্রিয়ের ধর্ম্মাদেশ শ্রবণমাত্র তাহার অনুবর্ত্তি হইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও তাহার অনুবর্ত্তি হইবেন। এইরূপে সর্ব্বত্রই যে বিজয় হইতেছে সেই বিজয়ই বাস্তবিক প্রীতিপ্রদ।

ধর্ম্মবিজয়ে যে আনন্দ হয় তাহাও অকিঞ্চিৎকর। পারলৌকিক মঙ্গলই দেবপ্রিয়ের মতে মহাফলপ্রদ। এই উদ্দেশ্যে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হইল,—কি উদ্দেশ্য? আমার পুত্র—পৌত্রগণ নূতন দেশ জয়, বাঞ্ছনীয় মনে করিবে না; যদি কখনও তাহারা দেশ বিজয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা শমতা ও নম্রতায় আনন্দ অনুভব করিবে। আরও তাহারা ধর্ম্ম বিজয়কেই যথার্থ বিজয় মনে করিবে। তাহাতে ইহপরলোকে সুখলাভ হইবে। উদ্যমই যেন তাহাদের আনন্দের কারণ হয়, তাহাতে উভয়লোকেই কুশল হইবে।

চতুর্দ্দশ গিরিলিপি।

—:•:—

এই ধর্ম্মলিপি দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা লিখাইয়াছেন। (মল্লিখিত লিপি) কোথাও কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বা বিস্তারিত, কোথাও বা, মধ্যমাকৃতি হইয়াছে। কারণ সর্ব্বত্র সকল সম্ভবপর নহে। আমার রাজ্যও বহুবিস্তৃত। আমি অনেক লিখাইয়াছি ও অনেক লিখাইব। স্থানে স্থানে পুনরুক্তি

হইয়াছে, তাহা, কেবল ঐ সকল অর্থের মধুরতার জন্য। কি উদ্দেশে?—প্রজারা সেইরূপ করুক। কোথাও কোথাও বা অসম্পূর্ণ লেখা হইয়াছে, উহা স্থানের নিমিত্তই হউক কিম্বা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বকই হউক—অথবা লিপিকর প্রমাদেই হউক।

কলিঙ্গ অনুশাসন

জোগড়

—:•:—

প্রথম অনুশাসন।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন :—

সমাপাস্থিত মহামাত্রগণকে ও নগরব্যবহারককে রাজ-বচনানুসারে এরূপ কহিতে হইবে—আমি ইচ্ছা করি আমার যাহা মত, তাহা প্রচারিত হউক ও সকলে সেই মত কার্য্য করুক। আপনাদের প্রতি আমার উপদেশ সেই অভিপ্রায় সিদ্ধির মুখ্য উপায়। আপনারা বহুসহস্র জীবের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। আপনারা যেন সজ্জনগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন। সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমি যেরূপ ইচ্ছা করি যে আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক; তেমনই প্রার্থনা করি, সকল

মনুষ্যই সেইরূপ হউক। আপনারা হয় ত সম্যকরূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ কেহ আংশিক বুঝিয়াছেন কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বুঝেন নাই।

কোন লোকের হয়ত বন্ধন বা অন্য কোন দৈহিক দণ্ড ঘটিল, তাহার এই হঠাৎ বিপৎপাতে অনেক লোকে ব্যথাপ্রাপ্ত হইবে। এ সকল বিষয়ে আপনারা চিন্তা করিবেন যে আমরা অতিরিক্ত কঠোরতা ও দয়া ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিব।

এই কয়টি কারণে সফলতা লাভের বিঘ্ন ঘটে যথা—ঈর্ষ্যা, অনধ্যবসায়, নিষ্ঠুরতা, লঘুতা, অনুৎসাহ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা। আপনারা দেখিবেন যে আপনাদের এ সকল দোষ না থাকে। আপনাদের কার্য্যকালে অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যের অভাব ছিল। অলসব্যক্তি কখনও উৎসাহ যুক্ত হয় না। সকলের অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা উচিত, আপনারা এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন ....এইরূপ দেবপ্রিয়ের অনুশাসিস্ত। ইহার পালন মহাফলপ্রদ, ইহার ব্যতিক্রমে বিশেষ অবনতির সম্ভাবনা। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা যথাযথ ইহার পালনা না করেন,—তাঁহাদের স্বর্গারাধনা ও রাজারাধনা উভয়ই হয় না। ইহার যথাযথ পালন না করিলে আমার সন্তোষলাভে সমর্থ হইবেন না। সম্যক প্রতিপালনে স্বর্গলাভ হইবে এবং আমার নিকট অনৃণ্যলাভ করিবেন অর্থাৎ অঋণী হইবেন।

প্রতি তিষ্য দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবেন............ অন্ততঃ এক ব্যক্তিকেও শ্রবণ করাইবেন।

এই উদ্দেশ্যে এই লিখান হইল যে নগরব্যবহারক সর্ব্বদা দেখিবেন যে……… ।

প্রতি পঞ্চম বৎসরে ক্রোধশূন্য মহামাত্রগণকে……… ।

উজ্জয়িনী স্থিত কুমার……………এবং যখন তাহারা ভ্রমণে বহির্গত হইবেন…

জৌগড়।

—:•:—

দ্বিতীয় অনুশাসন।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন :—

সমাপাস্থিত মহামাত্রগণকে রাজবচনানুসারে বলিতে হইবে যে—আমার যাহা মত তাহা প্রচারিত হউক ও সকলে তদনুযায়ী কার্য্য করুক। আপনাদিগের প্রতি আমার উপদেশ—আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায়।

সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমি যেমন ইচ্ছা করি যে আমার পুত্রগণ সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও সুখলাভ করুক সেইরূপই ইচ্ছা করি যে সকল মনুষ্যই ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার সুখলাভ করুক।

যদি আপনারা জানিতে চাহেন যে "অবিজিত প্রত্যন্তবাসিগণের সম্বন্ধে আমাদের প্রতি রাজার কি আদেশ ?"—এ বিষয়ে আমার এই অভিপ্রায় জানিবেন যে—আমি ইচ্ছা করি

যে তাহারা নিরুদ্বেগে থাকুক, আমার প্রতি আশ্বাস স্থাপন করুক, তাহারা আমার নিকট সুখই ভোগ করিবে—কখনও দুঃখভোগ করিবে না। রাজা যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন। এই কথা তাহারা সম্যক উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুক। তাহারা অন্ততঃ আমার জন্যও (অনুরোধেও) ধর্ম্মাচরণ করুক। ইহাদ্বারা তাহাদের ইহ-পর লোকের আরাধনা হইবে। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনাদিগকে উপদেশ দিতেছি। আপনারা আমার উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করুন এবং আমার অভিপ্রায় সম্যক্‌রূপে অবগত হউন—এবং আমার যাহা ধারণা ও অচল প্রতিজ্ঞা তাহাও অবগত হউন। আপনারা এরূপভাবে কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকুন—ও তাহাদিগকে (প্রত্যন্তবাসিগণকে) আশ্বস্ত করিতে থাকুন—যাহাতে তাহারা বুঝিবে যে "পিতা যেরূপ আমাদের রাজাও সেরূপ, তিনি নিজেকে যেরূপ অনুকম্পা করেন—সেইরূপ আমাদের প্রতিও অনুকম্পা করিবেন—আমরা তাঁহার পুত্রতুল্য।" আপনাদিগকে আমি এইরূপ উপদেশ দিলাম ও আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করাইলাম, এবং আমার উদ্দেশ্য বুঝাইলাম। আরও আমি তথাকার নিম্নতন কর্ম্মচারিগণকেও এরূপ ভাবে উপদেশ দিব যাহাতে তাহারা আমার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবেন। ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল ও সুখের জন্য আপনারা ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত জাতিকে আমার উপর যথেষ্টরূপে নির্ভর করাইতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ করিলে

আপনারা স্বর্গলাভ করিতে পারিবেন এবং আমার নিকট আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করিবেন। এই উদ্দেশ্যে এই লিপি লিখিত হইল যে, প্রত্যন্তজাতিগণকে আশ্বস্ত করিবার জন্য ও তাহাদিগের ধর্ম্মাচরণের জন্য মহামাত্রগণ চিরদিন একযোগে কার্য্য করিতে থাকুন।

প্রতি চাতুর্মাস্যে এই লিপি সকলকে শ্রবণ করাইবেন এবং উপযুক্ত অবসরে একজনকেও শ্রবণ করাইবেন। আপনারা এইরূপ আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিতে থাকুন।

—— —

ধৌলি।

—:০:—

অতিরিক্ত অনুশাসন।

—:০:—

দেবপ্রিয়ের বচনানুসারে তোসলির মহামাত্র ও নগরব্যবহারককে এইরূপ বলিবে :—আমি ইচ্ছা করি যে, আমার যাহা মত, তাহা প্রচারিত হউক ও সকলে সেইমত কার্য্য করুক। আপনাদিগের প্রতি আমার উপদেশ, আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায়। আপনারা বহুসহস্র জীবের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। দেখিবেন আপনারা যেন সজ্জনদিগের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন।

সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমি যেমন প্রার্থনা করি যে আমার পুত্রেরা ঐহিক ও পারলৌকিক সকল মঙ্গল ও সুখের অধিকারী হউক, তেমনই প্রার্থনা করি সকল মনুষ্যই সেইরূপ হউক। আপনারা হয় ত সম্যক্‌রূপে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন নাই। হয়ত কেহ কেহ অংশমাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সুতরাং আপনারা বিশেষরূপে দেখিবেন যেন আমার অভিপ্রেত নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

হয়ত কোন লোকের বন্ধন বা অন্য প্রকার দৈহিক দণ্ড ঘটিল এবং হয়ত তাহার বন্ধনাবস্থাতেই প্রাণ বিয়োগ ঘটিল, তাহা হইলে অনেক অন্যান্য লোকে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। দণ্ডদান বিষয়ে আপনারা অতিরিক্ত কঠোরতা ও অতিরিক্ত দয়া ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করিবার চেষ্টা করিবেন। নিম্নোক্ত কারণে সফলতা লাভের বিঘ্ন ঘটে যথা :—ঈর্ষ্যা, অনধ্যবসায়, নিষ্ঠুরতা, লঘুতা, অনুৎসাহ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা। আপনারা প্রত্যেকই ইচ্ছা করিবেন যে আপনাদিগের এই সকল দোষ যেন না থাকে। মনে রাখিবেন যে আমার উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে কার্য্যক্ষেত্রে অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য নিতান্ত আবশ্যক। অলস-ব্যক্তি কখনও উৎসাহ যুক্ত হয় না। সকলেরই অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা উচিত। আপনারা আপনাদের কর্ত্তব্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। আপনাদিগকে ঐরূপ বলিতেছি :—"আপনারা মনে রাখিবেন যে এই সকল

উপদেশ দেবপ্রিয়ের অনুশাসন। ইহার পালন মহাফলদায়ক। ইহার ব্যতিক্রমে বিশেষ অশুভের সম্ভাবনা। আপনাদিগের মধ্যে যাহারা আদেশ পালনে অকৃতকার্য্য হন, তাঁহাদের স্বর্গারাধনা ও রাজারাধনা উভয়ই হয় না। ইহার যথাযত পালন করিতে না পারিলে, আমার সন্তোষ লাভে সমর্থ হইবে না; বিশিষ্টরূপে পালন করিতে পারিলে (পরত্র) স্বর্গলাভ করিবে এবং ইহলোকে আমার নিকট অঋণী হইবে।"

প্রতি তিষ্য দিবসে এই লিপি শ্রবণ করাইবেন এবং মধ্যে মধ্যে উপযুক্ত অবসরে অন্ততঃ একজনকেও শ্রবণ করাইবেন। এইরূপে আপনারা আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। এই উদ্দেশ্যে এই লিপি লিখান হইল যে নগর ব্যবহারক (শাসন কর্ত্তা) সর্ব্বদাই দেখিবেন যেন নগরবাসিগণের অকারণ অবরোধ ও দৈহিক দণ্ড ভোগ না ঘটে। এই অভিপ্রায়ে আমি প্রতি পঞ্চম বৎসরে ধীরস্বভাব, ক্রোধশূন্য ও হিংসাবিরত প্রচারকগণকে চতুর্দ্দিকে আমার আদেশ প্রচারার্থ পাঠাইব। তাঁহারা আমার উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইয়া আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবেন।

উজ্জয়িনী হইতে কুমার এইরূপ প্রচারক পাঠাইবেন, তবে তাহার ব্যবধান তিন বৎসর অতিক্রম করিবে না। তক্ষশিলা হইতেও এইরূপ হইবে। আরও যখন প্রচারকগণ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিবেন তখন তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্যকরূপে পালন করিতে চেষ্টা করিবেন। আরও

তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে তাঁহারা রাজাদেশানুসারেই কার্য্য করিতেছেন।

খণ্ডশিলালিপি।

সিদ্ধপুর

—:•:—

সুবর্ণগিরিস্থিত রাজপুত্র ও তাঁহার মহামাত্রদিগের বচনানুসারে—ইসিলার মহামাত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে ও তাহাদিগকে এইরূপ বলিবে:—দেবপ্রিয় আজ্ঞা করিতেছেন যে, আড়াই বৎসরের অধিক আমি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কার্য্য করিতে পারি নাই। প্রায় বৎসরাধিক হইল সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছি এবং বিশেষ পরিশ্রম করিতেছি। ইতিমধ্যে* যম্বুদ্বীপে প্রচলিত দেবগণকে মনুষ্যসমান ও মিথ্যা প্রমাণ করিয়াছি। চেষ্টার এই ফল। উহা যে কেবল মহাত্মগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে, যেহেতু যদি ক্ষুদ্রও চেষ্টা করে, সেও বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোষিত হইতেছে:—(ক্ষুদ্র···ও) মহৎ সকলে চেষ্টা করিতে থাকুন। আমার পার্শ্ববর্ত্তিরাজ্যের লোকগণও এইরূপ করুন। এইরূপ চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। এই উদ্দেশ্যের প্রসার হইতে থাকুক—বিশেষরূপে প্রসার হইতে থাকুক। ইহার বিপুল

---

* নূতন অর্থের জন্য রূপনাথ ও সাসেরামলিপি দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধি হউক। এই ঘোষণা * (বুদ্ধপরিনির্ব্বাণের) ২৫৬ বৎসর পরে প্রচারিত হইল।

ব্রহ্মগিরি।

—:০:—

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন—মাতাপিতার সেবা করিবে, এবং প্রাণিদিগের জীবনের গুরুত্ব বিশেষভাবে মনে করিবে, সত্য বলিবে, এই সকল গুণযুক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আরও, অন্তেবাসিগণ আচার্য্যকে সেবা করিবে। জ্ঞাতিদিগের প্রতি যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিবে। ইহাই পুরাতন বিধি। ইহা দ্বারা দীর্ঘায়ু লাভ হয়, আর ইহা কার্য্যে পরিণত হওয়া উচিত।

পড় নামক লিপিকর লিখিত।

ভাব্‌ড়া লিপি।

—:০:—

প্রিয়দর্শী রাজা, বিঘ্নহীন ও সুখে বিরাজমান মগধদেশীয় সঙ্ঘকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিতেছেন :—হে ভদন্তগণ বুদ্ধে,

---

* কেহ কেহ অর্থ করেন যে অশোকের তীর্থ পরিভ্রমণের ২৫৬ দিবসে এই লিপি ক্ষোদিত হইয়াছিল। উভয় অর্থই পরিশিষ্টে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে।

ধর্ম্মে ও সঙ্ঘে আমার কিরূপ ভক্তি ও গৌরব আছে তাহা আপনারা জানেন।

হে ভদন্তগণ, ভগবান বুদ্ধ যাহা কিছু কহিয়াছেন সকলই সুভাষিত। ভদন্তগণ! কিরূপে আমার দ্বারা এই সদ্ধর্ম্ম চিরস্থায়ী হইবে, তাহা আপনাদিগকে অবগত করান কর্ত্তব্য মনে করি। হে ভদন্তগণ এইগুলি ধর্ম্মের সোপান, যথা:—"বিনয় সমুচ্চয়" "অরিয়বসানি," "অনাগত ভয়ানি"—"মুনিগাথা"—"মুনিসূত্র" —"উপতিষ্য প্রশ্ন" এবং রাহুলসূত্র। ভদন্তগণ! এইগুলিই ধর্ম্মপর্য্যায়। আমি ইচ্ছা করি পূজনীয় ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীগণ একাগ্রচিত্তে এই সকল শ্রবণ করুন এবং এইমত কার্য্য করুন। উপাসক উপাসিকাগণও এইরূপ করিবেন। হে মাননীয় ভিক্ষুগণ! যাহাতে প্রজা সাধারণ এবিষয়ে আমার ইচ্ছা জানিতে পারেন, তজ্জন্য এই লিপি লিখাইলাম।

অশোকের স্তম্ভলিপি।

—০:—

প্রথম স্তম্ভলিপি।

—:০:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন:—আমার অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বৎসরে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম।

একান্ত ধর্ম্মানুরাগ, বিশেষ আত্মপরীক্ষা, বাধ্যতা, অতিমাত্র ধর্ম্মভয় ও প্রগাঢ় অধ্যবসায় ব্যতীত ঐহিক ও পারত্রিক সুখ দুর্লভ। আমার উপদেশানুসারে স্বতই (লোকের) ধর্ম্মের প্রতি আদর ও অনুরাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে ও হইবে। আমার কর্ম্মচারিগণ কি উচ্চপদস্থ, কি নিম্নপদস্থ, কি মধ্যপদস্থ সকলেই সেইমত (আমার উপদেশানুসারে) কার্য্য করিবেন ও করিতেছেন। চপলমতি (দুর্বিনীত) লোকেরা যাহাতে ধর্ম্মাচরণ করে তাহারও ব্যবস্থা তাঁহারা করিবেন।

সেইরূপ সীমান্ত মন্ত্রিগণও [অং‌ত মহামতা] করিতেছেন। ঐ উপায়ে উক্তরূপ ধর্ম্মানুসারে পালন, ধর্ম্মানুসারে বিধান, ধর্ম্মানুসারে সুখপ্রদান ও ধর্ম্মানুসারে রক্ষণ সাধিত হইতেছে।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন :—ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। ধর্ম্ম কি ? যথা—নিষ্পাপতা কল্যানকর—দয়া, দান, সত্য ও পবিত্রতা, এ সকল শুদ্ধিপ্রদ। মনুষ্যদিগকে যে সকল পরমার্থিক দান (চক্ষুদানে) করিয়াছি—তাহা বহু প্রকারে দিয়াছি। দ্বিপদ, চতুষ্পাদ, পক্ষী ও জলচরদিগের প্রতি জীবনদান অবধি বিবিধ প্রকার অনুগ্রহ দেখাইয়াছি। আরও অন্যপ্রকার অনেক কল্যাণ কার্য্য করিয়াছি। এই উদ্দেশ্যে এই

ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম যে, লোকে ঐ মত কার্য্য করিতে থাকুক এবং ইহা চিরস্থায়ী হউক। যাহারা ঐ মতে কার্য্য করিবে তাহারা সৎকার্য্য করিবে।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন:—লোকে নিজ সৎকার্য্যই দেখিয়া থাকে এবং মনে মনে চিন্তা করে যে এই সৎকার্য্য আমি করিলাম, কিন্তু আদৌ কুকার্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না, যে এই কুকার্য্য আমি করিলাম, অথবা চিন্তা করেনা যে এই পাপ* কার্য্য আমি করিলাম। এরূপ পর্য্যবেক্ষণ বাস্তবিকই কঠিন। সকলেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে এই সকলই (নিম্নোক্ত বিষয়গুলি) পাতকের কারণ, যথা:—কোপনতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার এবং ঈর্ষ্যা। এই সকল কারণে যেন আমার বারংবার অধঃপতন না ঘটে। বিশেষভাবে দেখা উচিত যে ইহা হইতে আমার ঐহিক সুখ হইবে কিনা, আরও ইহা হইতে আমার পারত্রিক মঙ্গল হইবে কিনা।

চতুর্থ স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন যে আমার অভিষেকের ষড়্‌বিংশবর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম!

---

* এই স্থানে বৌদ্ধশাস্ত্রের পাপদেসনার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আমার রাজুকগণ বহুশত সহস্র মনুষ্যের শাসনের জন্য নিযুক্ত আছেন। তাঁহাদিগকে পুরস্কার বা দণ্ড দান উভয় বিষয়ে আমি স্বাধীন করিয়াছি। কেন? তাঁহারা নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হউন্। তাঁহারা পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেরই হিত ও সুখ বিষয়ে উপদেশ দান করুন ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। তাঁহারা সুখ ও দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করুন এবং ধর্ম্মযুতগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রজাগণকে উৎসাহিত করুন, যাহাতে পুরজন ও জনপদবাসিগণ ঐহিক ও পারত্রিক সুখ লাভ করিতে সচেষ্ট হন।

রাজুকগণ আমার আদেশ পালনের নিমিত্ত সাগ্রহ। আমার অন্যান্য কর্ম্মচারিগণও আমার ইচ্ছা ও আদেশ পালন করিতেছেন। তাঁহারা রাজুকগণকে আমার সেবায় কোনও কোনও সময়ে প্রোৎসাহিত করিবেন। আরও যেরূপ নিপুণ ধাত্রীর নিকটে শিশুকে রাখিলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে,—"ধাত্রী আমার শিশুর, যত্ন লইবে" উপযুক্ত সেইরূপ আমি জনপদের মঙ্গল ও সুখ বিধানের জন্য রাজুকগণকে নিযুক্ত করিয়াছি। যেন তাঁহারা নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও শান্ত ভাবে তাহাদিগের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। এই হেতু আমি রাজুকগণকে পুরস্কার ও দণ্ড বিধান বিষয়ে স্বাধীন করিয়াছি। আরও এইরূপ সকলে যেন ইচ্ছা করেন যে, ব্যবহারে (বিচারে) ও দণ্ড দানে যেন পক্ষপাত না হয়, [ব্যবহার শমতা ও দণ্ড শমতা] সে জন্য অতঃপর নিয়ম হইল যে "মৃত্যুদণ্ডে আদিষ্ট কারাবদ্ধ লোক দিগকে আমি তিন

দিবসের সময় দিলাম।” যাহাতে তাহাদের জ্ঞাতিগণ তাহাদের জীবন লাভের জন্য ধ্যানে [নিঝপয়িসংতি] (পারলৌকিকমঙ্গল চিন্তায়) নিযুক্ত হইবে অথবা তাহাদিগকে সেইরূপ ধ্যানে নিযুক্ত করিবে, অথবা দান করিবে বা পারত্রিক মঙ্গলের জন্য উপবাস করিবে। আমার ইচ্ছা যে এইরূপ কারারুদ্ধ ব্যক্তিগণও পারত্রিক মঙ্গলের আরাধনা করিবে এবং সেই সঙ্গে জনমধ্যে বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মাচরণ, সংযম ও দান বৃদ্ধি লাভ করিবে।

পঞ্চম স্তম্ভলিপি।

—:•:—

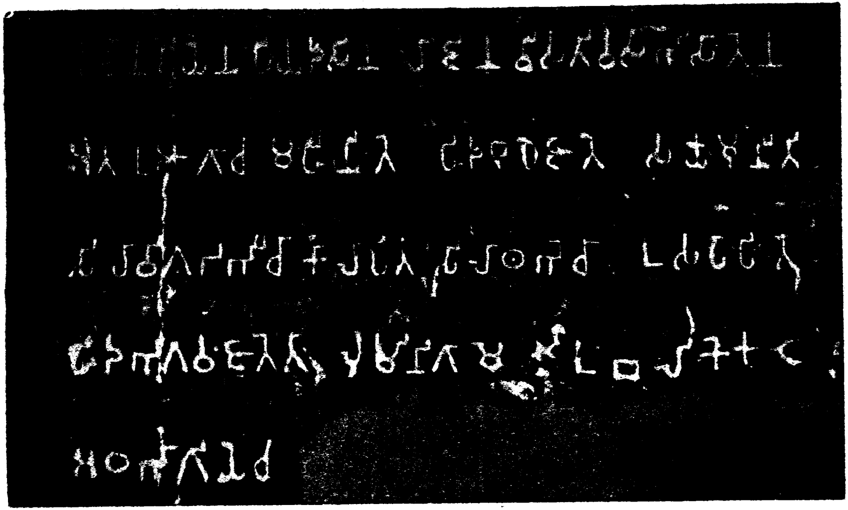
দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন :—আমার অভিষেকের ষড়্‌বিংশ বর্ষে এই সকল জন্তুদিগকে অবধ্য করিলাম। যথা, শুক, শারিকা, অরুণ, চক্রবাক, হংস, নান্দীমুখ, গিলাট, জতুকা, অম্বাকপীলিকা, কূর্ম্ম, অনস্থিক (অস্থিহীন) মৎস; বেদব্যাক, গঙ্গাপুপুটক, শঙ্করমৎস, কচ্ছপ, শজারু, পর্ণশশ, স্মরমৃগ, ষণ্ড, বানর, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রাম্যকপোত, ও সর্ববিধ চতুষ্পদ প্রাণী যাহারা কোনও প্রকার ব্যবহারে আসে না অথবা ভক্ষিত হয় না। অজকা (ছাগী) এড়কা (ভেড়ী) বা শূকরী যদি গর্ভিনী বা দুগ্ধবতী (পায়মানা) থাকে তবে অবধ্যা। ছয় মাসের অনধিক বৎসও অবধ্য। কুক্কুটকেও কেহ বধ্রি করিবে না। সজীব তুষ দগ্ধ করিবে না। অনর্থক বা হিংসার অভিপ্রায়ে

কেহ বন দগ্ধ করিবে না। এক প্রাণিকে নিহত করিয়া অপর প্রাণিকে পোষণ করিবে না। চাতুর্মাসিকের (আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) প্রত্যেক পূর্ণিমায়, পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমায়, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও প্রতিপদে এবং বৎসরের উপোসথ দিবস সকলে মৎস বধ বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। উক্ত দিবস সকলে নাগবনে ও কৈবর্ত্তভোগে যে সকল প্রাণী আছে তাহাদিগকে বধ করিতে পারিবে না। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা বা পূর্ণিমা, পুষ্যা ও পুনর্ব্বসু-নক্ষত্রযুক্ত দিবসে এবং প্রতি চাতুর্মাস্যের উপোসথ দিবস সকলে ও কোন উৎসব উপলক্ষে কেহ বৃষ, মেষ, ছাগল ও শূকর প্রভৃতি কোন প্রকার শারীরিক পীড়ন করিতে পারিবে না। পুষ্যা ও পুনর্ব্বসুনক্ষত্রযুক্ত দিবসে. প্রত্যেক চাতুর্মাসিক পূর্ণিমা এবং অমাবস্যার দিবসে এবং চাতুর্মাস্যের শুক্লপক্ষে বৃষকে উত্তপ্ত লৌহ শলাকা দ্বারা কোন রূপ চিহ্নিত করিতে পারিবে না। আমার অভিষেকের এই ষড়্‌বিংশতি বর্ষের মধ্যে, পঞ্চবিংশতিবার বন্দীদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি।

ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।

—:•:—

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন:—অভিষেকের দ্বাদশবর্ষ হইতেই আমি সর্ব্বলোকের হিত ও সুখের জন্য



রুম্মিনদেবী অনুশাসন—পৃ ৮০

এ ধর্ম্মলিপি লিখাইতেছি। তাহারা যাহাতে তাহাদের পূর্ব্ব পাপ আচরণ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মে উন্নতি লাভ করে তাহাই আমার উদ্দেশ্য। এইরূপে আমি প্রজাগণের হিত ও সুখ দেখিয়া থাকি। আরও জ্ঞাতিদিগকে, প্রত্যাসন্নদিগকে এবং দূরবর্ত্তী-দিগকে কি কি উপায়ে সুখী করিতে পারা যায়, তাহাও আমি লক্ষ্য করিয়া থাকি এবং সেইরূপ কার্য্যেও করিয়া থাকি। এইরূপ সর্ব্বজীবের প্রতি ও সর্ব্বসম্প্রদায়ের প্রতি আমার লক্ষ্য থাকে। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীকেই আমি বিবিধ প্রকারে পূজা দ্বারা সম্মান করি, তথাপি আমার মতে স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগই শ্রেয়ঃ। আমার অভিষেকের ষড়্বিংশতি বর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম।

সপ্তম স্তম্ভলিপি *।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—পূর্ব্বতন রাজগণ এইরূপ ইচ্ছা করিতেন যে, "কিরূপে প্রজাগণ ধর্ম্মে বৃদ্ধি লাভ করিবে, ধর্ম্মে তাহারা আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই।"

এ বিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন যে, এইরূপ (চিন্তা) আমার মনে উদয় হইয়াছিল। পূর্ব্বতন নৃপতিগণ এরূপ মনে করিতেন—"কিরূপে প্রজাগণ আশানুরূপ

* সপ্তম স্তম্ভলিপিটী দশ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রত্যেক ভাগেই—"দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা কহিতেছেন"—এই উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে।

ধর্ম্মবৃদ্ধি লাভ করিবে, তাহারা উপযুক্তরূপ ধর্ম্মোন্নতি লাভ করে নাই—কি উপায়ে প্রজাগণকে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত করা যায়, কি উপায়ে প্রজাগণের উপযুক্তরূপ ধর্ম্মবৃদ্ধি করা যায়? কি উপায়ে তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ কতক লোককে ধর্ম্মে অভ্যুন্নত করিতে পারি?”

এবিষয়ে দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ কহিতেছেন,—আমার এরূপ (ভাবনা) হইয়াছিল। আমি ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেছি এবং ধর্ম্মোপদেশ দিতেছি, ইহা শুনিয়া লোকে সেইমত কার্য্য করিবে ও উন্নতি লাভ করিবে এবং তাহাদের বিশেষরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হইবে। এই উদ্দেশে আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি —এবং বিবিধ প্রকারে ধর্ম্মোপদেশ দিবার আদেশ দিয়াছি; সেইজন্য আমার কর্ম্মচারিগণ যাহারা অনেক লোকের জন্য ব্যাপৃত আছে আমার উপদেশের মর্ম্ম প্রকাশ করিবে ও লোক মধ্যে সেই সকল প্রচার করিবে। রাজুকগণও অনেক শত সহস্র প্রাণীদিগের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছে; ধর্ম্মযুতদিগকেও এইরূপ উপদেশ দিতে আদেশ করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—এই উদ্দেশ্য সম্যক্ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ধর্ম্মস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছি, ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত করিয়াছি এবং ধর্ম্মবিধি প্রচারে আদেশ দিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন।—পথে পথে বটবৃক্ষ সকল রোপণ করাইয়াছি; উহারা মনুষ্য ও পশুগণকে ছায়া দান করুক। আম্রবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছি এবং অর্দ্ধ

ক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করাইয়াছি। মনুষ্য ও পশুগণের উপকারের জন্য অনেক আশ্রয় স্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি এবং সেই সেই স্থানে আপাণ [আপাণানি] অর্থাৎ জল-দানের ব্যবস্থা করাইয়াছি। কিন্তু এই উপকার অতি অকিঞ্চিৎকর। পূর্ব্ববর্ত্তিরাজগণের দ্বারা ও আমাদ্বারা (প্রজাগণের জন্য) এইরূপ বহুবিধ সুখের উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু যাহাতে তাহারা ধর্ম্ম-নিয়ম পালন করে ও ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই জন্য আমি এরূপ (অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবস্থা) করিয়াছি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—আমার ধর্ম্মমহামাত্রগণ বহুবিধ কার্য্যে এবং বিবিধ রাজ-অনুগ্রহ প্রকাশে নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা কি গৃহস্থ, কি উদাসীন, সকলের জন্য এবং সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্য ব্যাপৃত আছেন। তাঁহারা সংঘের কার্য্যেও নিযুক্ত আছেন। ব্রাহ্মণ ও আজীবকদিগের জন্যও আমি এইরূপ করিয়াছি। ইঁহারা তাঁহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত আছেন। নিগ্রর্ন্থদিগের জন্যও এইরূপ করিয়াছি, ইঁহারা তাঁহাদিগের জন্যও ব্যাপৃত আছেন। বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের জন্যও এরূপ করিয়াছি, ইঁহারা তাঁহাদের কার্য্যেও ব্যাপৃত আছেন। ভিন্ন ভিন্ন মহামাত্র নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন, কিন্তু ধর্ম্মমহামাত্রগণ সকল ধর্ম্মাবলম্বীর জন্যই নিযুক্ত আছেন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—ইঁহারা এবং অন্যান্য প্রধান কর্ম্মচারীরা আমার ও দেবীগণের দানোৎসর্গ কার্য্য

প্রভৃতি লইয়া ব্যাপৃত আছেন। আরও, সকল রাজাবরোধেই, রাজধানীতে হউক বা অন্যত্রই হউক, তাঁহারা দান প্রভৃতি নানা বিষয়ে ব্যাপৃত আছেন। আমার পুত্রদিগের জন্যও তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়াছি। দেবীকুমারগণের দানাদি বিষয়েও তাঁহারা ব্যাপৃত আছেন। ধর্ম্মদানের জন্য এবং ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার জন্যও তাঁহারা নিযুক্ত আছেন। এই ধর্ম্মপ্রদান, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা এবং দয়াদানের দ্বারা লোকমধ্যে সত্য, পবিত্রতা, করুণা ও সাধুতার বৃদ্ধি হইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—যাহা কিছু পুণ্যানুষ্ঠান আমি করিয়াছি, আমার প্রজাবর্গ তাহা পালন করিয়াছে ও করিতেছে। এইরূপে তাহারা মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, উপদেষ্টার প্রতি শ্রদ্ধা, বয়োবৃদ্ধের প্রতি সম্মান, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার, নিঃস্ব ও অসহায়ের প্রতি দয়া এবং ভৃত্য ও দাসদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণ সমূহে বৃদ্ধি পাইতেছে ও ভবিষ্যতেও পাইবে।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ কহিতেছেন,—মনুষ্যগণের মধ্যে যে ধর্ম্মনিয়ম ও নিদিধ্যাসন (নিঝতিয়া), এই দুই উপায়ে ধর্ম্মবৃদ্ধি হয় বলিয়া বিশ্বাস আছে, তাহার মধ্যে ধর্ম্মনিয়ম অকিঞ্চিৎকর ; নিদিধ্যাসনই শ্রেয়ঃ। কিন্তু আমি যাহা করিয়াছি তাহাই ধর্ম্মনিয়ম, যথা :—কতকগুলি জন্তু অবধ্য করিয়াছি—এতদ্ভিন্ন আরও অনেক ধর্ম্মনিয়ম করিয়াছি। ধর্ম্মনিদিধ্যাসের দ্বারা প্রাণীদিগের প্রতি হিংসা ও আলম্ভন (যজ্ঞার্থে পশুবধ)হইতে

বিরতি হেতু মনুষ্যের ধর্ম্মবৃদ্ধি হয়। সুতরাং এই উদ্দেশে এই নিয়ম করা হইল যে, আমার (পুত্র), পৌত্র প্রপৌত্রদিগের সময়বর্ত্তী হইয়া, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য, এই ধর্ম্মনিয়ম প্রচলিত থাকুক। সকলে এই মত কার্য্য করুক। এই মত কার্য্য করিলে ইহপরলোকে কুশল হইবে। আমার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে এই ধর্ম্মলিপি লিখাইলাম।

দেবপ্রিয় ইহাতে এই বলিতেছেন যে, যে স্থানে শিলা-স্তম্ভ আছে, শিলাফলক আছে, সেই সেই স্থানে এই ধর্ম্মলিপি উৎকীর্ণ হউক, তাহা হইলে ইহা চিরস্থায়ী হইবে। ধর্ম্মলিপি আছে—শিলাস্তম্ভেই এই হউক, শিলাফলকেই হউক সেই সেই স্থানে যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

রূপনাথ।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন,—আড়াই বৎসরের অধিক হইল আমি উপাসক (শ্রাবক) হইয়াছি (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছি); কিন্তু বিশেষ কার্য্য (ধর্ম্মে বৃদ্ধিলাভ) করিতে পারি নাই প্রায় বৎসরাধিক হইল, সংঘে যোগদান করিয়াছি ও উত্তম-রূপ কার্য্য করিতেছি অর্থাৎ অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছি। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপে যে সকল দেবতা * অপ্রচলিত ছিল তাহা

* "অমিসা দেবা…মিসা কটা" জম্বুদ্বীপে যাঁহারা সত্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, তাঁহাদিগকে মিথ্যা ও মনুষ্য সমান করিয়াছি। এই

দিগকে প্রচলিত করিয়াছি (অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি)। ইহা চেষ্টার (সম্যক্ ব্যায়াম) ফল। ইহা যে কেবল মহাত্মগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে; ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে, সেও বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোষিত হইতেছে ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলে চেষ্টা করিতে থাকুন। আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের লোকগণও এইরূপ করুন। এইরূপ চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। এই উদ্দেশ্যের প্রসার হইতে থাকুক। ইহার বিপুল বৃদ্ধি হউক। ইহা অবিচ্ছেদে বৃদ্ধি হইতে থাকুক। অন্ততঃ দেড়গুণ বৃদ্ধি হউক। এই অর্থ পর্ব্বতে লিখান হউক, নিকটে এবং দূরে রাজ্যের সর্ব্বত্র যেখানে যেখানে শিলাস্তম্ভ আছে, সেখানেও লিখান হউক। আমার প্রবাসের * ২৫৬ (২০০+৫০+৬) দিবসে এই আদেশ ঘোষণা করিয়াছি।

অর্থই এতদিন প্রচলিত ছিল, পণ্ডিতগণ এইরূপ ভাবেই অর্থ করিতেন। কেহ কেহ এইরূপ উক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু অধুনা Sylvain Levi, Barth, Fleet প্রভৃতি অশোকলিপিবিশারদপণ্ডিতগণ সে অর্থ পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক উপরি উক্ত ভাবেই অর্থ করিতেছেন। এইরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন বোধ হওয়াতে আমরা সেই অর্থই গ্রহণ করিলাম। ইহাতে অশোককে উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাবে দেখা যায়। এতদিন "মিসা" ও সংস্কৃত "মৃষা" একার্থ-বোধক শব্দ বলিয়া অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার প্রাকৃত হইতেছে "মুসা"। কিন্তু এই অর্থ সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বোধ না হওয়াতে আমরা মিসা = মিশ্রা, প্রাঃ মিস্‌সা, এই অর্থই গ্রহণ করিলাম।

* এই অংশের বিস্তৃত বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

সাসেরাম।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন— (আড়াই) বৎসরের অধিক হইল আমি উপাসক হইয়াছি—কিন্তু বিশেষ কার্য্য করিতে পারি নাই। প্রায় বৎসরাধিক হইল বিশেষ কার্য্য করিতেছি (অর্থাৎ অপ্রমাদপরায়ণ হইয়াছি)। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপে যে সকল অপ্রচলিত দেবতা ছিল তাহাদিগকে আমার ধর্ম্মে গ্রহণ অর্থাৎ প্রচলিত করিয়াছি। ইহা চেষ্টার ফল। ইহা যে কেবল মহাত্মগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে; ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে সেও বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। সেই উদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোষিত হইতেছে:—ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলে চেষ্টা করিতে থাকুন। আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যের লোকগণও এইরূপ করুন। এইরূপ চেষ্টা চিরস্থায়ী হউক। এই উদ্দেশ্যের প্রসার হইতে থাকুক। ইহার বিপুল বৃদ্ধি হউক। অন্ততঃ দেড়গুণ বৃদ্ধি হউক; এই অর্থ পর্ব্বতে লিখান হউক এবং যেখানে যেখানে শিলাস্তম্ভ আছে, সেখানেও লিখান হউক। এই ঘোষণা আমার প্রবাসের ২৫৬ রাত্রে উৎকীর্ণ হইল।

বৈরাট।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন,—আড়াই বৎসর হইল আমি উপাসক হইয়াছি—কিন্তু বিশেষ কার্য্য করিতে পারি নাই।

প্রায় বৎসরাধিক হইল, সংঘে যোগদান করিয়াছি। ইহার মধ্যে জম্বুদ্বীপে যে সকল অপ্রচলিত দেবতা ছিল, তাহাদিগকে প্রচলিত অর্থাৎ আমার ধর্ম্ম মধ্যে গ্রহণ করিয়াছি। ইহা চেষ্টার ফল। ইহা যে কেবল মাত্র মহাত্মগণের প্রাপ্তব্য তাহা নহে, ক্ষুদ্রও যদি চেষ্টা করে সেও বিপুল স্বর্গসুখ লাভ করিতে পারে। ক্ষুদ্র ও মহৎ সকলেই চেষ্টা করিতে থাকুন। আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যেও এইরূপ হউক, ইহা চিরস্থায়ী হউক। ইহার বিপুল বৃদ্ধি হইবে, অবিচ্ছেদে বৃদ্ধি হইবে ... ...

রুম্মিন্ দেবী।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের বিংশবর্ষে স্বয়ং আসিয়া এই স্থানের পূজা করিয়াছেন। যেহেতু এই স্থানে শাক্যমুনি বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রস্তর প্রাচীর স্থাপিত হইল এবং শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত হইল, কারণ ভগবান্ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য লুম্বিনীগ্রাম নিষ্কর (উবলিকে = উদ্ + বলি + ক) ও অষ্টভাগী করা হইল (অর্থাৎ উৎপন্ন দ্রব্যের কেবলমাত্র অষ্টভাগের এক-ভাগ মাত্র কর নির্দ্ধারিত হইল)।

নিগ্লিব।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের চতুর্দ্দশবর্ষে কনকমুনি বুদ্ধের স্তূপ দ্বিতীয়বার বর্দ্ধিত করাইলেন। অভিষেকের

বিংশবর্ষে স্বয়ং আসিয়া তাহার পূজা করিলেন এবং শিলাস্তম্ভ উত্থাপিত করাইলেন।

সারনাথ স্তম্ভলিপি।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ আদেশ করিতেছেন,—পাটলিপুত্র বা অন্যত্র কেহ সংঘের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবে না।

ভিক্ষুই হউন বা ভিক্ষুণী হউন, যে কেহ সংঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিবে তাহাকে শুক্ল বস্ত্র পরিধান করাইবে ও ভিক্ষু-নিবাস হইতে বহিষ্কৃত করিবে। আমার এই আদেশ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সংঘকে জ্ঞাপিত করাইবে।

দেবপ্রিয় এইরূপ কহিতেছেন যে, এইরূপ একটী লিপি তোমাদের স্মরণার্থ তোমাদের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল ও একটী লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হউক; যাহাতে উপাসকগণও প্রতি পর্ব্বদিবসে আমার এই আদেশ স্মরণ করিতে পারে।

বৎসরের প্রত্যেক পর্ব্ব দিবসে মহামাত্রগণ স্বয়ং উপোসথ্য পালন করিবেন, আমার এই শাসন স্মরণ করিবেন ও ইহা প্রচার করিবেন। আপনাদের অধিকারের সর্ব্বত্র আপনারা আমার এই আদেশ প্রেরণ করুন; সকল প্রদেশে ও সেনা-নিবাসেও ইহা প্রেরিত হউক।

কৌশাম্বী অনুশাসন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী কৌশাম্বীর মহামাত্রগণকে এবম্প্রকার আদেশ করিতেছেন,—সঙ্ঘের নিয়ম লঙ্ঘন করিবে না। যে কেহ সংঘের মধ্যে ভেদ সংঘটন করিবেন, তিনি শ্বেত বস্ত্র * পরিধান করিতে বাধ্য হইবেন এবং যথায় ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ বাস করেন, তথা হইতে দূরে বাস করিবেন।

দেবী অনুশাসন।

দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর আদেশে সর্ব্বত্রই মহামাত্রগণ এবম্প্রকার আদিষ্ট হইবেন।—দ্বিতীয়া দেবী † (মহিষী) যাহা কিছু দান করিয়াছেন, আম্রকাননই হউক, প্রমোদ-উদ্যানই হউক, দানশালা হউক বা এতদ্ব্যতীত যাহা কিছু হউক না কেন, সে সকলই দ্বিতীয়া দেবীর (মহিষী) কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। এ সকলই দ্বিতীয়া দেবী তিবলমাতা কারুবাকী কর্ত্তৃক (পুণ্য সঞ্চয়ের নিমিত্ত) অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

---

* অর্থাৎ ভিক্ষুগণের গৈরিকবাস পরিধানের অধিকার হইতে চ্যুত হইবেন।

† প্রধানা ও বিবাহিতা মহিষীগণই কেবলমাত্র দেবী নামে আখ্যাত হইতেন এবং তাঁহাদের পুত্রগণ কুমার নামে অভিহিত হইতেন। অশোকের এই প্রকার চারিটি মহিষী ছিলেন। অনুশাসনে কেবলমাত্র তিবল (তিবর) মাতা কারুবাকীর নাম উল্লিখিত আছে।

অন্যান্য অনুশাসন।

বরাবর পাহাড়ের (প্রবর গিরি) গুহা উৎসর্গ।

১। সুদাম বা "ন্যগ্রোধ গুহা'।

রাজা প্রিয়দর্শী অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে "ন্যগ্রোধ গুহা' আজীবকদিগকে দান করিলেন।

২। বিশ্বঝোপ্রী বা খলটিকগুহা।

রাজা প্রিয়দর্শী অভিষেকের দ্বাদশ বৎসরে খলটিক পর্ব্বতের এই গুহা আজীবকদিগকে দান করিলেন।

৩। কর্ণচৌপার বা সুপিয়া (সুপ্রিয়া) গুহা।

রাজা প্রিয়দর্শী অভিষেকের উনবিংশ বৎসরে, যতদিন চন্দ্র, সূর্য্য বিদ্যমান থাকিবেন, ততদিনের জন্য খলতি পর্ব্বতস্থ "সুপিয়া" নামে এই গুহা দান করিলেন।

টিপ্পনী

—:*:—

গিরিলিপি।

—০:*:০—

প্রথম অনুশাসন।

ধংমলিপি—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল আদেশ রাজাজ্ঞায় লিপিবদ্ধ হইয়া সাধারণের গোচরার্থে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পর্ব্বতগাত্রে ও প্রস্তরস্তম্ভে উৎকীর্ণ হইয়াছিল তাহাই ধর্ম্মলিপি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অশোকের সমস্ত আদেশই ধর্ম্মলিপি নামে প্রখ্যাত। এই লিপি সকলের মধ্যে "ধর্ম্ম" শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন Sacred Law এবং Law of Piety. রাজকার্য্যের সৌকর্য্য ও মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই উক্ত লিপি সকল উৎকীর্ণ হইয়াছিল। যদিও এই সকল গিরিলিপি ও স্তম্ভলিপি অশোক-যুগের একমাত্র ঐতিহাসিক ভিত্তি বলিয়া বিঘোষিত হয়, ইহাতে অশোকের নাম মাত্র নাই। তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই দেবানং পিয়ো বা পিয় শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দেবানং পিয় পিয়দসি—অশোক-অনুশাসন মধ্যে এই কয়টী পাঠান্তর দৃষ্ট হয়:—

১। দেবানং পিয় পিয়দসি রাজ—এই পূর্ণ উপাধি সমগ্র চতুর্দ্দশ গিরিলিপি, সাতটী স্তম্ভলিপি, রুম্মিনদেবী, নিগ্লিব এবং সারনাথ অনুশাসন মধ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২। দেবানং পিয়—ইহা ধৌলি, জৌগড়, সিদ্দপুর, ব্রহ্মগিরি, সাসেরাম, রূপনাথ, কৌশাম্বী অনুশাসন মধ্যে উৎকীর্ণ আছে।

৩। পিয়দসি রাজ—একমাত্র ভাব্‌ড়া অনুশাসনে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

৪। রাজা পিয়দসি—বরাবর গুহালিপিতে এরূপ দৃষ্ট হয়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত "দেবানং পিয়ো" এবং সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত "দেবানাং প্রিয়ঃ" শব্দ একার্থক নহে। সংস্কৃতে দেব শব্দের প্রধানতঃ এই কয়টী অর্থ প্রচলিত আছে—(১) সুর বা দেবতা (২) পর্জ্জন্য (৩) রাজা। ইহার মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মণ পণ্ডিত অধ্যাপক বুহ্লর (Buehler) সুরগণের প্রিয় "Beloved of the Gods" এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। Epigraphia Indica দ্রষ্টব্য। এখানে বুহ্লর উহা ষষ্ঠী সমাস রূপে ব্যবহার করিয়াছেন। ভিন্সেন্ট্‌ স্মিথ্‌ দেবপ্রিয় শব্দের His Sacred Majesty—পরম ভক্তিভাজন মহারাজ প্রিয়দর্শী—এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

সংস্কৃত অভিধানে 'দেবপ্রিয়' শব্দের নিম্নলিখিত কয়টী অর্থ দৃষ্ট হয়—

১। সুরগণের প্রিয়—মহাদেব।

২। সুরগণের প্রিয় (আহার)—ছাগ।

৩। পশুতুল্য, নির্ব্বোধ, মূর্খ।

৪। গৃহত্যাগী, সন্ন্যাসী।

ইহার মধ্যে প্রথম তিনটী প্রিয়দর্শীর বিশেষণরূপে অপ্রযোজ্য। চতুর্থটীও বিশেষ প্রশস্ত নয়। "ষষ্ঠ্যা আক্রোশে" (অর্থাৎ আক্রোশ বা ঘৃণা বুঝাইতে হইলে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হইবে না), অলুক্‌ সমাস-প্রকরণে এই সূত্রে কাত্যায়ন বলিয়াছেন—"দেবানাং প্রিয় ইতি চ মূর্খে।" ভট্টোজী বলিতেছেন,—"অজ্ঞত্র দেবপ্রিয়ঃ।" অর্থাৎ মূর্খ

বুঝাইতে 'দেবানাং প্রিয়ঃ' এইরূপ অলুক্ সমাস হইবে—অন্যত্র—অর্থাৎ সাধু অর্থে, দেবপ্রিয় এইরূপ সমাস পদ হইবে। "পশুতুল্য বা মূর্খরাজা প্রিয়দর্শী এইরূপ আজ্ঞা করিতেছেন"—যদি "দেবানং পিয়" পদের এইরূপ অর্থ করা যায়, তাহা হইলে উহা প্রিয়দর্শীর যথেষ্ট বিনয় পরিচায়ক হইলেও প্রজাগণের নিকট মূর্খরাজার আদেশ এরূপ উক্তি অত্যন্ত লঘু ও হাস্যাস্পদ হইয়া পড়ে।

অশোকের পৌত্র দশরথও আপনাকে "দেবানং পিয়ো" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিংহলপতি তিষ্যও "দেবানং পিয়ো তিস্সো" নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার এই উপাধি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে, কচ্চায়ন তাঁহার পালি ব্যাকরণে উদাহরণ স্বরূপ বলিয়াছেন,—"ক গতাসি ত্বং দেবানং পিয় তিস্স"—দেবপ্রিয় তিষ্য তুমি কোথায় গিয়াছ? মুদ্রারাক্ষসে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত প্রিয়দর্শন নামে অভিহিত হইয়াছেন।

তিন জন বৌদ্ধ নরপতি কর্তৃক এই উপাধি গ্রহণে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা তাঁহাদের ধর্ম্ম গৌরবের পরিচায়ক। ইংলণ্ডেশ্বরের Fidei Defensor বা Defender of the Faith—এই উপাধির ন্যায় দেবানং পিয় পদ "ধর্ম্মপ্রিয়" বা "ধার্ম্মিক" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ বৌদ্ধরাজগণ তদানীন্তন ধর্ম্মনিষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত "দেবানং পিয়" পদ আপনাদিগের গৌরবজনক উপাধিস্বরূপ ব্যবহার করিতেন। পরে বৌদ্ধবিদ্বেষী সাহিত্যে ঐ পদদ্বয়ের অর্থের অবনতি ঘটিয়াছে। দ্বাদশ শিলালিপিতে উল্লিখিত "পাষণ্ড" শব্দেরও ঐরূপ অবনতি ঘটিয়াছে। এই দুইটি বাক্য শব্দশাস্ত্রের অর্থাবনতির সুন্দর দৃষ্টান্ত।

সমাজো—মেলা বা সাধারণ উৎসব। সমাজ প্রধানতঃ আমোদ প্রমোদের জন্যই অনুষ্ঠিত হইত, ইহাতে অবাধে সুরাপানাদি চলিত। Buehler মেলা অর্থে এবং Senart ও Vincent Smith উৎসব অর্থে

ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কোন কোন স্থলে উৎসব ও সমাজ একার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা "যাত্রা সমাজোৎসব"। ইহা অপেক্ষাও সমাজের আর একটী প্রাচীন অর্থ আছে। মঞ্চবেষ্টিত বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ মধ্যে মনুষ্য বা পশুদিগের পরস্পর শক্তি পরীক্ষাকেও সমাজ (circus, arena) বলিত।

ইধ—এইস্থানে—পাটলিপুত্রে; কাহারও মতে গির্ণার, খালসী, মানসেরা, শাহবাজগঢ়ি, ধৌলি ও জৌগড় প্রভৃতি স্থান।

একচা সমাজা—একচা শব্দ পালিগ্রন্থে "একচ্চো"—সংস্কৃতে 'একতরঃ'—দশরথ-জাতকে একচ্চো কুলপুত্তো—কোন এক গৃহস্থের ছেলে, এরূপ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সমাজা—এই সমাজ বৌদ্ধসমাজ বা সংঘকে বুঝাইতেছে।

মহানস—পাকশালা।

দ্বিতীয় অনুশাসন।

চোড—প্রাচীন চোলরাজ্য ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান নেলোর হইতে পুদুকোটার অন্তর্গত প্রদেশ চোলমণ্ডল বা করমণ্ডল নামে অভিহিত হইত। এই চোলমণ্ডলের উত্তর হইতে অশোকসাম্রাজ্যের আরম্ভ।

পাডা—পাণ্ড্যদেশ—ভারতবর্ষের সর্ব্বদক্ষিণ প্রদেশকে পাণ্ড্যদেশ বলিত। বর্ত্তমান মদুরা ও তিন্নেবেল্লি জেলাদ্বয় লইয়াই প্রাচীন পাণ্ড্যরাজ্য গঠিত ছিল। তাম্রপর্ণী নদীতীরস্থ কোর্কৈ (Korkai) নগরী ইহার প্রাচীন রাজধানী। ৭৭ খৃষ্টাব্দে প্লিনি মদুরা পাণ্ড্যদেশের

রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা প্রাচীন দ্রাবিড়ের সর্ব্ব-দক্ষিণ অংশ।

কেতল (কেরল) পুতো—মালাবার হইতে কন্যা-কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ প্রাচীন কেরলপুরের অন্তর্গত ছিল। বঞ্জি-নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল।

সতিয়পুতো—সতিয়-পুত্রের প্রকৃত স্থান এখনও পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনেকে বর্ত্তমান মঙ্গল-উর্ নগরের সন্নিহিত স্থানকে প্রাচীন সতিয়পুত্র বলিয়া মনে করেন।

তংবপংনি (তাম্রপর্ণী)—সিংহল প্রদেশের প্রাচীন নাম তাম্রপর্ণী। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচারুচন্দ্র বসু-প্রণীত 'অশোক' দ্রষ্টব্য।

অংতিযোক যোনরাজ—সিরিয়া এবং পশ্চিম আসিয়ার অধীশ্বর (Antiochos)। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৬১ হইতে ২৪৬ বৎসর বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। ইনি সেলেউকস্ নিকাটোরের (Seleukos Nikator) পৌত্র।

যবনদিগের সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

চিকীছা—চিকিৎসার ব্যবস্থা।

তৃতীয় অনুশাসন।

যুত—ইঁহারা মহামাত্রদিগের অধীনে থাকিয়া রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি-রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন।

রাজুক (লাজুক)—পালিভাষায় রাজুক ও লাজুক একই অর্থে ব্যবহৃত হইত। রাজুক অর্থে শাসনকর্ত্তা। সংস্কৃতে রজ্জুক। জৈনগ্রন্থে

"রজ্জু" বলিতে লেখকদিগকে বুঝাইত (কল্পসূত্র); এই লেখকগণ কায়স্থশ্রেণী হইতে নিযুক্ত হইতেন এবং ইঁহারাই সকল প্রকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভার রাজুকদিগের উপর ন্যস্ত ছিল। চতুর্থ স্তম্ভলিপিতে অশোক রাজুকদিগের কর্ত্তব্য-কার্য্য বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রাদেশিক—এক একটী প্রদেশের রাজস্ব ও শাসন-ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারীদিগকে প্রাদেশিক বলিত। ইঁহারা রাজুকদিগের অধীনে কার্য্য করিতেন।

অনুসংযান—পরিদর্শনার্থ ভ্রমণ।

বহ্মণসমনানং—যাঁহারা বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। এখানে সম্ভবতঃ যতি বা সন্ন্যাসী-দিগকে বুঝাইতেছে। শ্রমণ—বৌদ্ধ ভিক্ষু বা সন্ন্যাসী। বৌদ্ধশাস্ত্রে শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়। শ্রমণদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগকেও বুদ্ধদেব শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন এবং সমাজমধ্যে ব্রাহ্মণদিগের পদমর্য্যাদা সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করিবার জন্য শিষ্যদিগকে উপদেশ দান করিতেন। বাসলসূত্রে আমরা দেখিতে পাই যে যদি কোনও ব্যক্তি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণদিগকে কোনরূপ প্রতারণা করিত, তাহাকে পতিত বলিয়া গণ্য করা হইত। শ্রমণ শব্দ যে কেবলমাত্র বৌদ্ধসাহিত্য মধ্যে আবদ্ধ তাহা নহে, এমন কি বৃহদারণ্যক উপনিষদের ন্যায় প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—শ্রমণোঽশ্রমণঃ, তাপসোঽ-তাপসঃ—বৃহদারণ্যক, ৩য় অধ্যায়, ৪র্থ ব্রাহ্মণ। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কৃত ধম্মপদের ৮১, ৮২, ১৪২, ৩২৪ ও ৩৯৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পরিসা—পরিষৎ।

চতুর্থ অনুশাসন।

ভেরীঘোসো—এই স্থানে যুদ্ধভেরীর পরিবর্ত্তে ধর্ম্মভেরীর কথা বলা হইয়াছে।

অগিখংধানি (অগ্নিস্কন্ধ)—Mass of Fire অগ্নিরাশি। সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক, অঙ্গুত্তর-নিকায় প্রভৃতি গ্রন্থ মধ্যে ইহা এই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। দশরথ জাতকে রাম ও লক্ষ্মণকে "অগিগ্খংধানি বিয় জলন্তি" (অগ্নিরাশির ন্যায় তেজস্বী) বলিয়াছেন।

বিমানদসনা চ হস্তিদসনা—দিব্যানি রূপাণি :—ধর্ম্মবাণী প্রচারের সহিত জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণের জন্য বিমান (উচ্চ অট্টালিকা বা স্বর্গের ভবন), রথ, হস্তী, প্রভৃতি দ্বারা সাধুগণের স্বর্গ গমন এবং নরকের ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পাপিগণের দণ্ড ও দেবগণের দিব্য-মূর্ত্তি ইত্যাদি নানারূপ অলৌকিক দৃশ্যের শোভাযাত্রা বাহির হইত। *

অনারংভো—অহিংসা ; বিশেষতঃ যজ্ঞার্থে পশুহিংসা হইতে বিরতি।

সীলম্হি তিষ্টংতো – দশশীল পালনপূর্ব্বক।

অসীলস—(অশীলস্য) যে শীলধর্ম্ম পালন করে না।

* অশোক সমরযাত্রা বা মৃগয়াযাত্রার পরিবর্ত্তে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শোভাযাত্রা প্রচলিত করেন। পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলিপুত্রে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এইরূপ একটী শোভাযাত্রার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে প্রত্যেক বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টমী তিথিতে নগরবাসিগণ নানাবিধ বংশদণ্ডের সাহায্যে চারিটী চক্রবিশিষ্ট একটী পঞ্চতল রথ প্রস্তুত করিয়া নানাবিধ রঙ্গের ধ্বজা পতাকা দ্বারা উহা সুশোভিত করিত। এই রথের চারিধারে চারিটী বুদ্ধ মূর্ত্তি স্থাপিত থাকিত ও বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি স্থাপিত হইত। এইরূপ সুশোভিত

পঞ্চম অনুশাসন।

শাহবাজগঢ়ী পর্ব্বতে উৎকীর্ণ অনুশাসন মধ্যে 'শ' 'ষ' কারের ও 'র' ফলার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধংমমহামাতা (ধ্রমমহমত্র)—রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে অশোক 'ধর্ম্মমহামাত্র' নামে এই নূতন কর্ম্মচারীর পদ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র ও যোন, গান্ধার, কাম্বোজ, রাষ্ট্রিক, পিটেনিক এবং সীমান্ত প্রদেশস্থ অন্যান্য জাতির মধ্যে ইঁহারা ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র যাহাতে ধর্ম্মবিধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেই বিধি অনুযায়ী উপদেশ সকল প্রতিপালিত হয়, এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মমহামাত্র নিযুক্ত থাকিতেন। সকল সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে ধর্ম্মমহামাত্রগণ অশোক-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি প্রচার করিতেন। ধর্ম্মমহামাত্রগণের পরে 'ধর্ম্মযুক্ত' নামে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা ধর্ম্মমহামাত্রগণকে সকল প্রকারে সাহায্য করিতেন। স্ত্রীলোকেরাও ধর্ম্মমহামাত্রগণের পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন, ইঁহারা স্ত্রীজাতির উন্নতিবিধানার্থে ব্যাপৃত থাকিতেন।

দশ পনরখানি রথ একত্রে রাজপথে বাহির হইত। নানাবিধ গীতবাদ্যে পরিবৃত হইয়া নগরবাসিগণ দলে দলে এই রথের সম্মুখে গমন করিত এবং পুষ্প ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সেই মূর্ত্তির পূজা করিত। এই রথ নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে নগরবাসিগণ নগরদ্বারে আগমনপূর্ব্বক এই বুদ্ধমূর্ত্তির অভ্যর্থনা করিত; এই রথের সম্মুখে অসংখ্য দীপ প্রজ্বলিত হইত এবং নানাবিধ পুষ্প ও পূজোপকরণ সকল প্রদত্ত হইত। রথের সম্মুখে সুমধুর গীত বাদ্যাদি অনুষ্ঠিত হইত এবং সকলে তথায় সমস্তরাত্রি অবস্থান করিত। দেশ মধ্যে অনেক স্থলেই এইরূপ শোভাযাত্রার কথা ফা-হিয়ান্ অবগত হইয়াছিলেন। অনেকে অনুমান করেন ইহা হইতেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা প্রচলিত হয়।

প্রষংডেষু (পাসংড)—পাষণ্ড-শব্দের পরিবর্ত্তিকালে যেরূপ অর্থাবনতি ঘটিয়াছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না। অশোক-অনুশাসনে সর্ব্বত্রই এই শব্দ সাধু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অশোক সকল পাষণ্ডগণকেই (বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণকে) বিবিধ সম্মান সহকারে পূজা করিতেন (দ্বাদশ গিরিলিপি দ্রষ্টব্য)। মনু বলিয়াছেন :—

কিতবান্ কুশীলবান্ ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবান্।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নির্ব্বাসয়েৎ পুরাৎ॥

দ্যূতাসক্ত, রঙ্গালয়ের অভিনেতা, বেদনিন্দক, পাষণ্ড, অনাপৎকালে পরকর্ম্মজীবী ও মদ্যকর মনুষ্যদিগকে রাজা শীঘ্র নিজ পুর হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। এ স্থলে পাষণ্ড শব্দের কুল্লুকভট্ট এইরূপ অর্থ করিয়াছেন ;—

শ্রুতিস্মৃতিবাহ্যব্রতধারিণঃ—

অর্থাৎ যাহারা বেদ ও স্মৃতি বহির্ভূত ধর্ম্মপালন করে—অহিন্দু, অধার্ম্মিক, শৌণ্ডিক প্রভৃতির সহিত তাহারা একত্র পুর হইতে বহিষ্কার্য্য। এইরূপে ক্রমে পাষণ্ড শব্দ ভণ্ড, নীচ, দুষ্কৃতকারী অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। নাস্তিক শব্দেরও ঠিক এইরূপ অর্থ ঘটিয়াছে।

প্রিয়দর্শী বৌদ্ধ ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তি বুঝাইতে পাষণ্ড শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

প্রাচীন পালি-সাহিত্যেও পাষণ্ড শব্দ এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইত, যথা ব্রহ্মজাল-সূত্র :—

কুটীসকাদিকচতুত্তিংস দ্বাসট্‌ঠিদিট্‌ঠয়ো।
ইতি ছন্নবতী এতে পাসণ্ডা সম্পকাসিতা॥

কুটীসক প্রভৃতি চতুস্ত্রিংশ ও দ্বাষষ্টি মতাবলম্বী এই ষণ্ণবতি (৯৬) প্রকার পাষণ্ড।

যোন—যবন (Ionian = Greek)

গ্রীকেরা আপনাদিগকে সাধারণতঃ হেল্লে-নীস (Hellenes) বলিতেন। গ্রীক-ভাষায় গ্রীকজাতি-বাচক অন্যান্য নাম সকলের (যথা Achaioi, Danaoi, Argeioi) মধ্যে Iaones (= Iavones) এবং তাহার সংক্ষিপ্ত আকার Ianes, Iones নামও পাওয়া যায়। Iavones মুখ্যতঃ গ্রীকদিগের Ionian শাখার আখ্যা। এই শাখার নাম হইতে ইহাদের অধ্যুষিত দেশ, এজিয়ান (Ægean) সাগরের উপকূলবর্ত্তী আসিয়া-মহাদেশের খণ্ডভাগ Ionia বা যোন দেশ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। avones, Hones হইতে যবন, যোন শব্দের উৎপত্তি। প্রাচীন পারসীক অনুশাসনে গ্রীক অর্থে 'য়োনা' শব্দ দৃষ্ট হয়। য়িহুদী-জাতির নিকট গ্রীকেরা 'যাবান্' বা 'যবনের সন্ততি' (Benim Yawan) নামে পরিচিত। এই Yawan নামও Iavones হইতে গৃহীত। আরবী 'য়ুনান্' শব্দের উৎপত্তিও উহাই।

কম্বোয (জ)—হিমাচলবাসী পার্ব্বত্য-জাতি বিশেষের বাসভূমি।

গান্ধার—ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। প্রাচীন পুরুষপুর (পেশবার) ও তক্ষশিলা এই প্রদেশের অন্তর্গত। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে বর্ত্তমান কাবুল পর্য্যন্ত ভূভাগ এক সময়ে গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীন পুষ্কলাবতী ইহার রাজধানী। নারায়ণদেব, অসঙ্গ, বসুবন্ধু, ধর্ম্মত্রাতা, মনোরিত, পার্শ্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই গান্ধার প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রস্তিক = রাষ্ট্রিক—বর্ত্তমান মহারাষ্ট্র-দেশবাসিগণ প্রাচীনকালে রাষ্ট্রিক নামে অভিহিত হইতেন।

পিটেনিক—দাক্ষিণাত্যে গোদাবরী-নদীতীরবর্ত্তী জাতিবিশেষ।

গোদাবরী-তীরস্থ সমৃদ্ধিশালী প্রতিষ্ঠাননগরী (গ্রীকদিগের নিকট পৈথানা Paithana নামে পরিচিত) সম্ভবতঃ ইঁহাদেরই রাজধানী ছিল।

ভটময়েষু—প্রভু ও ভৃত্যাদিগের।

সুকরং—সহজসাধ্য।

ওরোধনেষু (ওলোধনেসু)—অবরোধেষু। "ওরোধনেষু ভ্রতুণং চ মে স্পসুনং"—আমার ভ্রাতৃগণের ও ভগিনীগণের অন্তঃপুরে। ইহাতে অশোক স্পষ্টই বলিতেছেন যে তাঁহার ভগিনীগণ ও একাধিক ভ্রাতা তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশবর্ষেও জীবিত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রবাদ আছে যে তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির সময় সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া সিংহাসন লাভ করেন তাহা ভিত্তিশূন্য বলিয়াই বোধ হয়।

প্রজ (পজা)—প্রজা; কলিঙ্গ অনুশাসনে প্রজাদিগকে সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

শাহ্‌বাজগঢ়ীতে উৎকীর্ণ অনুশাসনের ভাষা অন্যান্য প্রদেশের প্রাকৃতসমূহ অপেক্ষা কিছু অধিক সংস্কৃত-ব্যঞ্জক। ঐরান্ বা পারস্যের সান্নিধ্য-হেতু প্রাচীন পারসীক ভাষার প্রভাবও দুই এক স্থলে ইহাতে দেখা যায়:—

'রাষ্ট্রিক' স্থলে 'রঠিক,' (মূর্দ্ধন্য 'ট' স্থলে দন্ত্য 'ত'—তুলনীয়, সংস্কৃত 'বসিষ্ঠ' ও আবস্তিক বা প্রাচীন পারসীক 'বহিশ্‌ত', 'উষ্ট্র' ও 'উশ্‌ত্র' [আধুনিক ফারসী 'উত্তর্',] 'বহিষ্ঠ' 'ও' বহিশ্‌ত')।

'স্বস্ণাং' স্থলে 'স্পসুনং' (তুলনীয়, সংস্কৃত 'অশ্ব' ও আবস্তিক 'অশ্‌প' [ফারসী 'অস্‌প্‌'], 'শ্বেত' ও 'শ্‌পএত' [ফারসী 'সফেদ্'], 'বিশ্ব' ও বিশ্‌প,' 'স্বা' ও 'শ্‌পা')।

'লিপিস্ত' (=লিপিত)=লিখিত; তুলনীয়, পহলবী 'নিপিশ্‌তন্=লেখা [ফারসী 'নূশ্‌তন্']। ('নিপিস্ত' শব্দের সহিত 'পুস্তক' শব্দের যোগ থাকা সম্ভব)।

ষষ্ঠ অনুশাসন।

পরিসায়ং—বৌদ্ধসংঘে। এস্থলে "জনসমাজে" এরূপ অর্থ করিলে অর্থ পরিস্ফুট হয়।

বচম্‌হি—সং বর্চ্চস্‌=পুরীষ। "বচ্চট্‌ঠানং বচ্চকুটী" (অভিধানপ্রদীপিকা) শৌচগৃহ।

ভূতানং আনংণং গচ্ছেয়ং—সকল প্রাণীর নিকট আনৃণ্য লাভ করিতে পারি, অর্থাৎ ঋণমুক্ত হইতে পারি। কর্ত্তব্যমাত্রেই দেয়, (অর্থাৎ ঋণস্বরূপ) সুতরাং কর্ত্তব্য পালনের দ্বারাই সেই ঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। উত্তরচরিতের ৭ম অঙ্কে জানকীকে রামের হস্তে প্রত্যর্পণ করিয়া পৃথিবী বলিতেছেন,—"আনৃণ্যং গতাংস্মি"—আমি কৃতকৃত্যা হইয়াছি—আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি।

পটিবেদক (প্রতিবেদক)—ইহারা রাজ্যের সমুদয় সংবাদ সংগ্রহপূর্ব্বক গোপনে রাজসমীপে নিবেদন করিত। নগরশোভিনীগণের সাহায্যেই তাহারা এই প্রকার গুপ্ত তথা সকল সংগ্রহ করিত।

অষ্টম অনুশাসন।

বিহার যাত্রা—আমোদ প্রমোদের উদ্দেশে ভ্রমণ। অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধচরিত ৩য় সর্গ, ৩য় শ্লোক,—

> ততো নৃপস্তস্য নিশম্য ভাবং,
> পুত্রাভিধানস্য মনোরথস্য।
> স্নেহস্য লক্ষ্ম্যা বয়সশ্চ যোগ্যাম্‌
> আজ্ঞাপয়ামাস বিহারযাত্রাম্‌॥

তাহার পর, নৃপ (শুদ্ধোদন) পুত্ররূপ মনোরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া পুত্রের প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহ-সম্পদের উপযুক্ত এবং তাঁহার বয়সের যোগ্য বিহারযাত্রার আজ্ঞা প্রদান করিলেন।

অযায় সম্বোধি—ইহার প্রচলিত অর্থ হইতেছে অভিষেকের

দশমবর্ষে অশোক জ্ঞানমার্গে গমন করিয়াছিলেন অর্থাৎ অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসরণ করিয়াছিলেন। যাহারা অষ্টাঙ্গমার্গ অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সম্বোধিপরায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহার অন্য অর্থও সম্ভব, যে অশোক অভিষেকের দশমবর্ষে সংবোধি অর্থাৎ মহাবোধি দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গয়াপ্রদেশের প্রাচীন নাম মহাবোধি, উহা বৌদ্ধগণের মহাতীর্থস্থান। শ্যাম, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতেও বৌদ্ধগণ ঐ স্থান দর্শন করিতে আসেন। যে সকল স্থান, বুদ্ধদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট, অশোক তীর্থ-ভ্রমণকালে সেই সকল স্থানেই গমন করিয়াছিলেন।

আমাদিগের বিবেচনায় 'অযায় সম্বোধি' অর্থে অশোক জ্ঞানলাভার্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

নবম অনুশাসন।

মংগলং—বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্য।

মহাফলে—মহাফলদায়ক।

ধংমদানং—মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি শ্রদ্ধা, সুহৃদ্‌গণের উপকার, সাধুসজ্জনের সেবা, দুঃখী নিরাশ্রয়কে দান, অহিংসা, দয়া ও সত্যপরায়ণতা, প্রত্যেক প্রাণীর জীবন পবিত্র বোধে সম্মান, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, ইন্দ্রিয় সংযম, কর্ত্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহকেই অশোক 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রজাবৃন্দকে এমন কি সমগ্র মানবজাতিকে এই ধর্ম্ম দান করাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

আবাহ বিবাহ—আদানপ্রদান (অম্বষ্ঠ সুত্র)—দীঘনিকায় দ্রষ্টব্য। আবাহ=পুত্রের বিবাহ। বিবাহ=কন্যার বিবাহ।

দশম অনুশাসন।

তদাপ্তনো—তদা আত্মনঃ।

অন্যত্র এই পাঠ আছে—"তদত্বায়ে আয়তিয়ে চ জনো"—তদত্বায়ে=সং তদা+ত্ব, চতুর্থী=তদাত্বায় (বর্ত্তমান কালে); আয়তিয়ে=সং আয়ত্যৈ (ভবিষ্যতের জন্য)। শেষোক্ত পাঠে অর্থ অধিকতর পরিস্ফুট হয়। "দিঘায়"=দীর্ঘায়=ভবিষ্যতের জন্য।

অপ্পপরিস্রবে—অপ্প (অল্প) পরিস্রবে (স্খলন), অর্থাৎ (আধ্যাত্মিক) বিপদ্ শূন্য।

অপুংঞং (অপুণ্য)—পাপ।

উসটেন—উসট=উৎকৃষ্ট; সংস্কৃত 'উৎকৃষ্ট' শব্দ হইতে প্রাকৃতে যথাক্রমে 'উক্কসট,' 'উকসট', 'উঅসট', 'উসট'।

একাদশ অনুশাসন।

দাসভতকম্হি—দাস ও ভৃত্য। যাহারা প্রভুর সম্পত্তিস্বরূপ বিবেচিত হইত তাহাদিগকে দাস (slave) বলিত। ইহাদের স্বতন্ত্র বেতন থাকিত না। ভৃত্য—যাহারা স্বতন্ত্র বেতনে কার্য্য করিত। "ভতিং করোতি" (জাতক)=খাটিয়া খায়।

বচিগুতী—বাক্‌গুপ্তি। মহাগোবিন্দসুত্রান্তে বুদ্ধের আটটী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে—তাহার মধ্যে একটী বাক্যগোপন, এক স্থানে এক বাক্য শুনিয়া অপর স্থানে তাহা না বলা। এখানে বাক্‌সংযম বুঝাইতেছে।

সমবায়—সমপক্ষপাত। সকল ধর্ম্মের প্রতি সমান আদর।

ইথীঝকমহামাত—স্ত্রীমহামাত্র। স্ত্র্যধ্যক্ষমহামাত্রা—(ইথীঝক = স্ত্রী + অধ্যক্ষ)।

বচভূমিকা—তত্ত্বাবধারকগণ। এই অর্থ অনুমান মাত্র। ইহার প্রকৃত অর্থ ঠিক নির্ণীত হয় নাই। মানসেরা অনুশাসনে 'ব্রচভূমিকা' পদ দৃষ্ট হয়।

ত্রয়োদশ অনুশাসন।

পঞ্চম গিরিলিপির ন্যায়, ইহাও খরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত। ইহাতে 'শ' ও 'ষ'কারের ব্যবহার আছে।

কলিগ, কলিঙ্গ—কলিঙ্গ অতি প্রাচীন প্রদেশ। হিন্দু ও বৌদ্ধগ্রন্থে অনেক স্থলেই ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কলিঙ্গের ধর্ম্মপ্রাণতা, বীরত্ব ও শিল্পবাণিজ্য এক সময়ে ইতিহাস-বিখ্যাত ছিল। অতি প্রাচীনকালে উত্তরে বৈতরণী নদী, দক্ষিণে রাজমাহেন্দ্রী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ও পশ্চিমে মহেন্দ্রগিরি, এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূখণ্ড কলিঙ্গ প্রদেশ নামে অভিহিত হইত। হরিবংশে বর্ণিত আছে যে, তাম্রলিপ্ত হইতে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা আরম্ভ হইয়াছে। গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্তোলেমায়স্ (টলেমি) গঙ্গাসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশসমূহকে কলিঙ্গ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। প্লিনি এই কলিঙ্গ রাজ্যকে তিন ভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন ; যথা—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ, এবং মহাকলিঙ্গ। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ত্রিকলিঙ্গ অর্থে তিনটি কলিঙ্গ নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গের অপভ্রংশ উৎকল।

দিয়ধ — সংস্কৃত অধ্যর্দ্ধ, বাঙ্গালা দেড়।

অগ্রভুটি — যাহারা অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বয়োজ্যেষ্ঠ।

যোনরজ — প্রিয়দর্শীর উৎকীর্ণ ত্রয়োদশ শিলালিপিতে সিরিয়ারাজ অংতিয়োক, তুরময়, অন্তিকিনি, মক ও অলিকসুদর, এই পাঁচজন গ্রীক্ নরপতির উল্লেখ আছে। নিম্নে তাঁহাদের যথাযথ নাম প্রদত্ত হইল :

সিরিয়ারাজ আন্তিওখস্ (Antiochos)—রাজত্বকাল		
	খ্রীঃ পূঃ	২৬১-২৪৬
মিসররাজ প্তোলেমায়স্ ফিলাদেল্ফস্ (Ptolemaios Philadelphos)	"	২৮৫-২৪৭
মাসিডোনিয়া-রাজ আন্তিগোনস্ গোনাতাস্ (Antigonos Gonatas)	"	২৭৭-২৩৯
সাইরীনী (Cyrene) বা কিরেনের রাজা মাগাস্ (Magas)	"	২৫৮ মৃত্যু হয়।
এপিরসের (Epiros) রাজা আলেক্সান্দ্রস্ (Alexandros)	"	২৭২-২৫৮।

তংবপংনী—প্রাচীন সিংহল রাজ্য। বিস্তৃত বিবরণ শ্রীচারুচন্দ্র বসু প্রণীত অশোকের জীবনী ও মৌর্য্যসাম্রাজ্যের ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

বিশ — সম্ভবতঃ রাজপুত বৈশ্যগণকে বুঝাইতেছে।

বজ্জি — বৈশালীর বৃজি জাতি।

ভোজ — বিদর্ভ। বর্ত্তমান বিরাড় বা বেরারবাসিগণ ভোজ নামে অভিহিত হইতেন।

পিতিনিকেষু—গোদাবরী-তীরবর্ত্তী প্রাচীন জাতিবিশেষ।

অংধ্র—মৌর্য্য প্রভাবের অবসানে দাক্ষিণাত্যে এই দ্রাবিড় জাতি (আধুনিক তেলুগু-জাতির পূর্ব্বপুরুষ) নিজ ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা করেন। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশই প্রবল আন্ধ্র সাম্রাজ্যের উৎপত্তি স্থান। কোন্ সময় আন্ধ্রগণ মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করেন, তাহার সঠিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, তবে অশোকের রাজত্বকালে আন্ধ্রদেশ করদ রাজ্যরূপে পরিগণিত ছিল। এই রাজবংশের স্থাপয়িতার নাম সিমুক। অন্ধ্রজাতি খ্রীঃ পূঃ ২২০ হইতে ২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র মধ্যভারত আন্ধ্র-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে ইঁহারা প্রতিদ্বন্দ্বী কণ্বরাজবংশের উচ্ছেদ সাধন করেন ও সেই সময়েই কলিঙ্গরাজ খারবেলের সাহায্যার্থে প্রবল এক বাহিনী প্রেরণ করেন। অন্ধ্রাজবংশের অনেকেই শাতকর্ণী নামে অভিহিত হইতেন।

পুলিদ(ন্দ)—মধ্যভারতের পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ।

দূত—নিম্নলিখিত দেশ সকলে অশোকের দূতগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন:—(১) মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত প্রদেশসমূহ। (২) সাম্রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ অর্থাৎ যোন, কাম্বোজ, গান্ধার, রাষ্ট্রিক, পিটেনিক, অন্ধ্র, নাভাগ প্রভৃতি দেশে; (৩) ভারতবর্ষের চারিদিকে অরণ্যপ্রদেশে (৪) ভারতের স্বাধীন রাজ্যসমূহ; যথা—কেরলপুত্র, সতিয়পুত্র, চোল ও পাণ্ড্যদেশ: (৫) সিংহল দেশ; (৬) ব্রহ্ম দেশ। এমন কি সিরিয়া সাইরীণী, এপিরস ও মাসিডোনিয়া পভৃতি স্থানেও অশোকের দূতগণ ধর্ম্মপ্রচারার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। শ্রীচারুচন্দ্র বসু কৃত "অশোক" দ্রষ্টব্য।

———

কলিঙ্গ অনুশাসন।

জৌগড় ও ধৌলি-লিপিদ্বয়ই অতিরিক্ত অনুশাসন (Separate বা Detached Edicts) নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই উভয় লিপি-মধ্যে "দেবানাংপিয় প্রিয়দসী"র পরিবর্ত্তে কেবল মাত্র "দেবানং পিয়" পাঠই দৃষ্ট হয়। জৌগড় এবং ধৌলি লিপিমধ্যে রাজনীতির উচ্চ আদর্শ আমরা লক্ষ্য করিয়া থাকি। রাজনীতি এবং ধর্ম্মনীতি, এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য রক্ষাপূর্ব্বক এক অভিনব ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনই অশোকের উদ্দেশ্য ছিল। ধৌলি ও জৌগড় লিপিমধ্যে উক্ত আদর্শ অতি উজ্জ্বল ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। 'সবে মুনিসে পজা মমা' (ধৌলি) 'সব মুনিসা মে পজা' (জৌগড়)—সকল মনুষ্যই আমার পুত্র—ইহাই অশোকের রাজনীতির মূল মন্ত্র।

জৌগড়।*

জৌগড় লিপি অনেক স্থলে সীমান্ত লিপি (Borderers' Edict) বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। সাম্রাজ্যের সীমান্তজাতিগণ কিরূপ ভাবে শাসিত হইবে, জৌগড় লিপিমধ্যে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

নগল বিয়োহালক—নগর ব্যবহারক, নগরের শাসনকর্ত্তা।

অনুসংযান—পরিভ্রমণ, প্রতি পঞ্চম বৎসরে মহামাত্র ও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাগণ যে পরিভ্রমণে নির্গত হইতেন।

কুমালে—প্রধানা মহিষীগণ দেবী নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহাদের পুত্রগণকে কুমার বলা হইত।

---

* অতিরিক্ত পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

ধৌলি।

কলিঙ্গ প্রদেশের রাজধানী তোসলির শাসনকর্ত্তা এবং মহামাত্র প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারিগণকে উদ্দেশ করিয়া এই ;লিপি উৎকীর্ণ করা হইয়াছিল। ধৌলি-লিপি অনেক সময় প্রাদেশিক লিপি (Provincial Edict) নামে কথিত হইয়া থাকে।

মঝম—মধ্য। অতিরিক্ত কঠোরতা এবং অতিশয় কোমলতা ত্যাগ করিয়া মধ্যপথ অবলম্বন করা।

মোখমত—মুখ্য।

অখখসে—অকর্কশ, সদয়।

প্রথম স্তম্ভলিপি।

আপামর প্রজা সাধারণকে লক্ষ্য করিয়া অশোক স্তম্ভলিপি সকল উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

হিদত পালত—হিদত+পালত ; 'হিদত' অর্থে ইহলৌকিক ; 'পালত' সাধারণতঃ সংস্কৃতে পরত্রম্ অর্থাৎ পারলৌকিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পলীখা—আত্মপরীক্ষা ; তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে এই অর্থেই পলীখার পরিবর্ত্তে 'পটিবেখে' (প্রতিবেক্ষণ) পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পুলিসা—মনুষ্য বা প্রাণী ; চতুর্থ এবং সপ্তম স্তম্ভলিপিতে এই অর্থেই পুলিসা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু এ স্থলে পুলিসা অর্থে সাধারণ রাজকর্ম্মচারী বুঝাইতেছে। ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ্ বলেন 'পুলিসা' এবং ষষ্ঠ শিলালিপিতে উক্ত 'পটিবেদক' শব্দ একার্থবোধক। কিন্তু এরূপ অর্থ আমাদের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

চপল—অস্থির প্রকৃতি, কিন্তু সংস্কৃত ও পালিতে অনেক স্থলেই দুর্বিনীত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

অংত মহামত্তা—সীমান্ত কর্ম্মচারিবৃন্দ; সংস্কৃতে 'অন্তপাল' শব্দ দৃষ্ট হয়, উভয় পদ অনেকটা একার্থবোধক।

উসাহেন—উৎসাহেন; উস্‌সাহ, উসাহ; প্রকৃত পক্ষে 'উ'কার হওয়া উচিত।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি।

অপাসিনবে—অপ [অল্প] + আসিনবে = পাপ; পাপশূন্যতা। তৃতীয় স্তম্ভলিপিতে কোপনতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার এবং ঈর্ষা প্রভৃতিকে "আসিনব" অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। আসিনব = সংস্কৃতে আস্রব।

চখুদানে—পারমার্থিক দৃষ্টি, চখু = চক্ষু।

কয়ানাণি—কল্যাণকর কার্য্য।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি।

পাপ—বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে পাপদেশনার বিষয় উল্লিখিত আছে। পক্ষান্তে বা মাসান্তে বৌদ্ধভিক্ষুগণ কোন এক নির্জ্জন স্থানে মিলিত হইয়া স্বীয় কৃত পাপকার্য্যের বিষয় উল্লেখ করিতেন, ইহাকেই পাপদেশনা বলিয়া থাকে। রোমান্ কাথলিক্ খ্রীষ্টানদিগের confession এর মত। এখানে সম্ভবতঃ সেই প্রাচীন প্রথার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে।

চংডিয়ে—ক্রুদ্ধতা, রীস্-ডেভিড্‌স্ অর্থ করিয়াছেন 'পশুত্ব'।

মন [মিন]—মনাক্, বূলার অর্থ করিয়াছেন অল্প (little), কার্ন্ অর্থ করেন পুনঃ (also)। মন্তে (to consider), এই অর্থও সম্ভব।

চতুর্থ স্তম্ভলিপি।

ধংমযুত—ইঁহারা রাজুক এবং ধর্ম্মমহামাত্রদিগের অধীনে থাকিয়া প্রজাবৃন্দের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধানার্থে নিযুক্ত থাকিতেন।

অভিহাল [অভিহার]—পালিতে সম্মান বা পুরস্কার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে; জাতক গ্রন্থ মধ্যেও এই প্রকার অর্থে ব্যবহার দেখা যায়।

বিয়োহাল সমতা চ দণ্ডসমতা—মহারাজ প্রিয়দর্শী দোষী-দিগের বিচারকালে ও দণ্ডদানে যেন কোন প্রকার পক্ষপাত না হয়, সে বিষয়ে রাজুকদিগের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে দোষ বিচারপূর্ব্বক সমুচিত দণ্ড প্রদানই অশোকের "দণ্ড-সমতা" ও "ব্যবহার-সমতা"। তাঁহাদের মতে, এরূপ বিধি ব্রাহ্মণদিগের নিকট একান্ত অপ্রীতিকর হইয়াছিল। কারণ তৎকালপ্রচলিত হিন্দুসমাজের নিয়ম অনুসারে ব্রাহ্মণগণ সকল প্রকার দণ্ডের বহির্ভূত ছিলেন। যতই গুরুতর অন্যায় কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা কৃত হউক না কেন, নির্ব্বাসনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দণ্ড বলিয়া পরিগণিত হইত। ধর্ম্মাধিকরণে ব্রাহ্মণদিগের প্রতাপ ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ ছিল, সেই নিমিত্ত অশোক-প্রবর্ত্তিত "দণ্ড-সমতা" ও "ব্যবহার-সমতা" তাঁহাদের অসন্তোষের একটী প্রধান কারণ হইয়াছিল। আমাদের বিবেচনায় এবম্প্রকার অনুমান সম্পূর্ণ ঐতিহাসিকভিত্তি শূন্য। এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণের জন্য "ভারতবর্ষ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত "মৌর্য্য-সাম্রাজ্য বিলোপের কারণ" নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চঘতি—চঘংতি—জাগত্তি (Senart); "জ" স্থানে "চ" প্রয়োগ হইয়াছে। কার্‌ন্ বলেন হিন্দী "চাহ্‌না" ও "চঘতি" পদ মূলে একই ধাতু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। চাহ্‌না—ইচ্ছা করা।

নিঝপয়িসংতি—নিদিধ্যাসয়িষ্যন্তি। (পুনঃ পুনঃ ধ্যান করা)।

পঞ্চম স্তম্ভলিপি।

যজ্ঞার্থে পশুবধ অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। অনেকের বিশ্বাস অশোক এই প্রথা নিবারণ করিয়াছিলেন। প্রিয়দর্শীর আর্য্যধর্ম্ম-বিদ্বেষের ইহা একটী কারণ বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন। এরূপ অনুমান সম্পূর্ণ যুক্তিশূন্য। পঞ্চম স্তম্ভলিপি পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মহারাজ অশোক পশুবধ কেবলমাত্র আংশিক ভাবে নিবারণ করিয়াছিলেন; অপ্রতিহত প্রাণিবধ প্রথাকে একটা নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। বৎসরের মধ্যে ৫৬ দিবস মাত্র মৎস্য বধ বা বিক্রয় বন্ধ থাকিত।

চাতুর্ম্মাস্য—অতি পুরাকাল হইতেই ভারতবর্ষে সমগ্র বৎসর তিন ভাগে বিভক্ত হইত। ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ, গ্রীষ্ম; আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন, বর্ষা; কার্ত্তিক, মার্গশীর্ষ, পৌষ (তিষ্য) এবং মাঘ, হেমন্ত ঋতু বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্রাহ্মণগণ এই চাতুর্ম্মাস্যের প্রারম্ভে বা অন্তে যাগ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেন। হিন্দুসন্ন্যাসী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জৈন যতিগণ বর্ষার চারিমাস নিজ নিজ আশ্রমে অবস্থান করিতেন। প্রাচীন শিলা-লিপিতেও এইরূপ বৎসর বিভাগের উল্লেখ আছে।

নাগবন—রাজাদেশে যে বনে হস্তী সকল রক্ষিত হইত (elephant preserve)।

কেবটভোগ—(কৈবর্ত্তভোগ) সরোবর বা নদীর অংশ বিশেষ, যাহা মৎস্যব্যবসায়িগণের ব্যবহারার্থ রক্ষিত হইত।

উপোসথ—অষ্টমী, চতুর্দ্দশী ও অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথি।

ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি।

অপহটা (অপহট)—সংস্কৃত অপহৃত্য। পূর্ব্ব আচরণ পরিত্যাগপূর্ব্বক।

নিকায়—ইহা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রধানতঃ নিকায় বলিতে শ্রেণী বা বিভাগ বুঝায়, যেমন সূত্রপিটকের পাঁচখানি গ্রন্থ বিভিন্ন 'নিকায়' নামে বিদিত। সাম্রাজ্যের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য বিভিন্ন কর্ম্মচারিশ্রেণীকেও নিকায় বলিত। কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন নিকায় (board) মৌর্য্য রাজাদিগের সময়ে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। এক এক বিভাগের ভার এক একটী নিকায়ের উপর ন্যস্ত ছিল।

সপ্তম স্তম্ভলিপি।

আপান—ইহার প্রকৃত অর্থ মদ্যশালা। এ স্থলে পথিপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র গৃহ বুঝাইতেছে ; এই সকল গৃহ হইতে তৃষ্ণার্ত্ত পথিক বা জন্তুদিগকে জল দান করা হইত।

সংঘ—ভিক্ষুসম্প্রদায়।

নিংসিধিয়া—নিষণ্ণা ; নি+সদ্, বিশ্রামার্থ উপবেশন করা, বিশ্রামস্থান।

আজীবিক—ব্রহ্মজাল-সূত্র, সমঞ্ঞফল-সূত্র ও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থ মধ্যে এই আজীবিকদিগের উল্লেখ আছে। অশোক-অনুশাসন মধ্যেও ইঁহাদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বরাহমিহির (খ্রীষ্টাব্দ ৫২৫) বৃহৎ-জাতকে এই আজীবিকদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। কুমারদাস- (খ্রীষ্টাব্দ ৭২৫) প্রণীত জানকী-হরণের দশম অধ্যায়ে ইঁহাদের উল্লেখ আছে। মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ ত্রয়োদশ শতাব্দীর কোন কোন অনুশাসন

মধ্যে আজীবিকদিগের উপর কর নিদ্ধারণের উল্লেখ দেখা যায়, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে তাঁহারা তৎকালে জনসমাজের বিশেষ অপ্রিয়-ভাজন হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালের দিগম্বর জৈনগ্রন্থকারগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে উঁহাদের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। 'আচারসার' নামক জৈন গ্রন্থ মধ্যে উঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং 'দিব্যাবদান' নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আজীবিক ও নির্গ্রন্থদিগকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বৃহৎ-জাতকের উৎপল-কৃত টীকায় আজীবিক-দিগকে "নারায়ণাশ্রিতানাং" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, ইহাতেই অধ্যাপক কার্ন্ এবং বুলার ইঁহাদিগকে বৈষ্ণব বা নারায়ণের উপাসক বলিয়া মনে করেন। নন্দবচ্ছ (নন্দবৎস), কিস-সংকিচ্ছ (কৃশ-সংকৃচ্ছ), ও মক্খলিগোশাল প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। বুদ্ধঘোষ উঁহাদিগকে নগ্নপরিব্রাজক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। আজীবিকগণ গোময় ভক্ষণ করিতেন ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন মুক্তিলাভের উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

নিগংঠ—(নির্গ্রন্থ)—শেষ (চতুর্বিংশ) জিন-তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী নির্গ্রন্থনাথপুত্র, নির্গ্রন্থজ্ঞাতিপুত্র, নিগণ্ঠনাথপুত্ত প্রভৃতি নামে পরিচিত। মহাবীরস্বামী ও নির্গ্রন্থনাথপুত্র যে এক ব্যক্তি তাহা নিঃসংশয়ে প্রতি-পন্ন হইয়াছে। এই নির্গ্রন্থনাথপুত্র বা মহাবীরস্বামী বুদ্ধদেবের প্রায় সমসাময়িক। মহাবীরের শিষ্যগণই তৎকালে নির্গ্রন্থ নামে বিদিত ছিলেন।

অনালংভয়—অনারম্ভায়।

ভাব্ড়া লিপি।

"দেবানংপিয় পিয়দসি"র পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র "পিয়দসিরাজ" এক-মাত্র ভাব্ড়া অনুশাসন মধ্যেই দৃষ্ট হয়। ভাব্ড়া অনুশাসন মহারাজ প্রিয়-

দর্শীয় বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কেহ কেহ অনুমান করেন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতেই অশোক "দেবানংপিয়" পদের ব্যবহার পরিত্যাগ করেন।

মাগধে—রাজার বিশেষণ মগধরাজ, অথবা সংঘের বিশেষণ মগধস্থ সংঘ।

অভিবাদনং—প্রথম পাঠ উদ্ধারের সময় "অভিবাদেতানং" রূপে পঠিত হয়। তৎপরে কেহ কেহ "অভিবাদেমানং" পাঠ সাব্যস্ত করেন, তৎপরে 'অভিবাদনং' পদ গৃহীত হয়। কিন্তু Journal Asiatique এ যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 'অভিবাদেতুনং' পদ দৃষ্ট হয়।

বুধসি ধংমসি সংঘসি—বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ; ইহাই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীদিগের ত্রিশরণ।

সধংমে—সদ্ধর্ম্ম অর্থে কেহ কেহ তথাগত উপদিষ্ট ধর্ম্ম বলিয়া অর্থ করেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্ম কাহাকে বলে দ্বিতীয় স্তম্ভলিপিতে বিবৃত হইয়াছে।

চিলঠিতিকে—চিরস্থিতিক।

ইমানি ভংতে ধংমপলিয়ানি—নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল ধর্ম্মের অধ্যায় বা সোপান (পর্য্যায়)।

১। বিনয় সমুকসে (বিনয় সমুংকর্ষ)—নির্ণয় হয় নাই।
২। অলিয়বসানি (আর্য্যবংশ)— অঙ্গুত্তর নিকায়, দ্বিতীয় ভাগ।
৩। অনাগত ভয়ানি— অঙ্গুত্তর নিকায়, তৃতীয় ভাগ।
৪। মুনিগাথা (মুনিসূত্র)— সূত্রনিপাত, প্রথম ভাগ।
৫। মোনেয়সূত্র (নালক সূত্র)— অঙ্গুত্তর নিকায়।
৬। উপতিস পসিন (শারিপুত্র প্রশ্ন)—সূত্র নিপাত, চতুর্থ ভাগ।
৭। লাঘুলোবাদ (রাহুলোবাদ)—মজ্‌ঝিম নিকায়।

রূপনাথ ও সাসেরাম।

রূপনাথ, সাসেরাম, বৈরাট. সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি ও জটিল-রামেশ্বর লিপিসকল একই প্রকারের। প্রথম তিনটী উত্তর-ভারতে ও শেষ তিনটী দক্ষিণ-ভারতে (মহীশূর প্রদেশে) অবস্থিত।

ছবচর [রূপনাথ] সড়বছল [সাসেরাম] = সংবছর, সংবৎসর, এক বৎসর মাত্র। মিঃ রাইস্ (Rice) কর্ত্তৃক উদ্ধৃত মহীশূর-লিপিতে 'সবচ্ছরম্' পাঠ দৃষ্ট হয়। প্রথমে কেহ কেহ অর্থ করিয়াছিলেন ছয় বৎসর। কিন্তু রূপনাথ ও সাসেরাম লিপির প্রথমে অশোক বলিয়াছেন যে, তিনি আড়াই বৎসর কাল উপাসক (গৃহস্থ শিষ্য) রূপে বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একবৎসরকাল মাত্র সংঘে যোগদান করিয়াছেন। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে 'সড়বছলে'র অর্থ সম্বৎসর, ছয়বৎসর নহে।

ব্যুথেন—সংস্কৃত ব্যুষ্টেন (বি+বস্+ক্ত)। প্রাকৃত 'বুট্ঠেন' স্থলে ব্যুথেন। যিনি চলিয়াগিয়াছেন (departed), প্রথমে বুদ্ধকে নির্দ্দেশ করা হইত, এক্ষণে ব্যুথেন শব্দে অশোককে নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। ব্যুথেন = বিবাসিত বা প্রবাসিত (প্রোষিত)।

২৫৬ [দ্ব = ২০০ + ন = ৫০ + ছ = ৬] রূপনাথ ও সাসেরাম লিপির এই অংশের মর্ম্ম অনেকদিন পর্য্যন্ত দুর্বোধ্য ছিল, অশোকলিপি-বিশারদ-পণ্ডিতগণ অনেকেই অনেক প্রকার অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এ যাবৎ অনেকে ইহার অর্থ করিতেন যে বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৫৬ বৎসরে এই আদেশ লিপিবদ্ধ হয়, কিন্তু এক্ষণে এই অর্থ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৯১০ সালে Journal Asiatique এ মিষ্টার টমাস্ এই অংশের যে ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অর্থ অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। সাসেরাম-লিপিতে আছে—

"দুবেসপংনা লাতিসতা" = দ্বে ষট্‌পঞ্চাশে রাত্রিশতে। এ স্থলে রাত্রি অর্থে কেবলমাত্র রাত্রি বলিয়া গণনা না করিয়া দিন রাত্রি একত্র ধরিলে অর্থ অপেক্ষাকৃত সুগম হয়। সাসেরাম-লিপির উদ্ধৃত অংশ হইতে রূপনাথ ও সাসেরাম-লিপির ২৫৬ সংখ্যার অর্থ অতি পরিষ্কারভাবে সমাধান হইয়াছে, অর্থাৎ আমার প্রবাসের ২৫৬ রাত্রে এই লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

এস্থলে দুইটী প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে; প্রথম, ২৫৬ রাত্রির বিশেষরূপ উল্লেখের কি আবশ্যক ছিল? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, প্রবাসে কেনই বা তিনি গমন করিয়াছিলেন, এবং এই প্রবাসকালে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? অতি সংক্ষেপে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করিতে চেষ্টা করিব।

দীপবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন পালিগ্রন্থ সকল একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, ভগবান্ বুদ্ধের ২১৮ বৎসর পরে মহারাজ অশোক সিংহাসন আরোহণ করেন, এবং ইহাও একপ্রকার সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্য যে তিনি ৩৭ বৎসর মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ২১৮ + ৩৭ = ২৫৫, তিথি অনুসারে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে ২১৮ বৎসরের ৭।৮ মাস পরে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই ২৫৬ বৎসর পূর্ণ হয়। বুদ্ধনির্ব্বাণের ২৫৫ বৎসর ৭।৮ মাস পর মহারাজ অশোক প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এই প্রব্রজ্যার ৮ মাস ১৬ দিন গত হইলে (অর্থাৎ ২৫৬ তম রাত্রে) ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ করিয়া এই লিপি ঘোষণা করেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইতেছে, প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে কোথায় অবস্থান করিয়াছিলেন? ব্রহ্মগিরি ও সিদ্ধপুর লিপিতে এই প্রশ্ন সমাধান হইয়াছে। উক্ত লিপিদ্বয়ে সুবর্ণগিরির উল্লেখ আছে, ঐ স্থান হইতেই উক্ত লিপিদ্বয় ঘোষিত হইয়াছিল; ব্রহ্মগিরি ও সিদ্ধপুর লিপিতে রাজপুত্র ও উচ্চ কর্ম্মচারিগণ উক্ত আদেশ ঘোষণা করিতেছেন

বলিয়া উল্লেখ আছে, ইহা হইতে অনুমিত হয় যে মহারাজ অশোক এই সময় রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণগিরিতে অবস্থান করেন। বিহার প্রদেশের বর্ত্তমান সোণগিরিকে প্রাচীন সুবর্ণগিরি বলিয়া অনেকে অনুমান করেন, ইহা বৌদ্ধদিগের একটী তীর্থ স্থান। এক সময়ে এইস্থানে রাজগৃহ-নগরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই রাজগৃহ-নগরী ভগবান্ বুদ্ধের জীবনীর সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট; সম্ভবতঃ পবিত্র তীর্থ বোধে মহারাজ অশোক এই স্থানে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। উত্তরকালে এই সোণগিরি সম্ভবতঃ জৈন তীর্থে পরিণত হইয়াছিল। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে তথায় একটী জৈন মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। এই সুবর্ণগিরিতে অবস্থান কালে ২৫৬ রাত্রে রূপনাথ ও সাসেরাম প্রভৃতি স্থানে উৎকীর্ণ লিপি সকল ঘোষিত হইয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে এই সুবর্ণগিরি দাক্ষিণাত্যে অবস্থিত ছিল।

অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে বিলক্ষণ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। অশোকলিপি হইতে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, তাহা হইতে কেহ কেহ বলেন যে সিংহাসন আরোহণের নবম বৎসরে কলিঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই মহারাজ অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষ বলিয়া থাকেন যে তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে, অন্ততঃ ৩০।৩২ বৎসর পরে, তিনি বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে গত ৮১০ বৎসর হইতে Royal Asiatic Society পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিচার চলিতেছে; Senart, Thomas এবং Vincent Smith, অশোক রাজত্বের প্রথম ভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এই মতই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Buehler ও Fleet দ্বিতীয় মতটী বিশেষ যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ব্রহ্মগিরি।

অয়পুত—আর্য্যপুত্র, বা কুমার।

রুম্মিন্ দেবী।

মহারাজ অশোক কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপি সকলের মধ্যে রুম্মিন্দেবী লিপিই সর্ব্বাপেক্ষা অবিকৃত ভাবে রক্ষিত আছে। ইহা প্রাচীন মাগধী ভাষার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইহাতে 'র'কারের পরিবর্ত্তে 'ল'কার ব্যবহৃত হইয়াছে।

হিদ বুধে জাতে—এই স্থানে ভগবান্ বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান রুম্মিন্ দেবীই প্রাচীন লুম্বিনি গ্রাম; লুম্বিনি = লুম্মিনি = রুম্মিন্।

মহীয়িতে—(সং) মহীয়িতম্, পূজা করিয়াছিলেন।

সিলাবিগডভীচা——সিলা + বিগড + ভীচা = শিলা + বিকট + ভিত্তি। বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত বেষ্টনী।

কালাপিত—(কারাপিত) = কারিত।

উবলিকে—(উদ্ + বলি + ক); বলি—ধর্ম্মকার্য্যের নিমিত্ত যে কর প্রদান করা হইত তাহাকে 'বলি' ব'লত। কটে = কৃত। নিষ্কর করা হইল।

অঠভাগিয়ে—অষ্টভাগ, রাজাকে শস্যের যে অংশ প্রদান করা হইত তাহাকে 'ভাগ' বলিত; মনু প্রভৃতি শাস্ত্রকারগণ ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাপ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু মেগাস্থেনেস্ তাঁহার ভারত-বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে তাঁহার সময়ে চতুর্থ ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল, অশোক ষষ্ঠভাগের স্থলে অষ্টভাগ রাজার প্রাপ্য বলিয়া আদেশ করিয়াছিলেন।

নিগ্লীব লিপি।

কোনকমন—বৌদ্ধগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে গৌতম বুদ্ধের

আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন কল্পে চব্বিশ জন বুদ্ধ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনকমুনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম হইতে সংখ্যায় দ্বাবিংশ।

সারনাথ লিপি।

সারনাথ, কৌশাম্বী ও সাঞ্চিলিপি একার্থবোধক। এই তিনটিতেই মহারাজ অশোককে সংঘের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি এক দিকে রাজা অন্য দিকে সংঘাধিপতি। ইহাই মহারাজ অশোকের বিশেষত্ব। সংঘের বিবাদ বিসম্বাদ রহিত করিবার জন্যই এই তিনটি ক্ষুদ্র স্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ করা হয়।

অতিরিক্ত পরিশিষ্ট।

৬১ পৃষ্ঠা, দশম গিরিলিপির বঙ্গানুবাদ।

শেষাংশে "ক্ষুদ্র বা মহৎ...দুঃসাধ্য" স্থলে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে :—

"ক্ষুদ্র, এমন কি উৎকৃষ্ট বা মহৎ লোকের পক্ষেও, অন্যত্র সমস্ত [চেষ্টা] পরিত্যাগ করিয়া একাগ্র উদ্যমের সাহায্যেও [এই প্রকার ধর্ম্ম পালন করা] দুষ্কর। বাস্তবিক, মহাজনের পক্ষেও ইহা দুষ্কর।"

৮৫ পৃষ্ঠা, সপ্তম স্তম্ভ লপির বঙ্গানুবাদ।

শেষ প্যারাগ্রাফে মুদ্রিত অংশ এইরূপ পাঠ করিতে হইবে :—

"দেবগণের প্রিয় ইহা বলিতেছেন ; যেখানে শিলাস্তম্ভসমূহ বা শিলাফলকসমূহ আছে সেখানে এই ধর্ম্মলিপি [উৎকীর্ণ করা] কর্ত্তব্য, যাহাতে ইহা চিরস্থায়ী হইতে পারে।"

১০৯ পৃষ্ঠা, পরিশিষ্ট।

Provincial এবং Borderer's Edict: ধৌলি এবং জৌগড়ের প্রথম লিপিদ্বয় Provincial এবং দ্বিতীয় লিপিদ্বয় Borderer's Edict নামে অভিহিত হয়। যে স্থলে নগরব্যবহারকদিগকে সম্বোধন করা হইয়াছে, তাহাই Provincial বা প্রাদেশিকলিপি।

সারনাথ লিপি।

শ্রীযুক্ত দয়ারাম সাহ্‌নী এম্ এ সম্পাদিত Catalogue of the Museum of Archaeology at Sarnath (1914) গ্রন্থে সারনাথ লিপির একটী সংস্কৃত পাঠ দেওয়া হইয়াছে, সেই পাঠ ও তদনুযায়ী অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল।

১। দেবা [নং পিয়ে পিয়দসি লাজা]

২। এল......

৩। পাট [লিপুতে]......যে কেন-পি সংঘে ভেতবে এ চুংখো

৪। [ভিখু বা ভিখু] নি বা সংঘং ভাখতি সে ওদাতানি দুস [া] নি সংনংধাপয়িয়া আনাবাসসি

৫। আবাসয়িয়ে॥ হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘসি চ ভিখুনিসংঘসি চ বিংনপয়িতবিয়ে॥

৬। হেবং দেবানংপিয়ে আহা॥ হেদিসা চ ইকা লিপি তুফাকং তিকং হুবা তি সংসলনসি নিখিতা॥

৭। ইকং চ লিপিং হেদিসমেব উপাসকানংতিকং নিখিপাথ॥ তে পি চ উপাসকা অনুপোসথং যাবু

৮। এতমেব সাসনং বিশ্বংসয়িতবে॥ অনুপোসথং চ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৯। যতি এতং এব সাসনং বিষ্বংসয়িতবে আজানিতবে চ ॥ আব-
তকে চ তুফাকং আহালে

১০। সবত বিবাসয়াথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন ॥ হেমেব সবেসু
কোট-বিসবেসু এতেন

১১। বিয়ংজনেন বিবাসাপয়াথা ॥

অনুবাদ—দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা [এইরূপ আদেশ
করিতেছেন]। [পাটলিপুত্রে] সংঘমধ্যে কেহও ভেদ সংঘটন করিবে
না। যদি কেহ, ভিক্ষুই [হউক] বা ভিক্ষুণীই [হউক] সঙ্ঘে ভেদ
আনয়ন করে, তাহাকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করাইবে, [এবং] অস্থানে
বাস করাইবে। এই প্রকারে এই আদেশ (শাসন) ভিক্ষু সংঘে এবং
ভিক্ষুণীসংঘে বিজ্ঞাপিত করিবে।

দেবগণের প্রিয় এইরূপ বলিতেছেন। এইরূপ একটী অনুশাসন
(লিপি), তোমাদের নিকটে থাকুক,—এই জন্য তোমাদের [মিলিত
হইবার স্থানে লিখিত (উৎকীর্ণ) হইয়াছে। তোমরা [এই প্রকারই
এক অনুশাসন উপাসকদিগের নিকট (নিমিত্ত) লিখাও (উৎকীর্ণ
করাও), এবং উপাসকগণ এই লিপির মর্ম্মগ্রহণ করিবার জন্য প্রতি
পর্ব্বদিবসে আসুক; এবং প্রত্যেক পর্ব্বদিবসে মহামাত্রগণ প্রত্যেকেই
নিয়মিতরূপে পর্ব্ব (উপোসথ) পালন জন্য এবং শাসনের মর্ম্ম গ্রহণ
করিবার ও সম্যক্‌রূপে বুঝিবার জন্য আসিবেন।

তোমাদের অধিকার যতদূর [বিস্তৃত], ততদূর [এই আদেশ]
ইহার তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য [অনুসারে] প্রচার করিবে। এবং প্রত্যেক
দুর্গ ও প্রদেশ মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য প্রচার করাইবে।"

সংসলনসি = সংসরণে, 'সৃ' = গমন। যে স্থানে সকলে একত্র
গমন করেন বা মিলিত হন, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ অর্থ করিয়াছেন 'office'

(কার্য্যার্থ রাজকর্ম্মচারিবর্গের মিলিত হইবার স্থান ,, দয়ারাম সাহ্‌নী অর্থ করিয়াছেন 'place of assembly' 'সং-স্মরণ'—এই অর্থও হইতে পারে।

তুফাকং তিকং = তুম্হাকং অন্তিকং = যুষ্মাকম্ অন্তিকম্।

অনুশাসনাবলীর সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম।

গিরিলিপি।

প্রথম অনুশাসন—প্রাণিহত্যা নিবারণ, সকল প্রাণীর জীবন পবিত্র, ইহাই প্রচার করিবার উদ্দেশে ইহা লিখিত।

দ্বিতীয় ,, সর্ব্বজীবে করুণা, পশু পক্ষী ও মানবের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, ভেষজাগার স্থাপন, কূপখনন ও বৃক্ষাদি রোপণ।

তৃতীয় ,, প্রজাগণের মধ্যে ধর্ম্ম-তত্ত্বাবধারণের ব্যবস্থা।

চতুর্থ ,, ধর্ম্মনীতির ব্যাখ্যা ও তাহার মহিমা প্রচার।

পঞ্চম ,, ধর্ম্মমহামাত্র নিয়োগ।

ষষ্ঠ ,, রাজকার্য্য সম্পাদনে তৎপরতা।

সপ্তম ,, ইন্দ্রিয়সংযম, একাগ্রতা, চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রাধান্য বর্ণন।

অষ্টম ,, ধর্ম্মযাত্রার মাহাত্ম্য।

নবম ,, প্রকৃত মঙ্গলানুষ্ঠান।

দশম ,, পারত্রিক মঙ্গলই প্রকৃত মঙ্গল।

একাদশ ,, ধর্ম্মদানই প্রকৃত দান।

দ্বাদশ ,, অসাম্প্রদায়িকতা, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়কে শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করা কর্ত্তব্য, এই অনুশাসনে অতি উজ্জ্বল ভাষায় ইহা ব্যক্ত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ ,, ধর্ম্ম বিজয়ই প্রকৃত বিজয়।

চতুর্দ্দশ ,, এই অনুশাসনে রাজা প্রিয়দর্শী তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুশাসনের বিস্তৃতি এবং সংক্ষেপতার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন।

স্তম্ভলিপি।

প্রথম—ধর্ম্মের প্রসার ও তাহার উপায়।

দ্বিতীয়—ধর্ম্ম কি? তাহার ব্যাখ্যা।

তৃতীয়—নিজ নিজ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ।

চতুর্থ—শাসন ও দণ্ডদান বিষয়ে রাজুকদিগের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য।

পঞ্চম—পশুবধ নিবারণ।

ষষ্ঠ—প্রজাগণের হিতসাধন, সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ।

সপ্তম—ধর্ম্মবিধি প্রচারের ব্যবস্থা ও তদ্বিষয়ের অতীত কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আলোচনা।

ক্ষুদ্র গিরিলিপি।

উত্তর ভারতে রূপনাথ, বৈরাট, সাসেরাম; দাক্ষিণাত্যে মহীশূর প্রদেশে সিদ্ধপুর, জটিঙ্গরামেশ্বর এবং ব্রহ্মগিরি। এই সকল গিরিলিপি মধ্যে অশোকের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ ও দেব দেবী পূজা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ভৌগোলিক বিবরণ।

শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী—ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত পেশবারের চল্লিশ মাইল উত্তর পূর্ব্বে যুসুফ্‌জাই নামক স্থানের নিকটে শাহ্‌বাজ্‌গঢ়ী অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ পূর্ব্বে একটী গিরিগাত্রে দ্বাদশ শিলালিপি (Toleration Edict) ব্যতীত চতুর্দ্দশশিলালিপির অন্যান্য অনুশাসনগুলি খোদিত আছে। ইহারাই সন্নিকটে কপূরদিগিরিতে দ্বাদশ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মান্‌সেরা—উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে হাজারা জেলায় মান্‌সেরা নামক স্থান অবস্থিত। এই স্থানে সম্পূর্ণ চতুর্দ্দশ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের অনুশাসনগুলি খরোষ্ঠী অক্ষরে খোদিত। ইহা দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত।

কাল্‌সী—যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন জেলায় কাল্‌সী গ্রাম অবস্থিত, এই কাল্‌সী গ্রামের প্রায় দেড় মাইল দূরে একটী গিরিগাত্রে চতুর্দ্দশ অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। এই স্থান বর্ত্তমান শাহ্‌রানপুরের পথে অবস্থিত।

গির্ণার—কাঠিয়াবাড় বা সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তী গির্ণার পাহাড়। গির্ণার পাহাড় জৈনদিগের মহাতীর্থ। এই গিরিগাত্রে চতুর্দ্দশ অনুশাসন উৎকীর্ণ আছে। গির্ণার অনেক স্থলে গিরিনগর নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ৭২ শকাব্দে সৌরাষ্ট্রাধিপতি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন্ কর্ত্তৃক ও ১৩৬, ১৩৭ এবং ১৩৮ গুপ্তাব্দে মহারাজ স্কন্দগুপ্ত কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ লিপিসমূহ এই স্থানেই বিদ্যমান আছে। রুদ্রদাম-অনুশাসন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শিলালেখের প্রাচীনতম নিদর্শন।

সোপারা—বোম্বাই প্রদেশে ঠাণা জেলায় সোপারা গ্রাম। এই

স্থানে অষ্টম গিরিলিপির কিয়দংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই স্থানে এক সময় সমগ্র চতুর্দ্দশ গিরিলিপি বিদ্যমান ছিল।

ধৌলি—উড়িষ্যা প্রদেশের সুবিখ্যাত ভুবনেশ্বরের সাত মাইল দক্ষিণে ধৌলি নামক গ্রাম। এই গ্রামের নিকটে একটী গিরিগাত্রে কতকগুলি শিলালিপি খোদিত আছে।

জৌগড়—মান্দ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় জৌগড় নামক স্থান। ধৌলি ও জৌগড়ে একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শিলালিপির পরিবর্ত্তে প্রাদেশিক ও সীমান্তক লিপি উৎকীর্ণ আছে।

লৌড়িয়া নন্দনগড় বা মথিয়া—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেতিয়া হইতে নেপাল যাইবার পথে লৌড়িয়া নন্দনগড় একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম।

লৌড়িয়া অররাজ বা রধিয়া—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত বেতিয়ার পথে কেশরীস্তূপের দশ ক্রোশ দূরে অররাজ মহাদেবের মন্দির। এই মন্দিরের দশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে লৌড়িয়াগ্রাম। এই স্থানে একটী স্তম্ভ স্থাপিত আছে, ইহাতে ছয়টী স্তম্ভলিপি সম্পূর্ণ ভাবে উৎকীর্ণ আছে।

দিল্লী-তোপ্‌রা স্তম্ভ—ইহা দিল্লীর সন্নিকট ফিরোজাবাদের অন্তর্গত কোঠিলা পাহাড়ের চূড়ায় এক্ষণে অবস্থিত। অম্বালার অন্তর্গত তোপ্‌রা হইতে ১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা সুলতান ফিরোজ তোঘ্‌লক্ কর্ত্তৃক দিল্লীতে আনীত হইয়াছে।

দিল্লী-মীরাট স্তম্ভ—১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজ তোঘলক্ মীরাট হইতে এই স্তম্ভটী আনয়নপূর্ব্বক দিল্লীর অন্তর্গত একটী উচ্চ ভূমি খণ্ডের উপর স্থাপিত করিয়াছিলেন।

সাঞ্চিস্তম্ভ—মধ্যভারতের অন্তর্গত ভূপাল রাজ্যে সুবৃহৎ সাঞ্চী-স্তূপের দক্ষিণ দ্বারে এই স্তম্ভটী স্থাপিত আছে।

রামপুরস্তম্ভ—চম্পারণ জেলার অন্তর্গত পিপারিয়া গ্রামের উত্তর পূর্ব্ব দিকে এক ক্রোশ দূরে ইহা অবস্থিত। এক্ষণে দুইটী ধ্বংসোন্মুখ স্তম্ভ এখনও বিদ্যমান আছে।

প্রয়াগস্তম্ভ—এলাহাবাদ ফোর্টে এলেনবরা-বারাকের নিকটে এক্ষণে ইহা স্থাপিত। সুলতান ফিরোজ কর্তৃক কৌশাম্বী হইতে এই স্তম্ভ এখানে আনীত হয়।

সারনাথ—বর্ত্তমান বারাণসীর প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই সারনাথ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রধান প্রচার ক্ষেত্র। এই স্থানেই ভগবান্ বুদ্ধ সর্ব্বপ্রথম তাঁহার ধর্ম্ম জগৎ-সমক্ষে প্রচার করেন। এই স্থানে একটী অশোকস্তম্ভ স্থাপিত আছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রুম্মিন্দেবী—বস্তী জেলার অন্তর্গত পাদেরিয়া গ্রামের নিকটে রুম্মিন্দেবী নামক স্থান, ইহাই প্রাচীন লুম্বিনী গ্রাম, বুদ্ধদেবের জন্মস্থান। একটী অশোক স্তম্ভ স্থাপিত আছে।

নিগ্লীব—বস্তী জেলার উত্তরভাগে নেপাল-তরাই প্রদেশে এই স্তম্ভ স্থাপিত।

রূপনাথ—মধ্য ভারতের জব্বলপুর জেলার রূপনাথ নামক স্থান, ইহা বর্ত্তমান স্লীমান-আবাদ রেল-ষ্টেশনের চতুর্দ্দশ মাইল পশ্চিমে।

সাসেরাম—বিহার প্রদেশে শাহাবাদ জেলায় সাসেরাম নামক স্থান, ইহা রাজধানী পাটলিপুত্রের সন্নিকটবর্ত্তী।

বৈরাট—রাজপুতানার অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যে বৈরাট।

সিদ্ধপুর, ব্রহ্মগিরি ও জটিঙ্গরামেশ্বর—এই তিনটী স্থান

মহীশূর প্রদেশে চিত্তলদুর্গ জেলার অন্তর্গত। প্রবাদ যে, এই শেষোক্ত স্থানে রাবণ জটায়ুকে বধ করিয়াছিলেন।

ভারতা—ইহা জয়পুর রাজ্যমধ্যে অবস্থিত। ভাবড়া ও বৈরাট পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থান। ভাবড়া অনুশাসন সম্ভবতঃ বৈরাটের বৌদ্ধ-বিহারগৃহ হইতে প্রচারিত হয়, মগধের ভিক্ষুসংঘকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

সুবর্ণগিরি—মহীশূর প্রদেশের কোন স্থান বলিয়া এতদিন অনেকে অনুমান করিতেন; কিন্তু সুবর্ণগিরি ও রাজগিরের নিকটবর্ত্তী বর্ত্তমান সোনগির পাহাড় একই স্থান বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। ব্যুলার করমণ্ডল উপকূলবর্ত্তী কোন স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। খান্দেশ প্রদেশে একটী প্রাচীন দুর্গবেষ্টিত স্থানকেও সোনগির বলিয়া থাকে, বরদারাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নামও সোনগড়।

তোসালি—প্রাচীন কলিঙ্গপ্রদেশের রাজধানী।

সোমাপা—গঞ্জামপ্রদেশস্থ কোন স্থান, সম্ভবতঃ জৌগড়ের নিকটবর্ত্তী।

উজ্জয়িনী—শিপ্রানদীতটে অবস্থিত, ইহা অবন্তীপ্রদেশের রাজধানী; অবন্তী পরে মালব নামে অভিহিত হয়, পরবর্ত্তীকালে এই স্থানেই মহারাজ বিক্রমাদিত্য রাজত্ব করিয়াছিলেন। উজ্জয়িনী প্রদেশে অশোক এক সময়ে শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

তক্ষশিলা—(প্রাকৃতে তক্ষশিলা, গ্রীকে Taxila টাক্সিলা)—তক্ষ বা চ্যুত+শির = তক্ষশির, তাহা হইতেই তক্ষশিলা নামের উৎপত্তি। প্রবাদ যে পূর্ব্ব কোন জন্মে এইস্থানে ভগবান্ বুদ্ধ ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রীর প্রাণ-রক্ষার্থে নিজ মস্তক দান করিয়াছিলেন। এই স্থান সম্বন্ধে

অন্য একটী প্রবাদও প্রচলিত আছে। মহারাজ দশরথপুত্র ভরতের তক্ষ ও পুষ্কল নামে দুই পুত্র ছিল, তাঁহাদের নাম হইতে তক্ষশিলা ও পুষ্কলাবতী নাম হইয়াছে। এই তক্ষ-শিলার স্থান বহুদিন পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই। প্লিনির মতে প্রাচীন পুষ্কলাবতী বা হস্তনগর হইতে ৫৫ মাইল পূর্ব্বদিকে তক্ষশিলা নগর বিদ্যমান ছিল। ইহা যদি ঠিক হয় তাহা হইলে হারানদীর তীরবর্ত্তী হসন-আবদালার (Hasan-Abdala)র নিকটেই প্রাচীন তক্ষশিলা নগর অবস্থিত থাকিত। কিন্তু ফা-হিয়ান, সোঙ্ য়ুন্ ও হিউএন্-ৎসাঙ্ (য়ুআন্-চুআঙ্) প্রভৃতি চীন পরিব্রাজকেরা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে সিন্ধুনদী হইতে পূর্ব্বদিকে তিন দিনের পথ অগ্রসর হইলে প্রাচীন তক্ষশিলা নগরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইলে কালকাসরাইয়ের নিকটবর্ত্তী শাহদেরীর বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তক্ষশিলার প্রকৃত স্থান বলিয়া অনুমান হয়। কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এই মতের যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করিয়া থাকেন।

উৎকীর্ণ অনুশাসনের কাল।

	রাজ্যাভিষেকের বর্ষ।	খ্রীঃ পূঃ
চতুর্দ্দশ শিলালিপি—	ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ... ...	২৫৭, ২৫৬,
সপ্তম স্তম্ভলিপি—	সপ্তবিংশতি ও অষ্টাবিংশতি ...	২৪৩, ২৪২,
কলিঙ্গলিপি—	চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ	২৫৩, ২৫৫,
ভাব্ৰালিপি—	ত্রয়োদশ	২৫৭,

রাজত্বের শেষভাগে অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যদি স্বীকার করা যায় তাহা হইলে রাজ্যাভিষেকের ত্রয়োদশ বর্ষের পরিবর্ত্তে

অন্ততঃ দ্বাত্রিংশৎ বৎসর ভাব্‌রালিপি উৎকীর্ণ করিবার কাল বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

রূপনাথ, সাসেরাম ও বৈরাট	ত্রয়োদশ	২৫৭,

যদি মহারাজ অশোক রাজত্বের শেষভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এই সকল অনুশাসন তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে এমন কি তাঁহার সিংহাসন ত্যাগপূর্ব্বক প্রব্রজ্যা গ্রহণকালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়।

সারনাথ, কৌশাম্বী, দেবীলিপি ও সাঞ্চীলিপি	ঊনত্রিংশ হইতে অষ্টত্রিংশ বৎসর	.........২৪১—২৩২,
রুম্মিনদেবী ও নিগ্লিবলিপি	একবিংশ	২৪৯

সমাপ্ত।

